



# বাবা মুক্তিযোদ্ধা না হলেও মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকরি!

**ঢাকা ডেস্ক:**
ডিএমপি'র সাবেক ডিবি প্রধান হারুন অর রশীদের বাবা আবুল হাশেম হাসিদ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯৭ সালে মুক্তিযোদ্ধা সনদ ভাগিয়ে নেন তিনি। ভুয়া এই সনদ ব্যবহার করে হারুন ২০তম বিসিএসে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় পুলিশে চাকরি নেন। কেবল হারুন নয় তার অপর ছোট তিন ভাইও মুক্তিযোদ্ধা কোটার সুবিধা নিয়েছেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় জিয়াউর রহমান মাদকদ্রব্যে ও তৃতীয় জিল্লুর রহমান পুলিশে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকরি নেন। এ ছাড়া সবার ছোট এবিএম শাহরিয়ার *(বাকি অংশ ১২ এর পাতায়)*

# সরকারি সুযোগ-সুবিধার জন্য নতুন ওয়েবসাইট

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:**
যুক্তরাষ্ট্র ফেডারেল সরকারের থেকে খাদ্য সহায়তা, আবাসন সংক্রান্ত সাহায্য, স্বাস্থ্য বীমার মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে এখন থেকে নতুন ওয়েব সাইটে *(বাকি অংশ ২ এর পাতায়)*


The Weekly Bangla Patrika
সফলতার ২৮ বছরে
# বাংলা পত্রিকা
www.banglapatrikausa.com

বর্ষ ২৮ সংখ্যা ৪৭ সোমবার ভাদ্র ০৪ ১৪৩১ / সফর ১৩ ১৪৪৬ / Vol. 28 / Issue 47 / August 17 USA. Free in NY, Other State $1


# আনডকুমেন্টেড অভিবাসীদের বৈধতার আবেদন শুরু

*আবেদন শুরু সোমবার ১৯ আগস্ট*

*আবেদনে ফি জনপ্রতি ৫৮০ ডলার*

*থাকতে হবে ১০ বছর যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের প্রমাণাদি*

*বৈধতার আবেদন মঞ্জুর হলে পারমিটের আবেদন করতে হবে।*

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:**
প্রেসিডেন্টে জো বাইডেন প্রশাসনের আনডকুমেন্টেড অভিবাসীদের বৈধতার আইন পাসের ঘোষণার দুই মাস পর আবেদন প্রক্রিয়া সোমবার (১৯ আগস্ট) থেকে শুরু হয়েছে। শুক্রবার (১৬ আগস্ট) ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস) এই আবেদনের গাইডলাইনের নিয়ম ও আবেদনের প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ প্রকাশ করেছে। এ নিয়মে কমপক্ষে দীর্ঘ ১০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে আনডকুমেন্টেড হিসেব বসবাস করছেন এবং এখানকার সিটিজেন নাগরিককে (স্বামী-স্ত্রী) বিয়ে করেছেন তারাই শুধু আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের পর মঞ্জুর হতে কতদিন সময় লাগতে পারে এবং আবেদনকারীকে স্ব-শরীরে কোন ইন্টারভিউ দিতে হবে কিনা সেটি এখনো গাইডলাইনে দেওয়া হয়নি।

ইউএসসিআইএস'র প্রকাশিত তথ্যমতে, আনডকুমেন্টেড অ-নাগরিকদের বৈধতা দিতে প্রেসিডেন্ট বাইডেন প্রশাসনের প্যারল ইন প্লেস সংক্রান্ত নির্বাহী আদেশ জারী করেন চলতি বছরের ১৪ জুন। যুক্তরাষ্ট্রে আনডকুমেন্টেড হিসেব ১০ বছর বা তার বেশি সময় ধরে বসবাস করছেন এমন ব্যক্তি এ আবেদনের উপযুক্ত। ১৯ আগস্ট সোমবার ইউএসসিআইএস'র ওয়েবসাইট থেকে আই-১৩১ এফ ফর্ম গ্রহণ করে সেটি পূরণ করে অনলাইনে সাবমিট করতে হবে। প্রত্যেক আবেদনকারী অপ্রাপ্তবয়স্ক সহ আলাদাভাবে এই ফর্মে আবেদন করতে হবে। এ *(বাকি অংশ ১২ এর পাতায়)*

U.S. Citizenship and Immigration Services

*গ্লোবাল ডিফেন্স কর্পের প্রতিবেদন*

# এক প্রকল্প থেকে ৫৯ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ হাসিনা-জয়ের!

## মধ্যস্থতায় টিউলিপ



**ঢাকা ডেস্ক:**
রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ৫০০ কোটি ডলারের বেশি আত্মসাৎ করেছেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। টাকার অঙ্কে যার পরিমাণ ৫৯ হাজার কোটি টাকা। এই কাজে সহায়তা করেন তার ছেলে সজিব ওয়াজেদ জয় ও ভাগ্নি টিউলিপ সিদ্দিক। রোববার (১৮ আগস্ট) গ্লোবাল ডিফেন্স কর্পের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা-রোসাটম মালয়েশিয়ার একটি ব্যাংকের মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে এ অর্থ আত্মসাতের সুযোগ করে দেয়। যাতে মধ্যস্থতা করেন ছেলে সজিব ওয়াজেদ জয় ও ভাগ্নি টিউলিপ সিদ্দিক।

এতে আরো বলা হয়, রাশিয়ার সহযোগিতায় বিদ্যুৎকেন্দ্রটির নির্মাণে খরচ ধরা হয় এক হাজার ২৬৫ কোটি ডলার। প্রয়োজনের তুলনায় যা অনেক বেশি। যাতে মালয়েশিয়ার একটি ব্যাংকের মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে এই বাজেট থেকে ৫০০ কোটি ডলার আত্মসাতের সুযোগ করে দেয় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা-রোসাটম। নিজের ভাগ্নি টিউলিপ সিদ্দিকের মধ্যস্থতায় রাশিয়ার সঙ্গে এ চুক্তি করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর এ মধ্যস্থতার বিনিময়ে পাচার করা অর্থের ৩০ শতাংশ পেয়েছেন টিউলিপ, শেখ রেহানা ও পরিবারের কয়েকজন সদস্য। ২০১৩ সালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে শেখ হাসিনার সাক্ষাতের সময় সঙ্গী ছিলেন টিউলিপ সিদ্দিক। গ্লোবাল ডিফেন্স কর্পের দাবি, সে সময় ঢাকা-মস্কোর বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র চুক্তির মধ্যস্থতাও করেন তিনি। ২০০৯ সালে 'প্রচ্ছায়া লিমিটেড' নামে একটি ভুয়া কোম্পানি চালু *(বাকি অংশ ১২ এর পাতায়)*

# হাসিনার দানবিক রাষ্ট্রের নেপথ্যের কারিগর তারা

## আ. লীগের শাসন: ২০০৯-২০২৪

**ঢাকা ডেস্ক:**
নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর। বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ করে ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার সদস্যরা শপথ নেন ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারী। ওই সময়ের পর থেকে গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত দলটি ক্ষমতায় ছিল টানা ১৫ বছর ৭ মাস। এ সময়ের মধ্যে আওয়ামী লীগের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছে তিনটি। সবগুলোই ছিল প্রশ্নবিদ্ধ।

এ দীর্ঘ সময়ে ক্ষমতাসীন থাকা দলটির বিরুদ্ধে বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের ওপর নির্যাতন, বিরোধী মত দমন, সংবিধানকে সংশোধন, ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক খাতে সুশাসনের অভাব, তিনবারের বিতর্কিত নির্বাচন, ব্যাপক মাত্রায় বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, মানবাধিকার লঙ্ঘনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার ঘটনা ঘটেছে। *(বাকি অংশ ২৮ এর পাতায়)*




# ট্রাম্প বলেছিলেন 'উন্মাদ' কমলা বললেন 'কাপুরুষ'

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:**
মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস পরোক্ষভাবে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমালোচনা করেছেন। রোববার তিনি বলেছেন, আসন্ন ৫ নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী *(বাকি অংশ ৬ এর পাতায়)*


রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি

কল করুনঃ ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
- TAX Liens Charge Offs
- Inquiries
- Collections
- Garnishment
- Bankruptcy
- Late Payments

Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

## আত্মগোপনে কেন্দ্রীয় নেতারা
# ক্ষুব্ধ আ. লীগের মাঠের কর্মীরা

**ঢাকা ডেস্ক:**
ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরই আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা সবাই গা ঢাকা দিয়ে আত্মগোপনে রয়েছেন। দলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে সাংগঠনিক কোনো নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে না। দুঃসময়ে দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের পাশে না পেয়ে ক্ষুব্ধ মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন নেতাকর্মী।

ঢাকার দৈনিক কালের কণ্ঠে'র খবরে বলা হয়েছে: বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা এ প্রতিবেদককে বলেন, টানা ১৬ বছর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়। অথচ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতারা সবাই গাঢাকা দিয়েছেন। এতে দলের দুরবস্থার চিত্র প্রকট হয়ে উঠেছে। সারা দেশে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের জান-মালের কোনো নিরাপত্তা নেই। এমন পরিস্থিতিতেও কেন্দ্রীয় নেতাদের কোনো খোঁজ পাচ্ছেন না সাধারণ নেতাকর্মীরা। তাঁরা প্রশ্ন রাখেন, কঠিন পরিস্থিতিতে সামনে এগিয়ে এসে নেতাকর্মীদের সাহস জোগানোর মতো একজন নেতাও কি নেই?

গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন দলের সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর রাজধানী ঢাকায় দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ সারা দেশের প্রায় সব জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানো হয় এবং পুড়িয়ে দেওয়া হয়। নিহত হয়েছেন আওয়ামী লীগের বহু নেতাকর্মী। এমন পরিস্থিতিতে দলের কেন্দ্রীয় নেতারা সবাই আত্মগোপনে রয়েছেন। ক্ষমতায় থাকার সময় দলের পক্ষে সংবাদ সম্মেলন করতে কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগে থাকত, আর এখন দলের পক্ষে কথা বলার একজন নেতাও নেই।

আওয়ামী লীগের একাধিক সূত্র জানায়, দলের কেন্দ্রীয় নেতারা তেমন কেউ বিদেশ যেতে পারেননি। সবাই দেশেই আছেন। প্রভাবশালী নেতারা মামলা ও গ্রেপ্তার আতঙ্কে রয়েছেন। তাঁদের কয়েকজন এরই মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর নজরদারিতে রয়েছেন। এতে তাঁরা ভয়ে গণমাধ্যমে মুখ খুলছেন না, দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গেও যোগাযোগ করছেন না।

আওয়ামী লীগের একাধিক সূত্র জানায়, গত ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা কেউ প্রকাশ্যে আসেননি। জামায়াত, বিএনপি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ভয়ে তাঁরা মাঠে নামেননি। এদিন নেতাদের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে কোনো বিবৃতি বা ভিডিও বার্তাও আসেনি।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে কোনো বিবৃতি বা ভিডিও বার্তা না দেওয়ায় কেন্দ্রীয় নেতাদের সমালোচনা করেন ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হালিমা আক্তার লাবণ্য। তিনি গত বৃহস্পতিবার নিজের ফেসবুক আইডিতে লেখেন, আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী একটি দল। এই দলে এত এত নেতা, কেউ একটি বিবৃতি বা ভিডিও বার্তা দিতে পারলেন না। অথচ যে রুহুল কবীর রিজভীকে নিয়ে হাস্যরস করা হতো, তিনি কিন্তু আত্মগোপনে থেকে প্রেস রিলিজ, ভিডিও বার্তা নিয়মিত দিতেন। আসলে বেশি চর্বি ভালো না। কিছুটা খরচ করেন।

লাবণ্য লেখেন, 'ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল অন্য দল ভোগ করল, আর আপনারা জাতির কাছে নিজেদের দৈন্য প্রকাশ করলেন। যাঁরা বিদেশে আত্মগোপনে, তাঁদের সমস্যা কী? কত কত প্রশ্ন যে আসে মনে। আপনাদের জন্য আজ এই পরিণতি। আত্মসমালোচনা করেন, নিষ্ঠাবান কর্মীদের সামনে এনে, এই সরকারকে সময় দিয়ে নিজেদের ভুল সংশোধন করেন। নির্বাচনের নাম মুখে আনবেন না। আর সংঘাত তৈরির উপলক্ষ হবেন না।'

প্রভাবশালী নেতাদের বিরুদ্ধে অনেকেই এখন মুখ খুলছেন। বিশেষ করে নেতাদের সমালোচনা করে ফেসবুকে অনেকে পোস্ট দিচ্ছেন। নেতাকর্মীরা তাঁদের সঙ্গে ঘটা নানা অন্যায়-অবিচারের কথাও প্রকাশ করছেন।

সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি খাত বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমানকে সম্প্রতি রাজধানীর সদরঘাট থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদিন নিজের ফেসবুক আইডি থেকে এ বিষয়ে পোস্ট দেন মহিলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাহমুদা বেগম কৃক। তিনি লেখেন, 'সঠিক তথ্য কেউ তুলে ধরেননি। চেয়ার চলে যাবে বলে আপনাদের চেয়ার ঠিক রেখে আমাকে চেয়ারবিহীন করেছিলেন। চেয়ার তো এখন সদরঘাটে লুটোপুটি খাচ্ছে। হায় রে সেলুকাস!'

আওয়ামী লীগের একাধিক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদকের সঙ্গে কথা হয় এই প্রতিবেদকের। কর্মীদের অভিযোগের বিষয়ে তাঁরা গণমাধ্যমে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

একজন নেতা বলেন, 'নেতাকর্মীদের অভিযোগ তো আর মিথ্যা নয়। আমাদের তো দোষত্রুটি আছেই। তবে এখন এগুলো বলে নিজেদের মধ্যে বিভক্তির সময় নয়। আমরা আসলে প্রস্তুতির জন্য কিছুটা সময় নিচ্ছি। অতীতেও জেল-জুলুম খেটেছি। এগুলোর জন্য ভয় পাই না। তবে মাঠে নামার আগে নিজেদের তো কিছুটা আলাপ করে নিতে হবে। এখন আমরা কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সঙ্গে আলাপ চালাচ্ছি।'

# পলাতক স্বৈরশাসকদের যে করুণ পরিণতি হয়েছিলো

**ঢাকা ডেস্ক:**
গত কয়েক দশকে এমন গণ-অভ্যুত্থানের মুখে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন অনেক স্বৈরশাসক। কিন্তু দেশত্যাগ করে পালানোর পর তাদের বেশির ভাগই দেশে ফিরতে পারেননি 'বিশ্ব রাজনীতিতে স্বৈরশাসক তকমা পাওয়া পলাতকরা'। আমৃত্যু নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন। আর হাতেগোনা যে কয়জন দেশে ফিরতে পেরেছেন, তাদের কেউই রাজনীতিতে নিজেকে পুনর্বাসন করতে পারেননি আর।



এদিকে গণ-অভ্যুত্থানের মুখে দেশত্যাগকারীদের তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন বাংলাদেশের শেখ হাসিনা। কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া গণ-অভ্যুত্থানে দেশ ছেড়ে পালান তিনি। গত ৫ আগস্ট বাংলাদেশ ছাড়ার আগে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকা শেখ হাসিনা। বর্তমানে ভারতে 'নিরাপদ আশ্রয়ে' আছেন তিনি। তার যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রার্থনা এরই মধ্যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো দাবি করছে। ভিসা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্রও।

যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর এবং আটলান্টিক কাউন্সিলের অনাবাসিক সিনিয়র ফেলো আলী রীয়াজের মতে, স্বদেশের রাজনীতিতে বড় পরিবর্তনের কারণেও এ ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারীরা আর নিজেদের পুনর্বাসিত করতে পারে না। ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারী শাসকদের জীবন শেষ হয় নিঃসঙ্গভাবে। তাদের অধিকাংশ কেবল ইতিহাসের আস্তাকুঁড়েই নিক্ষিপ্ত হয় না, তারা আক্ষরিক অর্থেই আস্তাকুঁড়ের জীবনযাপন করতে বাধ্য হন।'

তথ্যমতে, আশির দশক। ভয়ানক অর্থনৈতিক সংকটে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ফিলিপাইন। তবে তাতে *(বাকি অংশ ১০ এর পাতায়)*

# নিউইয়র্কে 'বৃহত্তর নোয়াখালী জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট' গঠিত

**নিউইয়র্ক:**
নিউইয়র্কে 'বৃহত্তর নোয়াখালী জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট, যুক্তরাষ্ট্র' নামে একটি নতুন সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। এ উপলক্ষ্যে রোববার (১৮ আগষ্ট) সিটির ব্রুককলীনের প্রসপেক্ট পার্কের মনোরম পরিবেশে জমজমাট এক বারবিকিউ পার্টির আয়োজন করা হয়। এতে দলীয় রাজনীতির আমেজ আর সম্প্রীতির বন্ধনের জয়গান ধ্বনিত হয়। এছাড়াও বাংলাদেশে রক্তাক্ত ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার পতনে উল্লাস প্রকাশ এবং আগামী দিনগুলোতে বিএনপির রাজনীতির সমর্থনে প্রবাসে সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকার সংকল্প ব্যক্ত করেন উপস্থিত সকলে।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মহিন উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সদ্যবিলুপ্ত কমিটির সভাপতি ও বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী জাকির এইচ চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি এবং অ্যাসাল ব্রুকলীন চ্যাপ্টারের সহ সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক, কমিনিটি অ্যাক্টিভিস্ট শহিদুল্লাহ কাইসার এবং অধ্যাপক সাইয়েদ আজাদ। সাবেক ছাত্র নেতারাও এত যোগ দেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিএনপি নেতা ছালেহ আহাম্মদ মানিক।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কে বসবাসকারী বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলের বাসিন্দাগণকে বিএনপির রাজনীতির পরিপূরক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়িত করার সংকল্প থেকে এই ফ্রন্টের গুরুত্ব অপরিসীম বলে মন্তব্য করেন সংশ্লিষ্টরা।

অনুষ্ঠানে গঠিত ১১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তার হলেন: সভাপতি- মহিনউদ্দিন, সিনিয়র সহ সভাপতি- সালেহ আহমেদ মানিক, সাধারণ সম্পাদক- ওমর ফারুক এবং সাংগঠনিক সম্পাদক- মোর্শেদ আলম।

# ড. ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সত্যিকারের গণতন্ত্রে ফিরবে



## নিউইয়র্কে 'প্রবাসী নাগরিক সমাজ' এর প্রত্যাশা

**বিশেষ প্রতিনিধি:**
ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং দুর্নীতি ও বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় পূরণে ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতার সংকল্পে নিউইয়র্কে প্রবাসীরা সমাবেশ করেছেন। গত ১২ আগষ্ট সোমবার নিউইয়র্ক সিটির উডসাইডের মাদানি মসজিদ প্রাঙ্গনে এ সমাবেশের আয়োজন করে 'প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিক সমাজ, ইউএসএ' নামক একটি সংগঠন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা ও মূলধারার রাজনীতিক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আকতার হোসেন বাদল এবং বিশেষ অতিথির ব ভাসানী ফাউন্ডেশনের সভাপতি, সাবেক ছাত্রনেতা আলী ইমাম শিকদার।

বিএনপি নেতা সালেহ আহমেদ মানিকের সভাপতিত্বে সমাবেশ পরিচালনা করেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট দেলোয়ার হোসেন শিপন। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউটিউবার ইলিয়াস হোসেন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট নূর আমিন, জাকির হোসেন জুয়েল, খলকুর রহমান, সাঈদুর রহমান ডিউক, মোহাম্মদ আতিকুল্লাহ, মো. আরিফ হোসেন, আমির হোসেন বাবু, হিরক আহমেদ, কাজী শফিকুল প্রমুখ।

সভায় বক্তারা নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ দুর্নীতি মুক্ত হয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে তথা অভ্যুত্থানের প্রত্যাশা অনুযায়ী পুরো রাষ্ট্রকে সংস্কার করা সম্ভব হবে বলে আশা পোষণ করেন। এবং এজন্য প্রবাস থেকে সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা।

সভার শুরুতে বিশেষ মোনাজাতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহতদের আত্মার মাগফেরাত এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয়। বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন মসজিদের ইমাম মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহিম। সমাবেশে মসজিদের মুসল্লী ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণিপেশার প্রবাসীরা উপস্থিত ছিলেন।

# জ্যাকসন হাইটসে হাটবাজারে চুরি



*(শেষ পাতার পর)* হাটবাজার রেস্টুরেন্টে দুর্ধষ চুরির ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, রেষ্টুরেন্টটির নিচতলায় যখন কর্মচারীরা ব্যস্ত ঠিক তখনই দোতালা (অফিস রুম) থেকে নগদ ৯০ হাজার ডলারেরও বেশী অর্থ চুরি করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্ত চক্র। এই তথ্য জানান রেষ্টুরেন্টটির অন্যতম কর্নধার মনসুর আলম চৌধুরী। এসময় দূর্বৃত্ত রেষ্টুরেন্টটির অফিস রুমও তছনছ করে এবং ক্যাবিনেট ও ড্রয়ার থেকে ক্যাশ ডলারগুলো নিয়ে যায়। ঘটনার ব্যাপারে পুলিশ রিপোর্ট করা হয়েছে।

এর আগেও জ্যাকসন হাইটসের একটি স্বর্ণের দোকান রেস্টুরেন্টে চুরি এবং ডাকাতির ঘটনা ঘটলেও এখন পর্যন্ত কোন দূর্বৃত্তকে পুলিশ সনাক্ত করতে পারিনি। ফলে ব্যবসায়ীদের মাঝে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে। আবার রেস্টুরেন্টে চুরির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশ বিজনেস এসোসিয়েশনের একাংশের সভাপতি গিয়াস আহমেদ সহ অন্যান্য ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ।

গিয়াস আহমেদ বলেন, যেহেতু হাটবাজার রেস্টুরেন্টে সিসি ক্যামেরায় ফুটেজ আছে, তাই অতি দ্রুতই দুর্বৃত্তকে সনাক্ত করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি ইতিপূর্বে যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চুরি-ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে সেসব ঘটনার বাপারেও অতি দ্রুত সিটি পুলিশ ব্যবস্থা নেবে বলেও আশ্বাস দেন গিয়াস আহমেদ।

# সরকারি সুযোগ-সুবিধার জন্য




*(প্রথম পাতার পর)* প্রবেশ করতে হবে অধিবাসীদের। সরকারী সুবিধা খোঁজার জন্য ওয়েবসাইটটি শুরু হচ্ছে সেপ্টেম্বর থেকে। নতুন তথ্য অনুসন্ধানের জন্য একটি নতুন স্থান আসছে, যেখানে আপনি ফেডারেল সরকারের সুবিধাগুলি সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য পেতে পারবেন, সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার জানিয়েছে, ২০ বছরেরও বেশি সময় পর Benefits.gov বন্ধ হয়ে যাবে এবং তার স্থলাভিষিক্ত হবে নতুন পোর্টাল USA.gov। নয়া এই ওয়েবসাইটটি মার্কিনে বসবাসরত অধিবাসীদের খাদ্য সহায়তা, আবাসন সাহায্য, স্বাস্থ্য বীমা এবং আরও অনেক কিছু অনুসন্ধানের সুযোগ দেবে। একই সাথে GovLoans.gov এবং SSABEST.Benefits. gov মতো ওয়েবসাইটগুলোও নতুন ওয়েবপেজে যুক্ত হচ্ছে।

উল্লেখ, ১৯৯৯ সাল থেকে ওয়েবসাইটটি সরকারের সংস্থাগুলির জন্য একটি জায়গা হিসেবে কাজ করেছে, এই পরিবর্তনটি জনগণের জন্য সরকারী সম্পদ প্রদানের প্রতি ফেডারেল সরকারের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। এদিকে ইবহবভরঃং.মড়া ওয়েবসাইটটি ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এরপর থেকে এটি ২২০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষকে সেবা প্রদান করেছে এবং ১১শরও বেশি সরকারী সুবিধা গ্রহনে সহায়তা করেছে।

বাংলাদেশ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জিন্দাবাদ

# বরিশাল বিভাগীয় জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউএসএ











## কার্যকরী কমিটি-২০২৪-২০২৬



ডাঃ আবদুস সবুর
সভাপতি



হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা
প্রধান উপদেষ্টা



মোশাররফ হোসেন সবুজ
প্রথম উপদেষ্টা



যাযহারুল ইসলাম মিরন
সাধারন সম্পাদক



রুহুল আমিন নাসির
উপদেষ্টা



আশিক মাহমুদ
উপদেষ্টা



জাকির হওলাদার
সিঃ সহ-সভাপতি



মোঃ শাহ আলম
প্রথম সদস্য



সৈয়দ এম. রেজা
সম্মানিত সদস্য



ইমরান রন শাহ
সম্মানিত সদস্য



মাসুদ হোসাইন
সম্মানিত সদস্য



ম ম জসীম
সহ-সভাপতি



এড. রেজবুল কবীর
সহ-সভাপতি



নীরা এস নীরু
সহ-সভাপতি



হুমায়ুন কবির
সহ-সভাপতি



মোঃ মহসিন
সহ-সভাপতি



সোহেল হওলাদার
সহ-সভাপতি



আবু জাফর ফরাজী
সহ-সভাপতি



তাসলিমা কালাম পলি
সহ-সভাপতি



ফারদিন রেজা রনি
সিঃ যুগ্ম সাঃ সম্পাদক



তরিকুল ইসলাম প্রিন্স
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক



মিল্টন হোসেন
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক



হামিদুর রহমান
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক



আনোয়ার হোসেন
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক



মোঃ রাকিব হেসেন
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক



মোঃ অহিদুজ্জামান নিলু
সাংগঠনিক সম্পাদক



নুর আলম চৌধুরী
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক



মাসুম বিল্লাহ
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক



মোশাররফ হোসাইন
দপ্তর সম্পাদক



মোঃ মাহবুবুর রহমান
কোষাধ্যক্ষ



রুবেল গাজী
প্রচার সম্পাদক



মোঃ ফিরোজ মিয়া
সাংস্কৃতিক সম্পাদক



মোঃ রাজীব রায়হান
সমাজসেবা সম্পাদক



মোঃ ফারুক আহমেদ
সদস্য



মোঃ হাসিব হোসাইন
সদস্য



জাহাঙ্গীর আলম
সদস্য



মনির খান
সদস্য



খলিলুর রহমান
সদস্য



আবুল কালাম আজাদ
সদস্য



মোঃ আজাদ সরদার
সদস্য



আবদুল কুদ্দুস
সদস্য



মোঃ মিজানুর রহমান
সদস্য



নজরুল ইসলাম সুমন
সদস্য



আখতারুজ্জামান
সদস্য

The Weekly Bangla Patrika
Editor: **Abu Taher**
Tel: 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

## সম্পাদকীয়

# পুলিশ বাহিনীর সংস্কার দরকার

## *জনবান্ধব পুলিশ সবারই প্রত্যাশা*

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের সঙ্গে ছাত্র-জনতার মধ্যে সহিংসতার ঘটনায় শত শত শিক্ষার্থী, সাধারণ মানুষ আহত ও নিহত হন। এ ঘটনায় পুলিশ সদস্যদেরও অনেকে নিহত ও আহত হন। সেই আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর। এরপর এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল না। পুলিশ বাহিনীর অনুপস্থিতিতে দেশে চরম অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়। গত ৫ আগস্ট রাত থেকে দেশব্যাপী চার শতাধিক থানায় হামলা, অগ্নিসংযোগ ও আগ্নেয়াস্ত্র লুট করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। ভয়ে পুলিশ সদস্যরা থানা ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

> *“পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ কি পোশাক ও লোগো পরিবর্তন করলে যাবে? বিষয়টি বুঝি খুব সহজ ব্যাপার না। জনবান্ধব পুলিশ বাহিনী সবারই প্রত্যাশা। কিন্তু পুরো পুলিশ বাহিনীর সংস্কার করা ছাড়া কি তাদের পরিবর্তন করা সম্ভব? ২০০৪ ও ২০১৬ সালে পুলিশের কয়েকটি ইউনিটের পোশাকের রং পরিবর্তন করা হয়েছিল। মহানগর ও জেলা পর্যায়ে দুই রঙের পোশাক দেওয়া হয়েছিল। আবার পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট ও ব্যাটালিয়নভেদে পোশাকের ভিন্নতাও রয়েছে। এর আগে সীমান্ত রক্ষা বাহিনীর নাম ও পোশাক পরিবর্তন করা হয়েছিল। তাতে বাস্তবতার কোনো পরিবর্তন হয়নি। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা এবং দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশের ভূমিকা আছে। তারা ছাড়া আমাদের জীবন স্বাভাবিক না। আমাদের প্রত্যাশা, অন্তর্বর্তী সরকার শুধু পোশাক ও লোগো না, পুরো পুলিশ বাহিনীর সংস্কারে উদ্যোগ নেবে।”*

এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সাধারণ জনগণের সঙ্গে পুলিশের মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়। সাধারণ পুলিশ সদস্যদের মনে ভয় ঢুকে যায়। এ কারণে তাঁরা কর্মস্থলে যোগ দেননি। এরপর তাঁরা অভিযোগ করেন, বিভিন্ন সময় উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাঁদের ব্যবহার করেছেন ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বার্থে। পদ-পদবি নিয়েও তাঁদের মধ্যে অসন্তোষ আছে। আর বিভিন্ন আন্দোলনে শুধু জীবন দিতে হয়েছে সাধারণ পুলিশ সদস্যদের। তাঁরা শুধু অভিযোগ তোলেননি, ১১ দফা দাবি দিয়ে কাজে যোগদান থেকে বিরতও থেকেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ও পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) আন্দোলনরত পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সেই সভায় সিদ্ধান্ত হয়, পুলিশ বাহিনীকে সংস্কার করতে এবং জনবান্ধব করতে তাঁদের পোশাক ও লোগো পরিবর্তন করা হবে।

এতে পুলিশ বাহিনীকে নিয়ে সাধারণ মানুষের বিরূপ মনোভাব কেটে যাবে। খবরটি আমাদের আনন্দিত করলেও শঙ্কা থেকে যায় এই কারণে যে দীর্ঘ দিন ধরেই পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে দেশের মানুষের অভিযোগের শেষ নেই। চাঁদাবাজি, ঘুষসহ নানা অপকর্মে তারা জড়িত। এসবের বাইরে মানুষকে নানাভাবে হেনস্তা করার অভিযোগ আছে। এসব অপকর্ম পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা করে থাকেন। আর তাঁদের অপকর্মের লাঠিয়াল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকেন সাধারণ কনস্টেবলরা।

পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ কি পোশাক ও লোগো পরিবর্তন করলে যাবে? বিষয়টি বুঝি খুব সহজ ব্যাপার না। জনবান্ধব পুলিশ বাহিনী সবারই প্রত্যাশা। কিন্তু পুরো পুলিশ বাহিনীর সংস্কার করা ছাড়া কি তাদের পরিবর্তন করা সম্ভব?

ব্রিটিশ আমল থেকে পুলিশের পোশাক ছিল খাকি রঙের। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাদের পোশাক পরিবর্তন করা হয়। ২০০৪ ও ২০১৬ সালে পুলিশের কয়েকটি ইউনিটের পোশাকের রং পরিবর্তন করা হয়েছিল। মহানগর ও জেলা পর্যায়ে দুই রঙের পোশাক দেওয়া হয়েছিল। আবার পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট ও ব্যাটালিয়নভেদে পোশাকের ভিন্নতাও রয়েছে। এর আগে সীমান্ত রক্ষা বাহিনীর নাম ও পোশাক পরিবর্তন করা হয়েছিল। তাতে বাস্তবতার কোনো পরিবর্তন হয়নি। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা এবং দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশের ভূমিকা আছে। তারা ছাড়া আমাদের জীবন স্বাভাবিক না। আমাদের প্রত্যাশা, অন্তর্বর্তী সরকার শুধু পোশাক ও লোগো না, পুরো পুলিশ বাহিনীর সংস্কারে উদ্যোগ নেবে। পুলিশ হোক জনগণের প্রকৃত বন্ধু, আর অন্যায়-অপরাধকারী যম।

## বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৭ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৮ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

# ভারতের কাছে সুপ্রতিবেশীসুলভ আচরণ আশা করি



এ কে এম শামসুদ্দিন

**ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে প্রকৃত বন্ধুত্বের সম্পর্ক যে গড়ে তুলতে চায়, তা শুধু কূটনৈতিক ভাষায় মুখে বললেই চলবে না, বাস্তবেও তার প্রতিফলন দেখাতে হবে। বাংলাদেশের বাস্তবতাকে বুঝে সেভাবেই সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এত দিন তারা যাকে সমর্থন দিয়ে এসেছে, সেই শেখ হাসিনার স্বৈরশাসনের নিন্দা করে এবং তাঁকে গদিচ্যুত করতে গিয়ে বাংলাদেশের যেসব শিক্ষার্থী, অধিকারকর্মী ও সাধারণ মানুষ জীবন দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি ভারত যদি সহমর্মিতা প্রকাশ করতে পারে, তাহলেই সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের আন্তরিকতার পরিচয় ফুটে উঠবে।**

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থান রূপ নেওয়ার পর শিক্ষার্থীদের ৯ দফা যখন ১ দফায় চলে আসে, তখনই বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রবল পরাক্রমশালী শাসক শেখ হাসিনার বিদায়ঘণ্টা বেজে ওঠে। ৫ আগস্ট সকালে বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা ঢাকায় জড়ো হতে থাকলে, শেখ হাসিনা তাৎক্ষণিক দেশ ছেড়ে চলে যান। এত দিন যাদের ওপর ভর করে তিনি ক্ষমতায় টিকে ছিলেন, সেই পুলিশ ও নিজ দলের আর্মড ক্যাডারের সদস্যরাও জনরোষ থেকে তাঁকে রক্ষা করতে পারেনি। শেষ ভরসা, সশস্ত্র বাহিনীও তাঁর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তিনি ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেন। ওই মুহূর্তে ভারতে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া তাঁর অবশ্য আর কোনো গত্যন্তরও ছিল না। নিজ দেশের তিন শতাধিক নাগরিকের খুনের রক্তে যাঁর হাত রাঙা, তেমন একজন পতিত শাসককে আশ্রয় দেওয়া, প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ভারতের জন্যও অস্বস্তিকর ছিল। তবু ভারত তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে নেয়।

জানা গেছে, খুব অল্প সময়ের নোটিশে ভারত শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিতে সম্মত হয়েছে। ৬ আগস্ট ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় এ বিষয়ে সবাইকে অবগত করেন। তিনি জানান, যত দিন তৃতীয় কোনো রাষ্ট্রে শেখ হাসিনার আশ্রয়ের ব্যবস্থা না হবে, তত দিন তিনি ভারতেই থাকবেন।

শেখ হাসিনা কয়েকটি বিদেশি রাষ্ট্রে আশ্রয়ের চেষ্টা করলেও কোনো দেশই তাঁকে আশ্রয় দিতে রাজি হয়নি। তবে শেখ হাসিনার ভারত ছেড়ে যাওয়া নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। অনেকেরই প্রশ্ন, শেখ হাসিনা সত্যিই কি ভারত ছেড়ে অন্যত্র যেতে ইচ্ছুক? নাকি তিনি ভারতেই থেকে যেতে চান? ভারতে থাকতে পারলে শেখ হাসিনার সুবিধাই হবে। ভারতে বসে বাংলাদেশে দলীয় রাজনীতি পরিচালনা করতে পারবেন। শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ও তাই মনে করেন। ১৪ আগস্ট ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জয় বলেছেন, 'বাংলাদেশের পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয় তা দেখার জন্য তিনি (শেখ হাসিনা) অপেক্ষা করছেন। সম্ভবত মা আপাতত ভারতেই থাকবেন।' শেখ হাসিনা বর্তমানে দিল্লির সন্নিকটে ভারতীয় বিমানঘাঁটিতে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাবেষ্টনীতে অবস্থান করছেন। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মতে, নিরাপত্তাজনিত কারণে শেখ হাসিনার সঙ্গে কাউকে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি দিল্লিতে অবস্থানরত শেখ হাসিনার কন্যা পুতুলও নাকি তাঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাননি। সত্যিই কি তাই?

হাসিনাকে যদি কড়া নিরাপত্তাবেষ্টনীতেই রাখা হতো, তাহলে ভারতীয় বিমানঘাঁটির মতো একটি সংবেদনশীল জায়গায় বসে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী মামলায় অভিযুক্ত শেখ হাসিনা তাঁর নেতা-কর্মীদের, বাংলাদেশ অস্থিতিশীল হতে পারে- মন রাজনৈতিক নির্দেশনা দেন কী করে? এ বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান পরিষ্কার।

১৪ আগস্ট বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনারকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, ভারত ভূখণ্ডে বসে শেখ হাসিনা যেসব বিবৃতি দিচ্ছেন, তা দুই নিকট প্রতিবেশী দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের অন্তরায়। এটা দুই দেশের সুসম্পর্কের জন্য সহায়কও নয়।

ভারতের বাংলাদেশনীতি নিয়ে বাংলাদেশের জনগণ কখনোই সন্তুষ্ট ছিল না। স্বাধীনতার পর থেকেই দেখা গেছে, ভারত বরাবরই বাংলাদেশের জনগণের মনোভাবকে অবজ্ঞা করে এককভাবে একটি দলের প্রতিই বেশি আগ্রহ দেখিয়ে এসেছে। তারা জনগণের চেয়ে আওয়ামী লীগ সরকারকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। এ নিয়ে ভারত বিষয়ে এ দেশের জনগণের ভেতর মিশ্র প্রতিক্রিয়া আছে।

মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের মানুষ কোনোকালেই আধিপত্যবাদকে মেনে নেয়নি। আর মেনে নিতে পারেনি বলেই পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ আলাদা হয়ে গেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভারতের অবদান অনস্বীকার্য। এ কথা এ দেশের মানুষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকারও করে। কিন্তু ভারত একেবারে নিঃস্বার্থভাবে স্বাধীনতা অর্জনে বাংলাদেশকে যে সহায়তা করেছে, সে কথা সঠিক নয়।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর থেকেই 'পাকিস্তান ভেঙে দুই ভাগ করা' ভারত রাজনীতির অন্যতম অ্যাজেন্ডা ছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম ভারতকে সেই সুযোগ করে দেয়। ভারতও সুযোগ কাজে লাগায়। অতঃপর তারা যথারীতি বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি শরণার্থীকে আশ্রয় দেয় এবং মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করে। কিন্তু স্বাধীনতার পর দেখা গেছে, ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে বড় ভাইসুলভ আচরণ শুরু করে দিল। অথচ প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশের জনগণ ভারতের কাছ থেকে সুপ্রতিবেশীসুলভ আচরণ আশা করেছিল। প্রতিবেশী ছোট রাষ্ট্রের প্রতি বড় রাষ্ট্রের যেমন অহংবোধ ও অবজ্ঞা থাকে, বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের ব্যাপারে ভারতেরও সে ধরনের অবজ্ঞা ও অজ্ঞতা পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের মানুষ তা কোনো দিনও মেনে নিতে পারেনি। সে কারণে দিন দিন ভারতের প্রতি এ দেশের জনগণের হতাশা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেয়েছে। নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শুরু হওয়ার পর থেকে আওয়ামী লীগের প্রতি ভারতের দুর্বলতা প্রকাশ্যে চলে আসে। ভারতে যে রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, আওয়ামী লীগের প্রতিই তাদের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে।

এ কারণেই জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে কারচুপির নির্বাচন ও ক্ষমতা একচেটিয়া কুক্ষিগতকরণে আওয়ামী লীগের হয়ে ভারতকে বারবার আন্তর্জাতিক মহলে কূটনৈতিক সহযোগিতা দিতে দেখা গেছে; যা বাংলাদেশিদের আরও বেশি ভারতবিদ্বেষী করে তুলেছে।

এবারের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রথম দিকে ভারত সরকার কোনো প্রতিক্রিয়া না জানালেও তাদের অনেক সাংবাদিক, কিছু রাজনৈতিক দল, টেলিভিশন চ্যানেল, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, পত্রিকা, সচেতন নাগরিক ও শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের ছাত্র-আন্দোলন ও হতাহতের প্রতি সহানুভূতি ছিল যথেষ্ট। কিন্তু আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা গদিচ্যুত হয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর সে দেশের কেন্দ্রীয় সরকার যে অবস্থান নিয়েছে, তা বাংলাদেশের মানুষকে হতাশ করেছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনার পতনের পেছনে 'বিদেশি ষড়যন্ত্র'র তত্ত্ব হাজির করে ভারত এ আন্দোলনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। ভারতীয় গণমাধ্যম এ আন্দোলনে জামায়াত ও পাকিস্তানের হাত আছে দাবি করে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের রক্তক্ষয়ী এই আন্দোলনে কালিমা লেপন করতে চেয়েছে। শেখ হাসিনার এমন অপ্রত্যাশিত পতন ভারত যে মেনে নিতে পারছে না, তা তাদের আচরণেই বোঝা যাচ্ছে।

বাংলাদেশের জনগণের চেয়ে তাদের কাছে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের গুরুত্ব যে বেশি, আবারও তারা প্রমাণ করেছে। ৬ আগস্ট ভারতের পার্লামেন্টে সে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্করের দেওয়া বিবৃতি লক্ষ করলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। জয়শঙ্কর তাঁর বিবৃতিতে সেদিন, বাংলাদেশের যানবাহন, রেল, সরকারি ভবন ও অবকাঠামো, পুলিশ, থানা এবং পোশাক কারখানায় আক্রমণের কথা বলেছেন।

আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও তাঁদের বাড়ি-ঘর, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগের কথা বলেছেন। বাংলাদেশে আটকে পড়া ১৯ হাজার ভারতীয় নাগরিকের কথা বলেছেন। সারা দেশে বেশ কিছু জায়গায় সংখ্যালঘু, তাদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং মন্দিরে হামলার কথা উল্লেখ করে বিশেষ উদ্বেগের কথা জানালেও আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, আওয়ামী লীগের দলীয় সশস্ত্র ক্যাডার ও পুলিশের হাতে তিন শতাধিক আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ যে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন, সে কথা তিনি একবারও উচ্চারণ করেননি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলেন, ভারতের একচেটিয়া স্বার্থরক্ষা ও আধিপত্য বজায় রাখার জন্য ভারত বরাবরই জনগণকে বাদ দিয়ে বন্ধুরাষ্ট্রের পছন্দের রাজনৈতিক নেতা ও দলের সঙ্গেই সম্পর্ক গড়ে তোলে। এটা শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। নেপাল, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তানেও হয়েছে। এ কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত বন্ধুরাষ্ট্র হারাচ্ছে। বাংলাদেশও ব্যতিক্রম নয়। সুসম্পর্ক গড়তে হলে শুধু পছন্দের দল ও ব্যক্তি নয়, জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। তাহলেই দুই দেশের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে।

তাতে সম্পর্ক পাকাপোক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি। কারণ যেকোনো রাষ্ট্রে কোন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসবে, সে দেশের জনগণই তা নির্ধারণ করে। মনে রাখতে হবে, নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্য নিয়ে অনৈতিকভাবে একটি স্বৈরশাসকের প্রতি সমর্থন দেখালে আর যা-ই হোক সৎ প্রতিবেশী হওয়া যায় না। বন্ধুরাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়তে সে দেশের জনগণ ও তাদের স্বার্থের কথাও ভাবতে হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভারত এ কাজটি করেনি।

এক যুগের বেশি সময় ধরে একজন কর্তৃত্ববাদী নেতা হিসেবে শেখ হাসিনা ও তাঁর দলকে সমর্থন জুগিয়ে কেবল নিজেদের স্বার্থই উদ্ধার করেছে। শেখ হাসিনাকে ব্যবহার করে বাংলাদেশ থেকে ভারত যে একচেটিয়া সুবিধা নিয়েছে, এর বর্ণনা এত অল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। এ দেশের জনগণের তা জানা আছে। এখন এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারত যতই বলুক, বাংলাদেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলবে, এ দেশের মানুষের কাছে তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।

ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে প্রকৃত বন্ধুত্বের সম্পর্ক যে গড়ে তুলতে চায়, তা শুধু কূটনৈতিক ভাষায় মুখে বললেই চলবে না, বাস্তবেও তার প্রতিফলন দেখাতে হবে। বাংলাদেশের বাস্তবতাকে বুঝে সেভাবেই সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এত দিন তারা যাকে সমর্থন দিয়ে এসেছে, সেই শেখ হাসিনার স্বৈরশাসনের নিন্দা করে এবং তাঁকে গদিচ্যুত করতে গিয়ে বাংলাদেশের যেসব শিক্ষার্থী, অধিকারকর্মী ও সাধারণ মানুষ জীবন দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি ভারত যদি সহমর্মিতা প্রকাশ করতে পারে, তাহলেই সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের আন্তরিকতার পরিচয় ফুটে উঠবে।

আমাদের প্রত্যাশা, বাংলাদেশের এই ক্রান্তিকালে যাঁরা এখন দেশের হাল ধরেছেন, তাঁদের প্রতি তারা আন্তরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। দেশে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশের জনগণের পাশে থাকবে। ভারত বাংলাদেশের প্রকৃত বন্ধুরাষ্ট্র হলে, অন্তত এ কাজটি করে দেখাবে।

*লেখক: অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ও কলাম লেখক*

# বিএনপি নিউজার্সী ষ্টেট নর্থ ইউএসএ'র দোয়া ও সভা






**নিউজার্সী:**
বিএনপি নিউজার্সী ষ্টেট (নর্থ) ইউএসএ'র আয়োজনে বেগম খালেদা ৭৯তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সহ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার (১৭ আগস্ট) নিউজার্সি ষ্টেট বিএনপির প্যাটারসনস্থ বিএনপি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন নিউজার্সী বিএনপির সভাপতি সৈয়দ জুবায়ের আলী ও পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক হোসেন পাঠান বাচ্চু। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওত করেন সহ সভাপতি সৈয়দ খালিদ আলী এবং মোনাজাত পরিচালনা করেন সহ সভাপতি তারেক খান। সভার দ্বিতীয় পর্বে আগামী ১ সেপ্টেম্বর, রোববার বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য আয়োজনে দিনব্যাপী নিউজার্সী জাতীয়তাবাদী পরিবারের মিলনমেলা ও বনভোজন আয়োজনের পরামর্শ এবং প্রস্তুতি নেওয়া হয়। ১ সেপ্টেম্বর রোববার সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত প্যাটারসনের গেরেট মাউন্টেইন হীলের গেরেট মেদু পেভেলিয়ানে অনুষ্ঠিত হবে। দিনব্যাপী থাকবে খেলাধুলা, চিত্রাঙ্কন, ফ্রি মেডিক্যাল চেকআপ, খাবার, র‍্যাফেলড্র, আড্ডা, সর্বশেষে সমাপনী ও পুরস্কার বিতিরণী অনুষ্ঠান ।

# বাবা মুক্তিযোদ্ধা না হলেও মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকরি!

*(প্রথম পাতার পর)* মুক্তিযোদ্ধা কোটায় মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। বর্তমানে জিয়াউর রহমান মাদকদ্রব্যের এসআই ও জিল্লুর রহমান পুলিশের ইন্সপেক্টর হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। এ ছাড়া ডা. এবিএম শাহরিয়ার বড় ভাই হারুনের প্রতিষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট রিসোর্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি রাজধানীর মিরপুরে হারুনের টাকায় একটি হাসপাতালের অংশীদার হিসেবে সেটি পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, জাতীয় সংসদের তৎকালীন ডেপুটি স্পিকার মো. আবদুল হামিদের প্রভাবে মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় জায়গা পান হারুনের বাবা আবুল হাশেম হাসিদ। কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়ন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের তৎকালীন কমান্ডার ফজলুল হক চাপে পড়ে আবুল হাশেম হাসিদকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রত্যয়ন দেন। তখন তৎকালীন মিঠামইন উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমান্ড থেকে প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি জামুকাতে লিখিতভাবে অভিযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু সে প্রতিবাদ ও অভিযোগ আমলে নেয়া হয়নি।

মিঠামইন উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক ডেপুটি কমান্ডার কোরবান আলী বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, হারুন অর রশীদের বাবা আবুল হাশেম হাসিদ ঘাগড়া ইউনিয়নের হোসেনপুর গ্রামের বাসিন্দা। মুক্তিযুদ্ধের সময় পক্ষে বা বিপক্ষে তিনি কোনো ভূমিকা রাখেননি। সে সময় গ্রামের খুব সাধারণ একজন মানুষ ছিলেন আবুল হাশেম হাসিদ। তার গোষ্ঠীর লোকজন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতায় ভূমিকা রেখেছিলেন। এগুলো এলাকার সবাই জানে। সাবেক প্রেসিডেন্ট মো. আবদুল হামিদ ডেপুটি স্পিকার থাকার সময়ে আবুল হাশেম হাসিদকে মুক্তিযোদ্ধা বানানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন। ঘাগড়া ইউনিয়ন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের তৎকালীন কমান্ডার ফজলুল হক চাপে পড়ে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আবুল হাশেম হাসিদকে প্রত্যয়ন দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা এর বিরোধিতা করেছিলাম। তৎকালীন মিঠামইন উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার এডভোকেট রফিকুল আলম রতন এবং আমি জামুকাতে লিখিতভাবে অভিযোগও করেছিলাম। কিন্তু ক্ষমতার প্রভাবের কারণে আমাদের সেই অভিযোগের ফাইলই খুঁজে পাইনি। তবে আমরা যেটি সত্য, সেটি সব সময় বলে এসেছি। আবুল হাশেম হাসিদ মারা যাওয়ার পর তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় যখন দাফন করা হয়, তখন আমরা অনেকেই সে সময় যাইনি। অনেকে আবার চাপে পড়ে গিয়েছেন। জানা গেছে, গাজীপুরের পুলিশ সুপার হিসেবে কর্মরত থাকার সময় হারুন অর রশীদের বাবা আবুল হাশেম হাসিদ ২০১৬ সালের ৭ই এপ্রিল মারা যান। পরদিন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সাবেক ডিবি প্রধান হারুন কিশোরগঞ্জের আজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং গুরুদয়াল সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাসের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সূর্যসেন হলে থাকতেন তিনি। ১৯৯৬ সালের ১২ই জুনের নির্বাচনের মধ্যদিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর তৎকালীন ডেপুটি স্পিকার মো. আবদুল হামিদ এডভোকেটের স্নেহভাজন হওয়ার কারণে তিনি ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। পরে ২০তম বিসিএসের মাধ্যমে ২০০০ সালে হারুন মুক্তিযোদ্ধা কোটায় পুলিশে চাকরি নেন। তৎকালীন ডেপুটি স্পিকার মো. আবদুল হামিদ এডভোকেটের সুপারিশে তিনি ভাইভাতে শতভাগ নাম্বার পান। এ নিয়ে সে সময় পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখালেখি হয়।

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
Bangladesh Society, Inc.
86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 718-440-8547 • email: info@bangladeshsocietyinc.com • www.bangladeshsocietyinc.com

সদস্য নিবন্ধনের সংশোধনী

*বাংলাদেশ সোসাইটির সম্মানিত নিবন্ধিত সদস্য বৃন্দ,*

গত ৩০ জুন প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে সদস্য নিবন্ধনের শেষ তারিখ ছিলো। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে যারা সদস্য নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পূর্ণ করেছেন তাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাংলাদেশ সোসাইটির ওয়েবসাইট www.bangladeshsocietyinc.com/mv অথবা সোসাইটির অফিসে যোগাযোগ করে আগামী ২৯ আগস্ট, বৃহস্পতিবার বিকেল ৫ টার মধ্যে নিবন্ধন ফরমে আপনার দেওয়া তথ্যের সাথে তালিকায় উঠানো তথ্য যাচাই-বাছাই করার জন্য বিনীত অনুরোধ করা যাচ্ছে। যদি কোন ভুল থাকে তা সংশোধনের জন্য সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

নির্ধারিত সময়ের পর সদস্য তালিকায় আর কোন ধরনের সংশোধনী করা যাবে না এবং ভোটের দিন এ নিয়ে কোন ধরনের অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না।

এ ব্যাপারে আপনাদের সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

অনুরোধক্রমে

মোহাম্মদ রব মিয়া
সভাপতি, ৯১৭-৮৫৮-৬৯৯১

মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৪৭৬-৫৩৮২

## হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সংবাদ সম্মেলন

# দেশে সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন পাসের দাবি




বিশেষ প্রতিনিধি:

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা বন্ধে স্থায়ী সমাধান দাবী করেছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা হচ্ছে। কিন্তু এই হামলা বন্ধে কোনো সরকারই কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি। গত ১২ আগস্ট সোমবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ এসক কথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক বিষ্ণু গোপ। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক নবেন্দু বিকাশ দত্ত, সাধারণ সম্পাদক ড. দ্বীজেন ভট্টাচার্য, সদস্য সচিব চন্দন সেগুপ্ত, সিনিয়র পলিসি এনালিস্ট, সাংবাদিক ও কলাম লেখক শীতাংশু গুহ প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে কাছে একই দাবি জানিয়ে বলেন, সদিচ্ছা থাকলে এই কাজটি যে কোন সরকারই করতে পারতেন। ২০০১ সাল থেকে সংঘটিত সকল সংখ্যালঘু নির্যাতনে অপরাধীদের বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার দাবি জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে।

সংবাদ সম্মেলনে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রে সংখ্যালঘু সুরক্ষার জন্য যে ব্যবস্থাসমূহ রয়েছে সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি কঠোর সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন পাশের দাবি জানিয়ে বলা হয়, এ সংক্রান্ত একটি খসড়া বিল আমরা ক্ষমতাচ্যুত সরকারের কাছে হস্তান্তর করেছিলাম। সেই খসড়া বিলটি আমরা আবারও বর্তমান সরকারের কাছে পাঠাচ্ছি। ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনর্বহাল করে দেশে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে।

লিখিত বক্তব্যে আরো বলা হয়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকে ব্যবহার করে দেশের একটি চিহ্নিত অপশক্তি সারা দেশব্যাপী আরেক দফা সংখ্যালঘু বিরোধী সন্ত্রাস শুরু করেছে। গত কয়েক যুগ ধরে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী, কট্টর মৌলবাদী, ও উগ্রপন্থিরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের ওপর বর্বর হামলা চালিয়ে, তাদের সবকিছু লুটপাট করে, দেব-দেবীর মূর্তি সহ উপাসনালয় গুড়িয়ে দিয়ে, বাড়িঘরে অগ্নি সংযোগ করে, শারিরীক নির্যাতন ও শ্লীলতাহানী করে, ফেইক ফেইসবুক আইডি করে মিথ্যা স্ট্যাটাস দিয়ে, নিরপরাধ সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর ব্লাসফেমির মিথ্যা অভিযোগ এনে দেশত্যাগে বাধ্য করে এসেছে। রামু, নাসিরনগর বা ২০২১ সালের পুজার সময় দেশের ২২টি জেলায় তারা সংখ্যালঘুদের ওপর যে নারকীয় তাণ্ডব চালিয়েছিল এর সবই আপনারা জানেন। সেই ধারাবহিকতায় গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারকে কোটা অন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা উৎখাত করার সময় থেকে আরেক দফা সংখ্যালঘু নির্যাতন শুরু হয়েছে। গত এক সপ্তাহে দেশের ৫২টি জেলায় ২০৫টি নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। দেশে ১৯৭১ সালের মতই মৃত্যুভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন আমাদের আত্মীয়-স্বজন।

এই বর্বর অত্যাচারীরা একটা চিহ্নিত ধর্মীয় সন্ত্রাসী রাজনৈতিক গোষ্ঠী যারা ১৯৪৬-এ নোয়াখালী হিন্দু ম্যাসাকার করেছে. ১৯৭১ সালে গণহত্যায় শুধু সংখ্যালঘুদের নয় আপনাদের মত প্রগতিশীল মুসলমানদেরও ধর্ষণ-হত্যা করেছে, ১৯৯২ সালের লোগাঙে আদিবাসীদের ম্যাসাকার করেছে, ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত এক টানা পাঁচ বছর, তার পর, সাম্প্রতিক কালে, রামু, নাসির নগর, বোরহানুদ্দীন, সাঁথিয়া সহ সারা দেশে কয়েক ডজন বড় আকারের সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস করেছে। বর্তমানে দেশে এই বর্বর শক্তি যে সংখ্যালঘু নির্যাতন চালাচ্ছে এর তীব্র নিন্দাও ধিক্কার জানাই।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, দেশ বিদেশে তীব্র প্রতিবাদের পর স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ও প্রধান উপদেষ্টা দুজনই বিলম্বে হলেও এর নিন্দা করেছেন এবং সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস বন্ধ করতে দেশবাসীর প্রতি আহবান জানিয়েছেন। আমরা তাতে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছি। দুঃখজনকভাবে, কেউ কেউ অবশ্য ব্যাপারটাকে "রাজনৈতিক প্রতিশোধ" বলার অপপ্রয়াস করেছেন। তবে, শাক দিয়ে কি আর মাছ ঢাকা যায়! দেশের মোট জনসংখ্যায় সংখ্যালঘু নাগরিকদের প্রতিনিধিত্বের হারের আলোকে, মোট ১০টি উপাসনালয়ে অগ্নিসংযোগ করা হলে এর ১টি মাত্র ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের হলে উক্ত দাবি ধোপে টেকে, নইলে নয়। উপাসনালয় ধ্বংসের পরিসংখ্যান নিশচয়ই আমাদের বলে দেয়ার দরকার নেই। তারা একবারও ভাবে না যে তাদের আত্মীয় স্বজন যারা বিদেশে সংখ্যালঘু হিসাবে বাস করছেন তাদের সঙ্গে সেদেশগুলোর মানুষ যদি ঠিক একই আচরণ করে তবে কেমন হবে। কেউ কেউ দেশে পুলিশ বিভাগ কাজ করছে না বলে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস হচ্ছে বলে দাবি করেছেন। যদি সেটা সত্যি হয় তাহলে সরকার এই কাজে সেনাবহিনীকে ব্যবহার করলেই পরেন; আমাদের সেনাবহিনী সুনামের সঙ্গে বিদেশে শান্তিরক্ষীর কাজ করতে পারলে দেশে না পারার তো কোন কারণ নেই।

# সাবেক ৪১ মন্ত্রী-এমপির বিরুদ্ধে তদন্ত করছে দুদক

*(শেষ পাতার পর)* প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু, সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, সাবেক ত্রাণ ও দুর্যোগ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান, সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এবং সাবেক স্থানীয় সরকারমন্ত্রী তাজুল ইসলামের। এছাড়া সাবেক মন্ত্রীদের মধ্যে জুনাইদ আহমেদ পলক, মুহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, খালিদ মাহমুদ, চৌধুরী ফরিদুল হক, গোলাম দস্তগীর গাজী, ইমরান আহমদ, জাকির হোসেন, কামাল আহমেদ মজুমদার, জাহিদ আহসান রাসেল, নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, শাজাহান খান, হাছান মাহমুদ, কামরুল ইসলাম, হাসানুল হক ইনুর নামও রয়েছে।

সাবেক সংসদ সদস্যদের মধ্যে এই তালিকায় রয়েছেন- বেনজির আহমেদ, সরওয়ার জাহান, শরিফুল ইসলাম জিন্না, শহিদুল ইসলাম বকুল, শেখ আফিল উদ্দিন, ছলিম উদ্দীন তরফদার, কাজী নাবিল আহমেদ, এনামুল হক, মেহের আফরোজ চুমকী, নূর আলম চৌধুরী শাওন, শেখ হেলাল উদ্দীন, স্বপন ভট্টাচার্য, কাজিম উদ্দীন আহমেদ, কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, মুহিবুর রহমান, মামুনুর রশীদ কিরন, জিয়াউর রহমান প্রমুখ।

গত ১৮ আগস্ট দুদক চেয়ারম্যানের কাছে তাদের তালিকা ও অস্বাভাবিক সম্পদ বৃদ্ধির বিষয়টি উল্লেখ করে আবেদন করেন ব্যারিস্টার এম সরোয়ার হোসেন নামের এক আইনজীবী

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার এম সরোয়ার হোসেনের পাঠানো আবেদনে গত ৫ থেকে ১৫ বছরে সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী থাকা অবস্থায় তাদের সম্পদ বৃদ্ধির একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়, গত ১৫ বছরে মন্ত্রী-এমপিদের মধ্যে কারো আয় বেড়েছে, কারো বেড়েছে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ। এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১০০ গুণ থেকে কয়েক হাজার গুণ। কারও ক্ষেত্রে সম্পদ ও আয় বেড়েছে লক্ষ গুণ পর্যন্ত।

নির্বাচনী হলফনামার তথ্য নিয়ে টিআইবির করা এক প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করে এই আইনজীবী তার চিঠিতে আরও উল্লেখ করেন, টিআইবির সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী-এমপিদের দুর্নীতির তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এমন সম্পদবৃদ্ধির চিত্র রূপকথার গল্পকেও হার মানায়। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পরও দুদক অনুসন্ধান শুরু না করায় প্রতিষ্ঠানটির প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস ক্ষুণ্ন করে এবং জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এ বিষয়ে দ্রুত অনুসন্ধান করতে অনুরোধ জানিয়ে তিনি চিঠির সঙ্গে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের অনুলিপিও যুক্ত করেছেন।

# ট্রাম্প বলেছিলেন 'উন্মাদ' কমলা বললেন 'কাপুরুষ'

**(প্রথম পৃষ্ঠার পর)**

একজন 'কাপুরুষ'। বিরোধীদের হেয় করাটাই তাঁর রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু।

ভোটযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্য হিসেবে বিবেচিত পেনসিলভানিয়ায় নির্বাচনী সমাবেশে দেওয়া বক্তব্যে কমলা হ্যারিস এমন কথা বলেছেন। পেনসিলভানিয়ার সমাবেশে কমলার সঙ্গে তাঁর রানিং মেট ও মিনেসোটার গভর্নর টিম ওয়ালজ ছিলেন। পেনসিলভানিয়ায় সমাবেশ শেষ করার পর শিকাগোর উদ্দেশে রওনা দেন কমলা। শিকাগোতে তিনি ডেমোক্রেটিক পার্টির ন্যাশনাল কনভেনশনে যোগ দেবেন। সোমবার এ ন্যাশনাল কনভেনশন শুরু হবে।

এর আগে পেনসিলভানিয়ায় সমর্থকদের উদ্দেশে দেওয়া বক্তব্যে কমলা হ্যারিস বলেন, কয়েক বছর ধরে একধরনের প্রবণতা দেখে গেছে যে একজন নেতা কতটা হেয় করছেন, এর ভিত্তিতেই তাঁর শক্তিমত্তা মাপা হচ্ছে। অথচ সত্যিকার অর্থে তা হওয়ার কথা ছিল না।

কমলা বলেন, 'যে মানুষ অন্য মানুষকে হেয় করতে চান, তিনি কাপুরুষ।' তবে তিনি সরাসরি ট্রাম্পের নাম উল্লেখ করেননি।

ট্রাম্প নিজেও গত শনিবার পেনসিলভানিয়ার পূর্বাঞ্চলে সমাবেশে অংশ নিয়েছিলেন। সেখানে তিনি কমলা হ্যারিসকে 'উগ্রপন্থী' ও 'উন্মাদ' বলে উল্লেখ করেন।

জনমত জরিপগুলোতে দেখা গেছে, নির্বাচনী প্রচারে নতুন করে গতি এনেছেন কমলা হ্যারিস। সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে জাতীয়ভাবে এবং পেনসিলভানিয়াসহ আটটি প্রতিযোগিতাপূর্ণ অঙ্গরাজ্যের অনেকগুলোতে ব্যবধান মিটিয়ে ফেলেছেন। এটি তাঁকে ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের উত্তরসূরি হিসেবে বাছাই করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
AL-AQSA RESTAURANT & PARTY HALL পার্কচেস্টারে
Trusted Al - Aqsa
বাঙালি মালিকানায় সবচেয়ে বড় রেস্টুরেন্ট এবং পার্টি হল
PARTY HALL

সফলতার ২৮ বছরের বাংলা পত্রিকা
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ও বহুল প্রচারিত প্রবাসী বাঙালি কমিউনিটির মুখপাত্র সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা পড়ুন, লেখুন ও আপনার ব্যবসার প্রসারে বিজ্ঞাপন দিন
এ ছাড়াও দেশ ও প্রবাসে সর্বশেষ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পেতে চোখ রাখুন আমাদের অনলাইন এবং ফেসবুক পেইজে
www.banglapatrikausa.com
Gmail banglapatrikausa@gmail.com

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

# নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপি'র খালেদা জিয়ার জন্মদিন পালন










নিউইয়র্ক:
মহানগর দক্ষিণ বিএনপি'র উদ্যেগে বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার ৭৯তম জন্মদিন পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে সিটির ব্রুকলীনে চার্চ-ম্যাগডোনাল্ড-এ দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবার স্থানীয় হালাল বাস্কেট রেস্টুরেন্ট আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আমলাক হোসেন ফয়সাল। তাকে সহযোগিতা করেন ব্রুকলীন বিএনপি নেতা ফেরদৌস ওয়াহিদ।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপি'র সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ বদিউল আলম। এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান হোসাইন ও সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হোসেন মৃধা। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক রুহুল আমিন নাসির, নাসির উদ্দিন, আব্বাস উদ্দিন (সাবেক সদস্য), নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম সদস্য সচিব কামরু হোসেন, রাকিব হোসেন, মাজহারুল ইসলাম মিরন, ব্রুকলীন নেতা গোলাম মাহমুদ, এস এম ইদ্রিস আলম, মোঃ দিদারুল আলম, মোহাম্মদ আইয়ুব বাঙ্গালী, মোঃ সামছুদ্দিন, মোঃ ইয়াছিন, মোঃ জোহা, দেলোয়ার হোসেন, রেদুওয়ানুল বারী, আজিজুল হায়দার, ফাছিনুল মওলা খান, ছামেদ আহম্মেদ, ফেরদৌস আলম, বেলায়েত হোসেন, আনোয়ার মিয়া, মোঃ কাউসার সরদার, মোহাম্মদ আবদুল করিম ভুট্টো, মোঃ হেলাল উদ্দিন, আবুল কাশেম, আক্তার, এ জুয়েল, কাজী মহিম, আজাদ,মোহাম্মদ টিটু, মোঃ ফারুক, আবদুল খান, জুয়েল শেখ, কামাল পাশা, জাহিদুল ইসলাম, আফসার হোসেন, জামশেদ হৃদয়, মোঃ দুলাল, আরিফুজ্জামান, নুর উদ্দিন, লিটন মিয়া, মনির আহম্মেদ, জামশেদুর রহমান, এনায়েত উল্লাহ সুমন, শহীদ উল্লাহ, মনিরুজ্জামান সোহাগ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।
অনুষ্ঠানে আলমগীর হোসেন মৃধা তার বক্তব্যে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার অনুরোধ করেন।
মোহাম্মদ আবদুল মান্নান হোসাইন তার বক্তব্যে শহীদ জিয়া, বেগম জিয়া এবং তারেক রহমানের হাতে শক্তিশালী করার জন্য সকল আত্ম স্বার্থ চরিতার্থের রাজনীতি পরিহার করে আগামীর সুন্দর বাংলাদেশে সহনশীল রাজনীতির উপর জোর দেন।
মোহাম্মদ বদিউল আলম বলেন, ঐক্যবদ্ধ বিএনপির ঐক্যেই আমাদের সফলতা আসবে। তাই সকলকে আগামীতে দেশমাতার আদর্শ ধারণ করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।
হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা তার বক্তব্যে বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য সকল শহীদদের স্মৃতিচারণ করেন এবং এই স্বাধীনতা ধরে রাখার জন্য সকলকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন শেখ হাসিনা ভারতে বসে এখনও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করার চেষ্টায় লিপ্ত আছেন।
অনুষ্ঠানের সভাপতি মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন তার সমাপনী বক্তব্যে আগামীতে তারেক রহমান এবং বেগম জিয়ার নেতৃত্বে সরকার গঠন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ সময় উপস্থিত সকল নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান। *প্রেস বিজ্ঞপ্তি।*

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
*প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





NEW YORK LOTTERY
নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



আমরা বাংলায় কথা বলি

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই
আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

# যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

*(শেষ পাতার পর)* পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি বিক্রির বাজারদর সম্পর্কে অজ্ঞ প্রভৃতি আচার-আচরণ করে থাকে। তাই বাড়ী ক্রয়ের সময় একজন ভালো, বিশ্বস্ত রিয়েল এস্টেট এজেন্টের স্মরণাপন্ন হওয়াই শ্রেয়।

নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় বা মর্টগেজ সংক্রান্ত যে কোন সমস্যায় আমরা সঠিক পরামর্শ দিয়ে থাকি। ফ্রি কনসাটেন্সীর জন্য যোগাযোগ করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)।

## এক স্লিপ

*(শেষ পাতার পর)* আমরা শেখ সাহেবের শাসন এবং তার সময়ের দূর্নীতি দেখেছি, দেখেছি জিয়াউর রহমানের শামনামল, স্বৈরচারী এরশাদের শাসন আর তার সরকারের সময়ের দূর্নীতি, দেখেছি খালেদা জিয়ার শামন ও তার সরকারের দূর্নীতি। কিন্তু অতীতের সরল সরকারের দূর্নীতি ছাপিয়ে শেখ হাসিনা সরকারের সময়ে দূর্নীতির যে খবর বেরিয়ে এসেছে, সেই সাথে 'আয়না ঘর' এর জুলম নির্যাতন সকল মানবাধিকার ছাড়িয়ে গেছে। বিষয়গুলো দেশপ্রেমিক সকলকেই ভাবতে হবে। প্রবাসীদের কথা 'ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়' এই বিষয়টি মাথায় রেখেই রাজনীতি করা উচিৎ, দল করা উচিৎ, দলকানা রাজনীতি নয়।

১১ আগষ্ট ২০২৪


শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত



MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট

কার্ডিওলজী — তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

পডিয়াট্রি — ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ

সাইকিয়াট্রিস্ট — সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট

We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

৩০৯৯ বেইনব্রিজ এভিনিউ, ব্রুকস, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com

১৩৮১ ক্যাসেলহিল এভিনিউ, ব্রুকস, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

NIGAR SULTANA
LICENSED REALESTATE AGENT
929-561-9226
TEXT NSL TO 85377 FOR DIGITAL BUSINESS CARD





এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

# ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন। আপনাদের মঙ্গলকর জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

**ইউএসসিআইএস প্রেসিডেন্ট বাইডেন যে প্যারল ইন প্লেস ঘোষণা করেছেন তার ফাইলিং এর জন্য ফাইলিং গাইড প্রকাশ করেছে।**

**কখন প্যারল-ইন-প্লেস ফাইল করা যেতে পারে:**

আগস্ট ১৯, ২০২৪ থেকে ইউএসসিআইএস নতুন ইলেকট্রনিক ফরম গ্রহণ করতে শুরু করবে।

**প্যারোল ইন আবেদনের জন্য ফরম:**

একটি নতুন ফরম আই-১৩১ এফ, ইন প্লেস এর আবেদনের জন্য সিটিজেনদের অ-নাগরিক স্বামী স্ত্রী এবং স্টেপ সন্তানদের জন্য লাগবে। উল্লেখ্য যে, আগস্ট ১৯, ২০০২৪ এর আগে এই ফরম পাওয়া যাবে না। আর উল্লেখ্য যে, এই ফর্ম আগস্ট ১৯, ২০২৪ এর আগে ফাইল করা যাবে না।

কোথায় ফরম আই-১৩১ এফ ফাইল করা যাবে:

ফরম আই-১৩১ এফ শুধুমাত্র অনলাইনে পাওয়া যাবে। প্রত্যেক আবেদনকারী অপ্রাপ্তবয়স্ক সহ আলাদাভাবে এই ফরমে আবেদন করতে হবে। ইমিগ্রেশন সাদা কাগজের ফরম গ্রহণ করবে না। প্রত্যেক আবেদনকারী অবশ্যই পৃথক পৃথকভাবে ৫৮০ ডলার ফিস দিতে হবে।

**এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন:**

কর্মসংস্থানের জন্য ফরম আই-৭৬৫ আবেদন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, এই প্রক্রিয়ায় প্যারোল মঞ্জুর হওয়ার পরও অথরাইজেশন এর জন্য ফাইল করা যাবে। ফরম আই-৭৬৫ এবং আই-১৩১ এফ ফাইল একসঙ্গে করা যাবে না। ফরম আই-৭৬৫ যদি পেপারে ফাইল করা হয় তবে ফাইলিং ফিশ ৫২০ ডলার পরিশোধ করতে হবে। আর যদি ফরম আই-৭৬৫ অনলাইনে ফাইল করা হয় তবে ফাইলিং ফিস হবে ৪৭০ ডলার। যারা কোয়ালিফাই করবে তাদের জন্য এই ফিস মওকুফ করা হবে।

পারিবারিক মিলনের লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ১৯ আগস্ট, ২০২৪ প্যারাল-ইন-প্লেস কর্মসূচি শুরু করার লক্ষ্যে ২০২৪ এর ১৭ জুলাই ওই কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। হোয়াইট হাউস থেকে বলা হয়েছে ১৯ আগস্ট, ২০২৪ প্যারল-ইন-প্লেস ১৯ আগস্ট এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হওয়ার পর সেই লক্ষ্য অর্জিত হবে। কর্মসূচিটি ফরেন অ্যাফেয়ার্স ম্যানুয়ালে প্রকাশিত হবে। অচিরেই এই কর্মসূচির বিস্তারিত জানা যাবে। উল্লেখ্য যে, এই তারিখের আগে আবেদন করলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে। এ পর্যন্ত এই কর্মসূচি নিয়ে যতটুকু প্রকাশিত হয়েছে তা নিম্নে দেয়া হলো। যদিও এই বিভাগে এই বিষয় সম্পর্কে আগেও প্রকাশ করা হয়েছে।



**নিম্নে সারসংক্ষেপ দেয়া হল:**

আমরা গত মাসে জানিয়েছিলাম যে জুন ১৭, ২০২৪ এ ইউএস হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) ঘোষনা করেছিল যে, একটি প্রস্তাবিত কর্মসূচি আনডকুমেন্টেড ইউএস সিটিজেনদের নন সিটিজেন স্পাউসকে স্বামী/স্ত্রী বৈধ স্থায়ী নাগরিক দিতে যেমন গ্রীন কার্ড। কিছু বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করে দেয়া হয়েছে ইউএসসিআইএস এই কর্মসূচির অধীনে ইউএস সিটিজেনদের নন সিটিজেন স্পাউস কে স্বামী অথবা স্ত্রী প্যারোল-ইন-প্লেস এর অধীনে তুলে ধরবে। যার মাধ্যমে ইউএস থেকে প্রথমবার বহিষ্কৃত হয়েছিলেন তারাও আবেদন করতে পারবে। আমরা বৈদেশিক রেজিস্টারে আরো বিস্তারিত প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষায় আছি। এখন পর্যন্ত প্যারোল ইন প্লেস প্রোগ্রামের **এটুকু জানা গেছে।**

**প্যারোল ইন প্লেস কি?**

ইমিগ্রেশন এন্ড ন্যাশনালিটি অ্যাক্ট (আইএনএ) বিশেষ পরিস্থিতিতে কাকে প্যারোল মঞ্জুর করা যায় সে ক্ষমতা দিয়েছে হোম ল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারিকে। প্যারোল ব্যবহারের একটি উদাহরণ হচ্ছে ইউএসএ-তে একজনের এডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস (ফরম আই-৪৮৫) যদি পেন্ডিং থাকে এবং আগাম প্যারল পাওয়ার পর ফরম (আই-১৩১) পুরন করে ইউএসএ ছেড়ে যান এবং তার আবেদন চালু রাখার জন্য অ্যাডভান্স প্যারল নিয়ে ইউএসএ ঢোকেন। মৌলিক অর্থে প্যারল হচ্ছে সাধারণ অর্থে একটি ইমিগ্রেশন বেনিফিট। কোন বিদেশি রাষ্ট্রের কোন নাগরিক ইউএস এর বাইরে থাকলে তাকে নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসা ছাড়াই প্রবেশের কথা বলা হচ্ছে বি-ওয়ান/বি-টু/এফ আই অথবা এইচ আই।

অতীতের বিভিন্ন প্রেসিডেন্ট এর প্রশাসনকালে বেনিফিট দেয়া হয়েছে। প্যারল ইন প্লেস অর্থাৎ প্যারল গ্রান্ট করা হয় যিনি সিটিজেনকে প্যারল মঞ্জুর করা যায় এমন সব বিদেশ সিটিজেন যারা ইউএস এর ভিতরে সশরীরে আছেন। এই কর্মসূচি হচ্ছে প্যারল ইন প্লেস এবং যাদের ইউএসএ-তে সর্বশেষ প্রবেশ কোন ভ্যালিড ভিসা অথবা প্যারোল ডকুমেন্ট ছাড়াই অর্থাৎ কোন ভ্যালিড ভিসা ছাড়াই ছিল সর্বশেষ প্রবেশ। একজন স্পাউস (স্বামী বা স্ত্রী) যাদের স্পাউস ইউএস সিটিজেন তারা গ্রিনকার্ড লাভের যোগ্য। তবে তারা কেউ এডজাস্টমেন্ট অব স্ট্যাটাস লাভের জন্য আবেদন করতে পারবেন না (ফরম আই-৪৮৫)। এর কারন হচ্ছে- এডজাস্টমেন্ট অফ স্টাটাস আবেদনের জন্য প্রয়োজন লিগ্যাল এন্ট্রি অথবা প্যারলে ইউএস-এ প্রবেশ। এটাও এক ধরনের সমস্যা অনেকের জন্যই কারণ তাদের প্রবেশ হচ্ছে অবৈধভাবে। তবে ইউএসএ-ত যাদের স্পাউস স্বামী বা স্ত্রী আছেন তারা ওয়েভার পাবে না। তাদের জন্য তিন অথবা ১০ বছরের নিষেধাজ্ঞা থাকবে ইউএসএ প্রবেশের জন্য। বাইডেন প্রশাসনের যে প্রস্তাবনা যার ফলে স্পাউস (স্বামী বা স্ত্রী) যারা ১০ বছর এক নাগারে ইউএসএ-তে সশরীরে উপস্থিত আছেন। তাদেরকে ১৭ জুলাই থেকে বিরতিহীনভাবে ইউএস এর ভেতরে থাকতে হবে।

**সেপ্টেম্বর ২০২৪ ভিসা বুলেটিন:**

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট (ডিওএস) সেপ্টেম্বর ২০১৪ এর ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিচে পারিবারিক ভিত্তিতে ২০২৪-এর ভিসা বুলেটিন এর প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো:

উল্লেখ্য যে, ফাইনাল এ্যাকশন ডেট হচ্ছে সেই ডেট যখন ইউএসসিআই এস/ডিওএস তাদের চুরান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে। তারপর আপনার প্রায়োরিটি তারিখ হবে তার পূর্বে।

সেপ্টেম্বর ২০২৪ এর পারিবারিক ভিত্তিতে ভিসা ক্যাটাগরিতে তেমন কোন অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। (ফ্যামিলি স্পন্সর অগ্রাধিকার)

প্রথম: (এফ-১) ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্রকন্যা অক্টোবর ২২, ২০১৫।

দ্বিতীয়: পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট এর স্পাউস (স্বামী বা স্ত্রী) এবং অবিবাহিত পুত্র কন্যা। এ, (এফ ২ এ) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী বা স্ত্রী) এবং ২১ নিম্ন বয়সী সন্তান: নভেম্বর ১৫, ২০২১।

বি (এফ ২বি) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্রকন্যা ২১ নিম্ন বা তদুদ্ধ বয়সি। মে ১, ২০১৬।

তৃতীয়: (এফ ৩) ইউএস সিটিসেন্টদের বিবাহিত পুত্রকন্যা: এপ্রিল ০১, ২০১০।

চতুর্থ: (এফ ৪) প্রাপ্ত ইউএস সিটিজেনদের ভাই-বোন: আগস্ট ০১, ২০০৭।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪ ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০ ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com

এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

*অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।*

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

*আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।*

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

# পলাতক স্বৈরশাসকদের যে করুণ পরিণতি হয়েছিলো

*(২য় পাতার পর)* ভ্রুক্ষেপ নেই দেশটির প্রেসিডেন্ট মার্কোসের। অর্থনীতি ঠিক করার চেয়ে বিপুল অর্থ ব্যয়ে চিত্রকর্ম সংগ্রহেই মনোযোগ বেশি তার। জুতা, গাউন ও গহনা সংগ্রহে লাখ লাখ পেসো ব্যয় করছেন ফার্স্ট লেডি ইমেলদা মার্কোস। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই। বিরুদ্ধ মত দমন হচ্ছে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে। সরকারি বাহিনী ও মার্কোস অনুগতদের হাতে খুন হয়েছে প্রায় ৩ হাজার মানুষ। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এরই মধ্যে নিষ্ঠুরতম স্বৈরশাসকের তকমা পেয়ে গেছেন মার্কোস। একপর্যায়ে তার বিরুদ্ধে মাঠে নামে ক্ষুব্ধ ফিলিপিনোরা। আন্দোলন রূপ নেয় গণ-অভ্যুত্থানে। ১৯৮৬ সালের সে গণ-অভ্যুত্থানের মুখে দেশ থেকে পালিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপে আশ্রয় নেন মার্কোস। তিন বছরের মাথায় নির্বাসনেই মৃত্যু ঘটে ক্ষমতার শোকে বিপর্যস্ত মার্কোসের।

করুণ পরিণতি হয়েছিল পাকিস্তানের সাবেক সামরিক শাসক জেনারেল পারভেজ মোশাররফেরও। এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৯৯৯ সালে ক্ষমতা দখল করেছিলেন জেনারেল মোশাররফ। এরপর প্রশ্নবিদ্ধ এক ভোট গ্রহণের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন ২০০১ সালে। এর পুনরাবৃত্তি ঘটে ২০০৪ সালের নির্বাচনেও। বিপত্তিতে পড়েন সংবিধান স্থগিত করে নিজের শাসনকালকে দীর্ঘায়িত করা নিয়ে। ২০০৭ সালের শেষ দিকে এক আত্মঘাতী বোমা হামলায় নিহত হন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো। পাকিস্তানজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে সহিংসতা। জাতীয় নির্বাচন স্থগিত করে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন পারভেজ মোশাররফ। কিন্তু তাতে শেষ রক্ষা হয়নি। গণরোষের মুখে পড়তে হয় তাকে। এরপর ২০০৮ সালে নির্বাচনে তার দলের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। এমন পরিস্থিতিতে পার্লামেন্টে অভিশংসনের মুখে পড়েন পারভেজ মোশাররফ। এ অবস্থায় পদত্যাগ করে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে গিয়ে যুক্তরাজ্যে আশ্রয় নেন তিনি। এরপর নানা প্রয়াসের পরও দেশে ফেরা বা রাজনীতিতে পুনর্বাসন কোনোটিই নিশ্চিত করতে পারেননি তিনি। এদেশ-ওদেশ ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত গত বছর দুবাইয়ের এক হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর এবং আটলান্টিক কাউন্সিলের অনাবাসিক সিনিয়র ফেলো আলী রীয়াজ বলেন, 'স্বৈরাচারী শাসকরা যখন গণরোষের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হয় তখন তাদের অধিকাংশই দেশত্যাগে বাধ্য হয়। অতীতে যেসব দেশ তাদের সমর্থন করেছে, সাহায্য করেছে তারা তাদের কাছে আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা সে আশ্রয় লাভে সক্ষম হয় না, কারণ এসব দেশের কাছে তাদের আর কোনো গুরুত্বও থাকে না। তাদের কেন্দ্র করে এসব সরকারের ভবিষ্যৎ কোনো পরিকল্পনা থাকে না। এছাড়া স্বদেশের রাজনীতিতে বড় পরিবর্তনের কারণেও এ ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারীরা আর নিজেদের পুনর্বাসিত করতে পারে না। ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারী শাসকদের জীবন শেষ হয় নিঃসঙ্গভাবে। তাদের অধিকাংশ কেবল ইতিহাসের আস্তাকুঁড়েই নিক্ষিপ্ত হয় না, তারা আক্ষরিক অর্থেই আস্তাকুঁড়ের জীবনযাপন করতে বাধ্য হন।'

কোনো কোনো স্বৈরশাসক নিজ দেশে ফিরতে পেরেছিলেন ঠিকই। তবে তাদের কেউই রাজনীতিতে আর সেভাবে ফিরতে পারেননি। এমনই এক স্বৈরশাসক বলিভিয়ার ইভো মোরালেস। দেশটির প্রথম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী থেকে উঠে আসা প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি। সে জায়গা থেকে শুরুতে জননন্দিতও হয়েছিলেন। তার কিছু সংস্কার বেশ জনপ্রিয়তাও পেয়েছিল। কিন্তু যেনতেন উপায়ে ক্ষমতা ধরে রাখার প্রয়াস তাকে একপর্যায়ে জনগণের সামনে উপস্থাপন করে স্বৈরশাসক হিসেবে। টানা তিন মেয়াদে ক্ষমতায় থাকার পর ২০১৯ সালে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে বিক্ষোভ শুরু হয়। গণরোষের মুখে পদত্যাগ করে মেক্সিকো পালিয়ে যান তিনি। পরে দেশে ফিরলেও রাজনীতিতে আর সুবিধা করে উঠতে পারেননি তিনি।

স্বদেশে ফিরতে পারলেও জীবনের বাকি সময় কারাগারেই পার করতে হয়েছে চিলির স্বৈরশাসক অগাস্তো পিনোশেকে। ক্ষমতা হারানোর পর লন্ডনে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ১৯৯৮ সালের ১০ অক্টোবর স্প্যানিশ একটি আদালতের পরোয়ানার ভিত্তিতে লন্ডন পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। আইনি লড়াই চালিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি তার। তাকে নিজ দেশে ফেরত পাঠায় ব্রিটিশ সরকার। দেশে ফেরার পর তার বিরুদ্ধে হত্যা, গুম, নির্যাতনের সুনির্দিষ্ট ঘটনায় দায়ের করা হয় মামলা। সেই মামলায় দায় নিয়েই ৯১ বছর বয়সে পিনোশে যখন মারা যান তখনো তার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে ৩০০ ফৌজদারি অপরাধের মামলা চলছিল।

শ্রীলংকা নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে ২০২২ সালের এপ্রিলে। দেশটির প্রেসিডেন্ট তখন গোতাবায়া রাজাপাকসে। আর প্রধানমন্ত্রী তার ভাই মাহিন্দা রাজাপাকসে। শ্রীলংকার অর্থনীতির মারাত্মক পরিণতির জন্য দায়ী করা হয় রাজাপাকসে পরিবারকেই। দেশটির মোট অর্থনীতির প্রায় তিন-চতুর্থাংশ তাদের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। আবার সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ, মানবাধিকার লঙ্ঘনসহ নানা অপরাধেরও অভিযোগ ছিল তাদের বিরুদ্ধে।

শ্রীলংকা দেউলিয়া হয়ে পড়ার কিছুদিনের মধ্যেই জনরোষের মুখে পড়ে রাজাপাকসে পরিবার। মে মাসে ক্ষমতা ছেড়ে পালিয়ে সেনাবাহিনীর কাছে আশ্রয় নেন মাহিন্দা রাজাপাকসে। জুলাইয়ে গোতাবায়া রাজাপাকসে দেশত্যাগ করে প্রথমে মালদ্বীপে, পরে সিঙ্গাপুরে পাড়ি জমান। সেখানে তাকে ১৪ দিনের 'ভিজিট পাস' দেয়া হয়। এখানে অবস্থানকালেই ১৪ জুলাই নিজের পদত্যাগপত্র দেশে পাঠান গোতাবায়া। ১৫ জুলাই তার আনুষ্ঠানিক পদত্যাগের ঘোষণা দেন শ্রীলংকার সংসদ স্পিকার। পরে থাইল্যান্ডে পাড়ি জমান তিনি। এর প্রায় দেড় মাস পর 'বিশেষ নিরাপত্তা' নিয়ে তিনি ফেরত আসেন নিজ দেশে। যদিও এখনো রাজনীতিতে ফিরতে পারেননি গোতাবায়া রাজাপাকসে।

তিউনিসিয়ার স্বৈরশাসক জাইন এল-আবিদিন বেন আলির বিরুদ্ধে ২০১১ সালে ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান শুরু হয়, যা জেসমিন বিপ্লব নামে পরিচিত। এটি একসময় জন্ম দেয় আরব বসন্তের। সে বিপ্লবের একপর্যায়ে বেন আলির ২৩ বছরের মসনদ হাতছাড়া হয়। ক্ষমতাচ্যুত হয়ে সপরিবারে সৌদি আরবে পালিয়ে যান বেন আলি। এরপর আর দেশে ফিরতে পারেননি তিনি। সৌদি আরবে নির্বাসিত জীবনযাপন করেন। ৮৩ বছর বয়সে সেখানেই মৃত্যু হয় তার।

স্বৈরশাসকদের নির্বাসিত জীবন প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কাজী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বলেন, 'রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাঠামোর উৎস যদি আগের জায়গায় থেকে যায়, যেমন প্রধানমন্ত্রী বা কয়েকজনকে সরিয়ে ক্ষমতা কাঠামোর সামান্য পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়, যদি পুরনো ক্ষমতা কাঠামো থেকে যায়, তাহলে একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে। আর যদি আগের ক্ষমতা কাঠামো দুই-তিন স্তরে ভেঙে যায়, তাহলে পুরনোদের ফিরে আসার আর সুযোগ থাকে না। এজন্য স্বৈরশাসকদের প্রত্যাবর্তন ঠেকাতে রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও ক্ষমতার উৎস গণ-অভ্যুত্থানকারীদের দ্বারা পরিবর্তন করতে হয়।'

আফগানিস্তানের ২০১৪ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়লাভ করেন আশরাফ গানি। তবে ২০২১ সালের ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মার্কিন সৈন্যদের শেষ দলটি আফগানিস্তান ছেড়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাইডেন। এর সঙ্গে সঙ্গেই একের পর এক শহর দখলের অভিযান শুরু করে দেয় তালেবানরা। এরই ধারাবাহিকতায় কাবুলেও অভিযান চালায়। তালেবানদের প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের কাছাকাছি চলে আসার খবর পেয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে হয় আশরাফ গানিকে।

কিন্তু দেশ পালানো শাসকদের মধ্যে তার অবস্থাটি ছিল ভিন্ন। তিনি খালি হাতে দেশত্যাগ করেননি। বরং চারটি গাড়ি ও হেলিকপ্টারে ভরে নগদ অর্থ নিয়ে ওমান হয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে পালিয়ে যান। ২০২১ সাল থেকে সেখানেই মানবিক আশ্রয়ে আছেন এ নেতা। নিজ দেশ ও রাজনীতি কোনোটিতেই ফেরা হয়নি আফগান এ নেতার।

এ প্রসঙ্গে সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামান (বীর বিক্রম) বলেন, 'স্বৈরশাসকরা দেশে ফেরত আসতে না পারার কারণ হলো, দেশে যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তাদের অনুকূলে থাকে না। ফিলিপাইনের মার্কোস চলে যাওয়ার পর তার বিরোধী সরকার ক্ষমতায় আসে। বিরোধী সরকার কখনো চাইবে না যে সে এসে ক্ষমতায় বসুক। আর যদি অনুকূলে হয়ও, ক্ষমতা এমন একটি জিনিস, নিজের মানুষও ক্ষমতা পরিবর্তন করতে চায় না। আওয়ামী লীগের যেসব নেতা ৭৫-এ বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর বিদেশ চলে গিয়েছিল, তারা কেউ ফিরে আসেনি। কারণ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলেও নেতারা একজন আরেকজনের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে চাইবেন না। এজন্য বিদেশে একবার চলে গেলে ফেভারেবল সরকার থাকলেও দেশে আসা সম্ভব হয় না, আনফেভারেবল সরকার থাকলে তো আরো সম্ভব নয়। আর জনগণ আসলে চায় না বলেই তারা ফেরত আসতে পারেন না। ফেরত আসলেও জনগণ চায় না বলে রাজনীতিতে তাদের পুনর্বাসন ঘটে না।'

গণ-অভ্যুত্থানের মুখে দেশত্যাগকারীদের তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন বাংলাদেশের শেখ হাসিনা। কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া গণ-অভ্যুত্থানে দেশ ছেড়ে পালান তিনি। গত ৫ আগস্ট বাংলাদেশ ছাড়ার আগে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকা শেখ হাসিনা। বর্তমানে ভারতে 'নিরাপদ আশ্রয়ে' আছেন তিনি। তার যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রার্থনা এরই মধ্যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো দাবি করছে। ভিসা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্রও। শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় তার মা আর রাজনীতি করবেন না বলে শুরুতে ঘোষণা দেন। যদিও পরে এক সাক্ষাৎকারে নীরবতা ভেঙে রাজনীতিতে ফেরার ইচ্ছের কথা জানিয়েছেন শেখ হাসিনা।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. তানজীম উদ্দিন খান বলেন, '□এ ধরনের ঘটনায় ফেরার চান্স থাকে, যদি পার্টি হিসেবে তারা খুবই শক্তিশালী হয়। শক্তিশালী না হলে ফেরার খুব বেশি সুযোগ থাকে না। আওয়ামী লীগ এখন সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী নয়। তাদের পুরো শক্তি একজনের মধ্যে। এ সাংগঠনিক শক্তি শুধু বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে পারে। কিন্তু শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে পারবে না। যে পরিমাণ হত্যাযজ্ঞ তারা চালিয়েছে এর মাধ্যমে তারা কয়েক প্রজন্মের সমর্থন হারিয়েছে। দেশে ফেরা তাদের জন্য খুব একটা সহজ হবে না। আন্দোলন দমন করতে আওয়ামী লীগ যে উপায়ে হত্যা করেছে, তা খুবই নজিরবিহীন। তাদের দল এখন মানুষের কাছে বিভীষিকায় পরিণত হয়েছে।'

তিনি বলেন, 'বৈশ্বিকভাবে গণহত্যার বিচারের জন্য আইসিসির (আন্তর্জাতিক ক্রিমিনাল কোর্ট) মতো প্রতিষ্ঠান রয়েছে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গণহত্যার বিচার শুরু হলে উনার পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে। এটাকে পরে যদি সাধারণ হত্যাকাণ্ড হিসেবেও দেখা হয় তবুও উনার পরিস্থিতি খুব একটা ভালো হওয়ার কথা না।'

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

GLOBAL MULTI SERVICES, INC

তারেক হাসান খান, সিইও
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
• INCOME TAX
• IMMIGRATION
• ACCOUNTING
• TAX AUDIT
• BUSINESS SETUP
• TRAVELS
IRS e-file
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
tax time!
tax refund
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864, Email: globalmsinc@yahoo.com

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist
আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।
*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।
শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)
আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা
আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।
Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

# একজোট হচ্ছেন উবার চালকরা

*(শেষ পাতার পর)* কারণে কী কী সমস্যা হচ্ছে তা নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরবেন উবারের শীর্ষ কর্মকর্তাদের কাছে। এসব সমস্যার অন্যতম হলো, লগ অফ করার কারণে ড্রাইভারদের আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় আয় কমেছে। আয় কমার কারণে বেশিরভাগ চালক ঠিকমতো সংসারের খরচ মেটাতে পারছেন না। ফলে তারা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে সময় পার করছেন। যখন-তখন লগ অফ করে রাখার কারণে ড্রাইভাররা তাদের দৈনন্দিন আয়ের টার্গেট পূরণ করতে পারছেন না।

যদিও ইতিমধ্যে সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস উবার ও লিফটের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে সমস্যা নিরসনের উদ্যোগ নিয়েছেন। মেয়র অফিসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, উবার ও লিফট লগ অফ কমিয়ে আনবে। কিন্তু এই কমিয়ে আনার পরিমাণ কত হবে, তা নিশ্চিত নয়। সে কারণে ড্রাইভাররা শঙ্কায় আছেন।

এ প্রসঙ্গে নিউইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্সের লেবার অর্গানাইজার টিপু সুলতান বলেন, উবার ও লিফটের কাছে আমাদের দাবি হলো ড্রাইভারদের যখন-তখন লগ অফ করা যাবে না। সিটি মেয়রের কাছে তারা প্রতিশ্রুতি দিবেন। একই সাথে যে ক'দিন ধরে লগ অফ করে রেখেছে, এই সময়ের জন্য তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তিনি বলেন, আমরা এসব দাবি জানাতে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর একটি সমাবেশের আয়োজন করেছি। ওই দিন সিটি হলের সামনে আমরা ড্রাইভারদের নিয়ে মিলিত হব। সেখানে সংবাদ সম্মেলনে ড্রাইভাররা তাদের কথা জানাবেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও কথা বলবেন। এরপর আমরা উবারের প্রধান কার্যালয়ের উদ্দেশে মার্চ করব। এতে অংশ নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে নিউইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্সের পক্ষ থেকে ৩০ হাজার ড্রাইভারকে গুগল ফর্ম দেওয়া হয়েছে। তারা গুগল ফর্ম পূরণ করলে এটি শপথ হিসেবে বিবেচিত হবে। কমপক্ষে পাঁচ হাজার ড্রাইভারকে সেখানে সম্পৃক্ত করার পরিকল্পনা আছে ।

টিপু সুলতান আরো জানান, সিটিতে প্রায় ২৫ হাজার বাংলাদেশী ড্রাইভার আছেন, তারা সবাই আন্দোলনে আসেন না। অনেকেই কষ্টে থাকলেও বলতে চান না। কেউ কেউ মনে করেন আন্দোলনে যাওয়ার দরকার নেই, দাবি পূরণ হলে অন্য সবার মতো তারাও সুবিধা পাবেন।

# বিভক্ত জেবিবিএ ঐক্যের পথে, পরিচালনা কমিটি গঠনের তাগিদ

*(শেষ পাতার পর)* হাইটসে দুটি গ্রুপের কমিটি ছিলো। অবশেষে সংগঠনের সাবেক ও বর্তমান বেশ নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় আবারো জেবিবিএ'র ঐক্যবদ্ধ হতে যাচ্ছে। এই ঐক্যের প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে সংগঠনটির বিরাজমান দুই পক্ষের যৌথ উদ্যোগে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর জ্যাকসন হাইটসে পথ মেলা আয়োজন হতে যাচ্ছে। এর পর পর্যায়ক্রমে আলোচনার মাধ্যমে সংগঠনের দুই পক্ষের মতামতে প্রয়োজনে পরিচালনা কমিটির গঠন করে জেবিবিএ'কে ঐক্যবদ্ধ করা হবে।

গত মঙ্গলবার (১৩ আগস্ট) জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টের পার্টি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এক সংবাদ সম্মেলনে জেবিবিএ'র দু'পক্ষে নেতৃবৃন্দ একত্রে বসে আনন্দঘন পরিবেশে এ ঘোষণা দেন সংগঠনটির সাবেক ও বর্তমান নেতারা। দুই ভাগে বিভক্ত জেবিবিএ'র একটির নেতৃত্বে রয়েছেন হারুণ ভুইয়া ও ফাহাদ সোলায়মান। আপরাংশের নেতৃত্বে রয়েছেন গিয়াস আহমেদ ও তারেক হাসান খান।

সংবাদ সম্মেলনে ব্যবসায়ীরা বলেন, প্রায় সাড়ে তিনশ ব্যবসায়ী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের জন্যই এই জেবিবিএ গঠিত হয়। এখান থেকে বিপুল অর্থের ট্যাক্স পায় নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে পার্কিং সুবিধার সংকট, গার্বেজ ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তার অভাব ও সিকিউরিটি গার্ড অপর্যাপ্ত। বারবার কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেও সংগঠনের বিভক্তির কারণে এসব সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। এমনকি জ্যাকসন হাইটসের সড়ক সংস্কারে কর্তৃপক্ষকে তাগাদা দিলেও দ্রুত সেটা সমাধান হয়না। এতে করে প্রবাসী বাঙালী পাড়া খ্যাত এই এলাকার ঐতিহ্য হারাতে বসেছে এবং ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেস সকল সুযোগ সুবিধা থেকে। সিটি কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের কাছে গেলে কে কোন জেবিবিএ'র সদস্য সে প্রশ্ন উঠে এবং তারা দ্বিধায় পড়ে যান। তাই বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের স্বার্থে জেবিবিএ এক হতে হবে।

একাংশের সভাপতি গিয়াস আহমেদ বলেন, সব ভেদাভেদ ও রাজনৈতিক মতাদর্শ ভুলে দেশের স্বার্থে ও দেশের ব্যবসায়ীদের স্বার্থে সবাইকে এক হতে হবে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই আমরা যৌথ ভাবে মেলার আয়োজন করছি। সব বিভেদ ভুলে জেবিবিএ এক হলে ব্যবসায়ীরাও স্বস্তি পাবনে।

অপরাংশের সভাপতি হারুন ভূঁইয়া বলেন, অধিকাংশ ব্যবসায়ীরা চান তাদের সংগঠন যেন এক প্ল্যাটফর্মে থাকে। মেলার মাধ্যমে তা শুরু হচ্ছে। এমন ঐক্য ধরে রাখতে হবে। সবাই এক হয়ে কাজ করব।

সাবেক প্রেসিডেন্ট শাহ নাওয়াজ বলেন, জেবিবিএকে এক করার জন্য কাজ করছি। এটা অনেক দিন ধরেই ব্যবসায়ীদের চাওয়া ছিল। এখন যারা আছেন তাদের মধ্যে পদের জন্য কোন লোভ নেই। তাই আশাকরি জেবিবিএ এক হয়েই কাজ করবে। যাতে আগে জেবিবিএ'র যে সম্মান ছিল তা আবার ফিরিয়ে আনা যাবে। এখানে তারাই নেতৃত্ব দেবে যারা প্রকৃতই ব্যবসায়ী।

সাবেক সভাপতি জাকারিয়া মাসুদ জিকু বলেন, যখন বিভক্তি ছিল না, তখন অনেক কাজ হয়েছে। মত বিভেদ ভুলে এক হলে এ সংগঠন অনেক এগিয়ে যাবে। জ্যাকসন হাইটসের ব্যবসায়ীরাও উপকৃত হবেন। সুনামও ফিরে আসবে।

একাংশের সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান বলেন, বিভক্তির কারণে জেবিবিএ এগিয়ে যেতে পারছে না। তাই ঐক্যের মাধ্যমে সংগঠনটি আবার সম্মানের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে। কমিউনিটির বাইরেও যেন সবাই মর্যাদার চোখে দেখে। আমাদের আলাদা মেলা করার পরিকল্পনা ছিলো। আমাদের ব্যবসায়ীদের স্বার্থে সকলের চেষ্টায় দীর্ঘদিন পর এক হওয়ার সুযোগ হয়েছে। আমরা এখন এক হয়ে ৭ সেপ্টেম্বর মেলা আয়োজন করছি। মেলার পরে নিজেদের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় এ ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত ঐক্য ফিরিয়ে আনতে হবে।

অপরাংশের সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান বলেন, জেবিবিএ কারো খেলার জায়গা না। এটা বড় একটা প্লাটফর্ম, সাড়ে তিনশ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সংগঠন। এক হয়ে যদি মেয়র, গভর্নর বা কোন কাউন্সিলরের কাছে যাবেন তখন তাদের টনক নড়বে। তারা গুরুত্ব দিবে। কিন্তু আরমা আলাদা হওয়ার কারণে তারা দাম দেয় না, সম্মান পাইনা। একটা পার্কিং লট পাচ্ছি না, রাস্তা ঠিক করতে লাগে ১৫ বছর। এ সবের অবসান ঘটাতে হবে। সব জায়গায় সংস্কার চলছে, জেবিবিএতেও সংস্কার হবে।

একাংশের যুগ্ম সম্পাদক মফিজ বলেন, জ্যাকসন হাইটসে জেবেবিএ একটাই থাকবে। যেন কেউ বলতে না পারে আপনি কোন জেবিবিএর সদস, এমনটি আর শুনতে চাইনা।

ব্যবসায়ী আসেফ বারী টুটুল বলেন, সবাইকে সম্মান করতে হবে। দুই পক্ষ বসে দ্রুত সমাধান করতে হবে। আমরা আর বিভক্তি চাই না। জ্যাকসন হাইটস আমেরিকার অন্যতম একটা বড় ব্যবসায়ী জায়গা। এক একসময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও এখানকার ব্যবসায়ীদের মূল্যায়ন করতেন। কিন্তু কাল ক্রমে তা হারিয়ে গেছে। সেই হারানো অতীত আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। শুধু বসে সভা করেই হবেনা। দ্রত কার্যকর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি জেবিবিএ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সাবেক সেক্রেটারি আবুল ফজল দিদারুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ আবুল হাসান ও জেড আলম নবীসহ অন্যরা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

এদিকে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। মেলার পর দুই পক্ষের গ্রহনযোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ১০ থেকে ১২ সদস্যের একটি অন্তবর্তী কালীন কমিটি আগামী দুই বছর সংগঠনের কার্যক্রম চালাবে। পরবর্তীতে তারা একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কমিটির কাছে সংগঠনের দায়িত্ব ছেড়ে দেবে। আগামী ৭ সেপ্টেম্বর শনিবার যৌথ আয়োজনে মেলা অনুষ্ঠিত হবে। দিনব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য এ মেলার আহ্বায়ক করা হয়েছে কামরুজ্জামান কামরুলকে, সদস্য সচিব থাকবেন তারেক হাসান খান। মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও দেশি বিদেশি নানা পণ্যেও শতাধিক স্টল থাকবে। এছাড়া দর্শনার্শীদেও বিনোদনের জন্যও থাকবে নানা ব্যবস্থা।

# নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি'র

*(১৬ এর পাতার পর)* কাজ করতে হবে। এজন্য ঐক্যবদ্ধ থেকে দেশ ও প্রবাসে আওয়ামী ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়াতে হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, গত ১৫ বছর ধরে শেখ হাসিনা সরকার দেশে যে গুম, খুন, নির্যাতন ও লুটপাট করে পুরো জাতিকে নি:স্ব করে ফেলেছে। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের মামলা-হামলা ও গুম-খুন করেছে। কোটা সংস্কার আন্দোলনে নির্বিচারে তার দলীয় প্রশাসন ক্যাডারদের দিয়ে মানুষ হত্যা করেছে। অবশেষে গণ অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়েছে। সে এখন দেশ ছেড়ে পলাতক। আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল আদালতের মাধ্যমে হাসিনাকে দেশে এনে তার এবং তার মন্ত্রী এমপিদের বিচার দ্রুত করতে হবে।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

SEEMA GULIANI, ESQ / ATTORNY AT LAW
LAW OFFICE OF SEEMA GULIANI
BY APPOINTMENT ONLY
212-691-4343
seemagulianiesq@gmail.com
198-42 FOOTHILL AVE. HOLLIS NY. 11423
WE SPECIALIZE IN
• VAWA
• ASYLUM
• NVC PROCESS
• NATURALIZATION
• TOURIST VISAS (B1/B2)
• RELIGIOUS WORKER
• UNCONTESTED DIVORCES
• FAMILY BASED PETITIONS
• FIANCE/MARRAIGE VISAS
• LEGAL PERMANENT RESIDENCY
• EMPLOYMENT BASED VISAS
(H-1B. PERM, I-140. EB1, EB2, EB3

# এক প্রকল্প থেকে ৫৯ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ

*(প্রথম পাতার পর)* করেন টিউলিপ সিদ্দিক, তার মা শেখ রেহানা ও চাচা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা তারিক আহমেদ সিদ্দিক। যুক্তরাষ্ট্রেও জুমানা ইনভেস্টমেন্ট নামে একটি কোম্পানি রয়েছে তাদের।

গ্লোবাল ডিফেন্স কর্পের অভিযোগ, এ কোম্পানির মাধ্যমেই বিভিন্ন দেশের অফশোর অ্যাকাউন্টে অর্থপাচার করতেন শেখ হাসিনা। তাদের এ কোম্পানিটি ডেসটিনি গ্রুপ নামে একটি চিটিং ফান্ড কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে প্রায় ৯০০ মিলিয়ন ডলার পাচার করেছে।

গ্লোবাল ডিফেন্স কর্প নামে পোর্টালটি ২০১৮ সালে চালু হয়। বিভিন্ন দেশের সামরিক ও প্রতিরক্ষাখাতে দুর্নীতির অনুসন্ধান করে থাকে তারা।

শেখ হাসিনার ৫০০ কোটি ডলার আত্মসাতের খবরে যা বলছে রোসাটম: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৫০০ কোটি ডলার আত্মসাতের খবর প্রকাশিত হয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাতের সাহায্যকারী হিসেবে ওঠে আসে রাশিয়ান রাষ্ট্রীয় পারমাণবিক সংস্থা রোসাটেমের নাম। তবে, টাকা আত্মসাতের এ ঘটনা প্রত্যাখ্যান করেছে সংস্থাটি।

সোমবার (১৯ আগস্ট) এক বার্তায় রোসাটম জানিয়েছে, গণমাধ্যমে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে অনৈতিক আর্থিক লেনদেনসংক্রান্ত প্রকাশিত বা প্রচারিত উসকানিমূলক সংবাদ প্রত্যাখ্যান করছে রোসাটম। এতে আরও বলা হয়, রোসাটম তার সব প্রকল্পে উন্মুক্ত কর্মপন্থা, দুর্নীতি প্রতিরোধ নীতি এবং ক্রয় পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ব্যবসা প্রক্রিয়ায় উন্মুক্ততা বাহ্যিক নিরীক্ষার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। রোসাটম তার নিজস্ব সুনাম ও স্বার্থ রক্ষায় আদালতের শরণাপন্ন হতেও প্রস্তুত। আরও উল্লেখ করা হয়, আমরা, গণমাধ্যমে প্রকাশিত/ প্রচারিত অসত্য তথ্যগুলো রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পটিকে কলঙ্কিত করার একটি প্রয়াস হিসেবে বিবেচনা করছি। এই প্রকল্পটি বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ঘাটতি সমস্যার সমাধান এবং জনগণের কল্যাণের স্বার্থে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এর আগে গত ১৭ আগস্ট গ্লোবাল ডিফেন্স কর্পের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ৫০০ কোটি ডলারের বেশি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে। প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা রোসাটম মালয়েশিয়ার একটি ব্যাংকের মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে এ অর্থ আত্মসাতের সুযোগ করে দেয়। যাতে মধ্যস্থতা করেন ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও ভাগ্নি টিউলিপ সিদ্দিক।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ও ব্যয়বহুল প্রকল্প রূপপুরের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। আশা করা হচ্ছে, এটি পুরোপুরি বাস্তবায়নের পর দেশের ২০ শতাংশ বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করবে। সম্প্রতি এ বিষয়ে নিজস্ব অনুসন্ধানের ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে গ্লোবাল ডিফেন্স কর্পোরেশন। এতে বলা হয়, রাশিয়ার সহযোগিতায় বিদ্যুৎকেন্দ্রটির নির্মাণে খরচ ধরা হয় এক হাজার ২৬৫ কোটি ডলার। প্রয়োজনের তুলনায় যা অনেক বেশি। যাতে মালয়েশিয়ার একটি ব্যাংকের মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে এই বাজেট থেকে ৫০০ কোটি ডলার আত্মসাতের সুযোগ করে দেয় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা রোসাটম।

নিজের ভাগ্নি টিউলিপ সিদ্দিকের মধ্যস্থতায় রাশিয়ার সঙ্গে এ চুক্তি করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর এ মধ্যস্থতার বিনিময়ে পাচার করা অর্থের ৩০ শতাংশ পেয়েছেন টিউলিপ সিদ্দিক, শেখ রেহানা ও পরিবারের কয়েকজন সদস্য। ২০১৩ সালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে শেখ হাসিনার সাক্ষাতের সময় সঙ্গী ছিলেন টিউলিপ সিদ্দিক। গ্লোবাল ডিফেন্স কর্পের দাবি, সেসময় ঢাকা-মস্কোর বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র চুক্তির মধ্যস্থতাও করেন তিনি।

২০০৯ সালে 'প্রচ্ছায়া লিমিটেড' নামে একটি ভুয়া কোম্পানি চালু করেন টিউলিপ সিদ্দিক, তার মা শেখ রেহানা ও চাচা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা তারিক আহমেদ সিদ্দিক। যুক্তরাষ্ট্রেও জুমানা ইনভেস্টমেন্ট নামে একটি কোম্পানি রয়েছে তাদের।

গ্লোবাল ডিফেন্স কর্পের অভিযোগ, এ কোম্পানির মাধ্যমেই বিভিন্ন দেশের অফশোর অ্যাকাউন্টে অর্থ পাচার করতেন শেখ হাসিনা। তাদের এ কোম্পানিটি ডেসটিনি গ্রুপ নামে একটি চিটিং ফান্ড কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে প্রায় ৯০০ মিলিয়ন ডলার পাচার করেছে।

গ্লোবাল ডিফেন্স কর্প নামে পোর্টালটি ২০১৮ সালে চালু হয়। বিভিন্ন দেশের সামরিক ও প্রতিরক্ষা খাতে দুর্নীতির অনুসন্ধান করে থাকে তারা।

# আনডকুমেন্টেড অভিবাসীদের বৈধতার আবেদন শুরু

*(প্রথম পাতার পর)* আবেদনে ফি জনপ্রতি ৫৮০ ডলার জমা দিতে হবে। এছাড়া এমপ্লয়মেন্ট অথোরাইজেশন কর্মসংস্থানের জন্য ফর্ম আই ৭৬৫ আবেদন করতে হবে। তবে আই ১৩১ এফ ফর্ম ও আই ৭৬৫ ফর্ম একসাথে আবেদন করা যাবে না। আই ১৩১ এফ ফর্ম আবেদন মঞ্জুর হওয়ার পর ওয়ার্কপারমিটের জন্য আই ৭৬৫ ফর্ম আবেদন করতে পারবেন। এসব প্রক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে ১০ বছর বা তার বেশি বসবাসের প্রমাণাদি, সিটিজেন নাগরিককে বিয়ের প্রমাণপত্র 'ম্যারেজ সার্টিফিকেট'সহ যাবতীয় ডকুমেন্টসহ ফাইলিং করতে হবে। এদিকে ফর্ম আই ৭৬৫ যদি পেপারে ফাইল করা হয় তবে ফাইলিং ফিস ৫২০ ডলার এবং অনলাইনে ফাইল করা হয় তবে ফাইলিং ফিস হবে ৪৭০ ডলার। যারা কোয়ালিফাই করবে তাদের জন্য এই ফিস মওকুফ হবে।

অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞদের মতে, এখন থেকে এ প্রক্রিয়ায় আবেদনকারী যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করে বৈধতা পাবেন। এ জন্য আগের নিয়মে নিজ দেশে ফিরে গিয়ে বৈধতা নিয়ে আসতে হবে না। বসবাসের প্রমাণাদি, সিটিজেন নাগরিককে বিয়ের প্রমাণপত্র 'ম্যারেজ সার্টিফিকেট'সহ যাবতীয় ডকুমেন্টসহ আবেদন করতে হবে। যদি আবেদনের সময় পর্যাপ্ত প্রমাণাদি না দিতে পারেন তাহলে ১০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের প্রমাণের জন্য ট্যাক্স রিটার্ন, যদি ব্যাংক একাউন্ট থাকে সেটির স্টেটমেন্ট, ১০ বছরের আগে ইউএসএতে অনুষ্ঠিত কমিউনিটি প্রোগ্রাম বা যে কোন ইভেন্টে তোলা ছবি সংগ্রহে রাখতে পারেন। এ ছাড়াও কোন বৈধ প্রতিষ্ঠানে ১০ বছর ধরে কাজের আইডিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। সিটিজেন নাগরিকের সাথে বিয়ের কাগজ, ছবি ও ভিডিও সংগ্রহে রাখতে হবে।

এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের সিটিজেন নাগরিককে বিয়ে ছাড়া কারো সন্তানাদি ইউএসএ সেনাবাহিনীতে কর্মরত রয়েছেন তারাও প্যারোল ইন প্লেস প্রোগ্রামের মাধ্যমে বৈধ হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে আনডকুমেন্টেড অভিবাসীদের বৈধতার আইন পাসের ঘোষণার আগে অনেকেই এখানে ১০ বছর বা তার বেশি অবস্থানের কাগজাদি ও প্রমাণাদি সংগ্রহে রাখেন নি। এসব তৈরী করে সংগ্রহের রাখার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন ইমিগ্রেশন ল' এটর্নী বিশেষজ্ঞরা। তাছাড়া অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন ল' এটির্নী দ্বারা আবেদনসহ সকল প্রক্রিয়া পরিচালনার পরামর্শ দিয়েছেন। নতুবা আবেদন সংক্রান্ত জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।

নিউইয়র্কের গেহি এসোসিয়েটসের এটর্নী সুরাইয়া রহমান এ বিষয়ে বলেন, যারা আনডকুমেন্টেড অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পর থেকে এখানে অবস্থানের কোন প্রমাণাদি সংগ্রহে রাখেননি তারাও প্রমাণ সংগ্রহের সুযোগ আছে। আবেদনকারী যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পর থেকে যে বাসায় অবস্থান করেছেন সে বাসার মালিকের কাছ থেকে বাসা ভাড়ার রশীদসহ প্রয়োজনীয় কাগজাদি সংগ্রহ করতে পারেন। যে এলাকায় বসবাস করছেন সেখানকার কাউন্সিলম্যান অফিস থেকে ১০ বছর ধরে অবস্থান করছেন কাউন্সিলম্যান স্বাক্ষরিত এমন লেটার এবং নিজের পরিবার বা স্বজন যারা এখানকার সিটিজেন নাগরিক তাদের লিখিত লেটার সংগ্রহ করতে পারেন। এ সব ডকুমেন্ট নোটারী করলে আরো ভালো হবে। এ ছাড়া এখানে যদি কেউ এস্যাইলাম কেস করে থাকেন এবং সেটির যদি রিজেক্ট হয়ে যায় সেটির ডকুমেন্ট ১০ বছর এদেশে অবস্থানের প্রমাণ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। তাই এগুলো সংগ্রহে রাখতে হবে।

আবেদনের পর মঞ্জুর হতে কতদিন সময় লাগতে পারে এবং আবেদনকারীকে স্ব-শরীরে কোন ইন্টারভিউ দিতে হবে কিনা সে ব্যাপারে জানতে চাইলে এটর্নী সুরাইয়া রহমান বলেন, এ সংক্রান্ত স্পষ্ট কোন নির্দেশনা ইউএসসিআইএস'র গাইডলাইনে প্রকাশ হয়নি। তবে স্বাভাবিকভাবে যে নিয়ম আছে ইউএসসিআইএস'র অর্থ্যাৎ ৩/৪ মাসের মধ্যে আবেদনের সম্পর্কে জানা যাবে। কিন্তু এ আবদনের পর ইন্টারভিউ হবে কিনা সেটি নিশ্চিত করে বলতে পারছিনা। তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে ইন্টারভিউ ছাড়াই হয়তো আবেদনকারীর বৈধতা মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

# অবৈধ পার্কিং করলে ২৫০ ডলার পর্যন্ত জরিমানা

*(শেষ পাতার পর)* বেশি বাস স্টপ ব্লক আছে। এই ব্লকগুলোতে নির্দেশনা অমান্য করে যেসব চালক দাঁড়িয়ে যাত্রী ওঠা-নামা করাচ্ছেন কিংবা গাড়ি পার্ক করিয়ে রাখছেন, তাদের মেইলে ৫০ ডলার জরিমানা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে এ জরিমান ২৫০ ডলার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। আর এ কার্যক্রম শুরু হচ্ছে আগামী সোমবার থেকে।

নিউইয়র্ক সিটি ট্রান্সপোর্টেশন কমিশনার ইয়দানিস রদ্রিগেজ জানালেন, নিউইয়র্ক সিটিতে পাবলিক বাসগুলোর ধীর গতির কারনে যানজট নিত্য দিতের ঘটনা। যা শহরবাসীর ভোগান্তির কারন হয়ে দাড়িঁয়েছে। এর পেছনের কারণ খুজঁতে গিয়ে আমরা দেখলাম সিটিতে যেসব চালক রাস্তায় গাড়ি চালান তাদের ৮০ শতাংশের বেশি বাস লেন ব্লকার একবারের বেশি টিকিট পান না।

সতর্কবার্তার সময় শেষ, এখন পাঁচটি বরো জুড়ে দ্রুত এবং নিরাপদ বাস রুটের সময়। বর্তমানে, ৬২৩টি এমটিএ বাস স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরায় সুসজ্জিত। এমটিএয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, চলতি বছর শেষে ১,০২৩টি বাস হবে। এসব স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরায় অপরাধী যানবাহনের ছবি এবং ভিডিও ধারণ করবে, তাদের লাইসেন্স প্লেটের তথ্য, অবস্থান ও সময় শনাক্ত করে রাখবে। তারপর এই তথ্য নিউ ইয়র্ক সিটি ট্রান্সপোর্টেশন বিভাগে প্রক্রিয়াকরণের জন্য পাঠানো হবে। এমটিএ আরো জানিয়েছে, সতর্কীকরণ জরিমানা দেওয়ার পরে এ পর্যন্ত শুধুমাত্র ৯ শতাংশ অপরাধী আবার বাস সংক্রান্ত অপরাধ করেছে।

# সাবওয়ের নিরাপত্তাহীনতায় দায়ী এমটিএ

*(শেষ পাতার পর)* যাত্রী ও কর্মীদের ঝুঁকির মুখে ফেলছে। এফটিএ ২০২৩ সালে সাবওয়ে সিস্টেমে ৩৮টি ক্লোজ কল বা প্রায় মিস ইভেন্টের সন্ধান পেয়েছে যেখানে ট্রানজিট কর্মী, ট্রেন এবং যাত্রীরা জড়িত ছিল। এটা ২০২২ সালের তুলনায় ৫৮ শতাংশ বেশি বৃদ্ধি এবং ২০২১ সালের তুলনায় ৬৫ শতাংশ বেড়েছে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, এই ঘটনাগুলি "অসুস্থ পরিস্থিতি এবং চর্চার একটি সংমিশ্রণকে প্রতিফলিত করে যা মৃত্যুর বা ব্যক্তিগত আহত হওয়ার একটি উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি তৈরি করে এবং যার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।"

উদাহরণ স্বরুপ এফটিএ জানিয়েছে, গত বছর হেরাল্ড স্কয়ার সাবওয়ে টানেলে ট্র্যাক পরিষ্কার করার সময় হিলারিয়ন জোসেফের মৃত্যু হয়েছিল। যিনি ডি ট্রেন দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হন। জুন মাসে, আরেকজন কর্মী ট্র্যাক পরিষ্কার করার সময় ডাউনটাউন ব্রুকলিনে আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং পরে মারা যান।

কেবল তাই নয় এমন দূর্ঘটনা দুই বছরে ৫০ শতাংশের বেশি বেড়ে গেছে। ট্রেনগুলি যখন স্টপ সিগন্যাল অতিক্রম করে অথবা ভুল ট্র্যাকে চলে যায়। গত বছরের ২০০টিরও বেশি নিয়ার মিস ইভেন্টের মধ্যে এমন ঘটনাগুলি ছিল যা ট্রানজিট যাত্রীদের ঝুঁকিতে ফেলেছে।

নিয়ন্ত্রকরা বলেন, এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে কারণ এমটিএ কর্তৃপক্ষের খুব একটা পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক সভাপতি জন সামুয়েলসেন জানান, এ প্রতিবেদনটি আমরা দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে এমটিএর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছি তা নিশ্চিত করে। যদিও গত কয়েক বছরে ব্যাপকভাবে খারাপ হয়ে গেছে। তার মতে, এমটিএ মেরামতের জন্য এখন প্রচুর বিনিয়োগ করতে হবে, যা কর্মী ও যাত্রীদের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করবে। এবং তাদের কর্মী নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দিতে হবে, সময়মতো ট্রেন পারফরম্যান্সের চিন্তা করার পরিবর্তে। এ অবস্থায় ওই তদন্ত প্রতিবেদনে নিউইয়র্ক সিটি ট্রানজিটকে ফেডারেল মনিটরিংয়ের অধীন হতে বলা হয়েছে। এফটিএর রিপোর্টে, সিটির পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ডকে এমটিএর পর্যবেক্ষণে ব্যর্থতার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং কঠোর তত্ত্বাবধানের দাবি করেছে।

অবশ্য এসব অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়ে এমটিএ রিপোর্টটির উপর একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আমরা এফটিএ'র এই মতামতের তীব্র বিরোধিতা করি যে কর্মী নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে অবহেলা করেছে, যা আমাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার। সংস্থাটি আমাদের ২৪/৭ সাবওয়ে সিস্টেমে সক্রিয় সেবার সময় চলমান ১.৫ মিলিয়নেরও বেশি কর্মসূচির জন্য ব্যাপক নিরাপত্তা প্রোটোকল নিয়ে কাজ করছে। এনওয়াইসি ট্রানজিট এই প্রতিবেদনটির বিরুদ্ধে আপিল করবে।"

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Timothy Bompart
Attorney at Law
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

# নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপি'র উদ্যোগে খালেদা জিয়ার জন্মবার্ষিকী পালিত







নিউইয়র্ক:
নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপির উদ্যোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার ৭৯ তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত ১৫ আগস্ট বুধবার নিউইয়র্কস্থ ব্রঙ্কসের নিরব পার্টি হলে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সিনিয়ার সহ সভাপতি কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপনের সভাপতিত্বে ও সিনিয়ার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার জাহিদের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন বরিশাল বিভাগ জাতীয়তাবাদী ফোরামের সভাপতি ডা. আব্দুস সবুর। এছাড়াও প্রধান বক্তা ছিলেন নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি (উত্তর)-এর সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন, বিশেষ বক্তা ছিলেন সিনিয়র বিএনপি নেতা ড. নরুল আমিন পলাশ, জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক সাইফুর রহমান হারুন। বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি (উত্তর) সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ চৌধুরী, জাফর তালুকদার, শাহিন চৌধুরী, এজিএম জাহাঙ্গীর হোসাইন, আব্দুর রহিম, শরিফুল খালিশদার, সোয়েব আহমেদ, লিয়াকোত আলী, মোহাম্মদ আলী রাজা, দিলরুবা আক্তার মায়া এডভোকেট আতিকুর রহমান সাবু, মমতাজ উদ্দিন, আব্দুল আহাদ হেলাল।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সুলতান মাহমুদ সিদ্দিক। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ফারুক কবির, দুলাল রহমান, আক্তারুল ইসলাম নান্নু, খন্দোকার আব্দুল বাকী, বেগ হোসাইন ইসলাম মিঠু, মোহাম্মদ মোক্তাদীর, তারেকুল ইসলাম, সহিদুল ইসলাম, শামীম হোসেন, মোহাম্মদ আসিফ, মোহাম্মদ জামাল হোসেন, মোহাম্মদ ইব্রাহীম হোসেন, মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফ, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, কাহের মিয়া, মোঃ দেলোয়ার হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা শফিউল্লাহ, আশফাক চৌধুরী জামি, রুহেল আহমেদ, মোহাম্মদ মহাসিন লাল মিয়া, তানিম চৌধুরী, মোঃ মিলন আলী ও আবুল কালাম আজাদ।
অনুষ্ঠানের শুরুতে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে মিলাদ ও দোয়া পরিচালনা করেন হাফিজ মাওলানা আবিদুর রহমান চৌধুরী ।
অনুষ্ঠানে ডা. আব্দুস সবুর বলেন, এবারের আন্দোলন অভূতপূর্ব আন্দোলন। এই আন্দোলনে আমাদের শিশু-কিশোররা তাদের সবকিছু উজার করে দিয়েছে। তারা বুকের তাজা রক্ত বিলিয়ে দিয়ে আমাদের জন্য স্বৈরাচার মুক্ত বাংলাদেশ উপহার দিয়েছে। এই অর্জন আমরা কিছুতেই নষ্ট হতে দিতে পারি না।
আহবাব চৌধুরী বলেন, স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা নিজের ক্ষমতাকে নিরঙ্কুস রাখার জন্য পুরো দেশকে ধ্বংস করে দিয়েছে। পতিত স্বৈরাচারী পুলিশ বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছিলো সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে। এইরকম পরিস্থিতিতে যাদের অবদান ও রক্তের বিনিময়ে মানুষ আজ মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পারছে তাদের ঋণ জাতি কখনো ভুলবে না।
বক্তাগণ বেগম খালেদা জিয়ার দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। অনুষ্টান শেষে উপস্থিত সকলের মধ্যে তবারক বিতরণ করা হয় ।




NUR BEPARY AUTO REPAIR
& BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
OPEN 24 HOURS
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

Federation of Bangladeshi Associations in North America
FOBANA
Established in 1987

# 38th FOBANA

## Federation of Bangladeshi Associations in North America
## CONVENTION 2024

BANGLADESH ASSOCIATION OF GREATER WASHINGTON DC
BAGWDC

চেতনায় বাংলাদেশ

Date : 30 August | 31 August | 01 September 2024 // Venue: Crystal Gateway Marriott
1700 Richmond Highway, Arlington, VA 22202

TITLE SPONSOR

WASHINGTON UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

PEOPLE TECH

কুমার বিশ্বজিৎ
আখি আলমগীর
প্রিয়ংবদা ব্যানার্জী
মুজা
তোসিবা
শফিক তুহিন
মিমি আলাউদ্দিন
অঙ্কন
মাহফুজা মমো
আরজিন কামাল
জেফার
স্বপ্নীল সজীব
অনিমা ডি' কস্তা
রোমেল খান
বিউটি দাস

Our Proud DIAMOND Sponsor

Utshob Group

GB GROUP

AASHA GROUP OF COMPANIES

BHAIYA
EDEN BAY

Mozharul Hoque

Dr. Halida Hanum Akhter & Golam Farid Akhter

Hosted by : Bangladesh Association of Greater Washington DC (BAGWDC)

MOHAMED ALAMGIR
Chairperson, FOBANA
(703) 626-5814

ABIR ALAMGIR
Executive Secretary, FOBANA
(347) 724-9518

ROKSHANA PERVEN
Convener, Host Committee
(703) 843-8854

ABU RUMI
Member Secretary
(703) 861-1606

NURUL AMIN NURU
President
(703) 930-2490

www.2024.fobanaonline.com, www.fobanaonline.com

MEDIA PARTNERS:
ntv | ATN NEWS | ATN BANGLA

MEDIA FRIENDS:
CHANNEL | প্রথম আলো | TIMES 24 | NRB Direct | CNB | iB TV USA | বাংলা প্রেস | BANGLA EVENTS | B BANGLA TV | CLIMATE | প্রবাসবিশ্ব

# ড. ইউনূসের উদ্যেশ্যে ইমিগ্রান্টস ইন্টারন্যাশনালের বিবৃতি




**নিউইয়র্ক:**
ইমিগ্রান্টস ইন্টারন্যাশনাল এর চেয়ারপার্সন এটর্ণী মঈন চৌধুরী এবং পরিচালক তরিকুল ইসলাম মিঠু এক যৌথ বিবৃতিতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূস এবং তার উপদেষ্টা পরিষদকে ইমিগ্রান্টস ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তারা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্বগ্রহণ পরবর্তী গৃহীত পদক্ষেপ সমূহে তারা সন্তোষ করেছেন। তারা বাংলাদেশের সকল প্রয়োজনীয় সংস্কারের পাশাপাশি প্রবাসীদের সুযোগ-সুবিধারও সংস্কার আশা করেন, সেইসাথে তারা সারাবিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বৈধ বা অবৈধ সকল প্রবাসী বা অভিবাসী বাংলাদেশীদের কল্যাণের দিকে নজর দেবারও অনুরোধ জানান।

বিবৃতিতে তারা বলেন, বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বা বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত জনগোষ্ঠি দেশের অর্থনীতির বিরাট একটা অংশ। প্রবাসীর রেমিটেন্সের টাকা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৃহৎ ভূমিকা পালন করে। প্রবাসীরাও দেশের জন্য যুদ্ধ করছে, সে যুদ্ধ দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য যুদ্ধ। অথচ এযাবৎ সকল সরকারের আমলেই প্রবাসীরা বরাবরই অবহেলিত থেকেছে। তারা প্রবাসীদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের আহবান জানান। বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী দুতাবাসগুলোতে যেনো কোনো হয়রানী, অনিয়ম না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখার আহবান জানান। বিবৃতিতে তারা দেশের সকল মানুষকে বর্তমান পরিস্থিতিতে শান্ত থেকে সব ভেদাভেদ ভুলে ধৈর্য্যের সাথে দেশ গড়ার কাজে অংশ নেবার আহবান জানান।

*বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টাকে*

# হিউম্যান রাইট ফোরাম ইউএসএ'র স্মারকলিপি

**নিউইয়র্ক:**
বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতিতে হিউম্যান রাইট ফোরাম, ইউএসএ রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টাকে স্মারকলিপি প্রদান করেছে। অতি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক হিউম্যান রাইটস ফোরামের-ইউএসএ নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ কনসুলার জেনারেল অফ বাংলাদেশ, নিউইয়র্ক এর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান উপদেষ্টার নিকট একটি স্মারক লিপি পেশ করেন।

'হিউম্যান রাইটস ফোরাম ইউএসএস' এর নেতৃত্ব দেন শাহ শহীদুল হক। তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রধান উপদেষ্টার আগমন আমাদেরকে স্বস্তি এবং শান্তির আশান্বিত করেছে। বৈষম্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী ছাত্র-অভিবাবক, জনসাধারণ ও তাদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ সহ সুষ্ঠু বিচার দাবি করছি। এসময় হিউম্যান রাইট ফোরাম, ইউএসএ প্রতিনিধিগণের উপস্থিতে স্মারকলিপি পেশ করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



হিউম্যান রাইটস ফোরামের-ইউএসএ নেতৃবৃন্দ নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনসুলার জেনারেলের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান উপদেষ্টামে স্মারক লিপি প্রদান করেন।

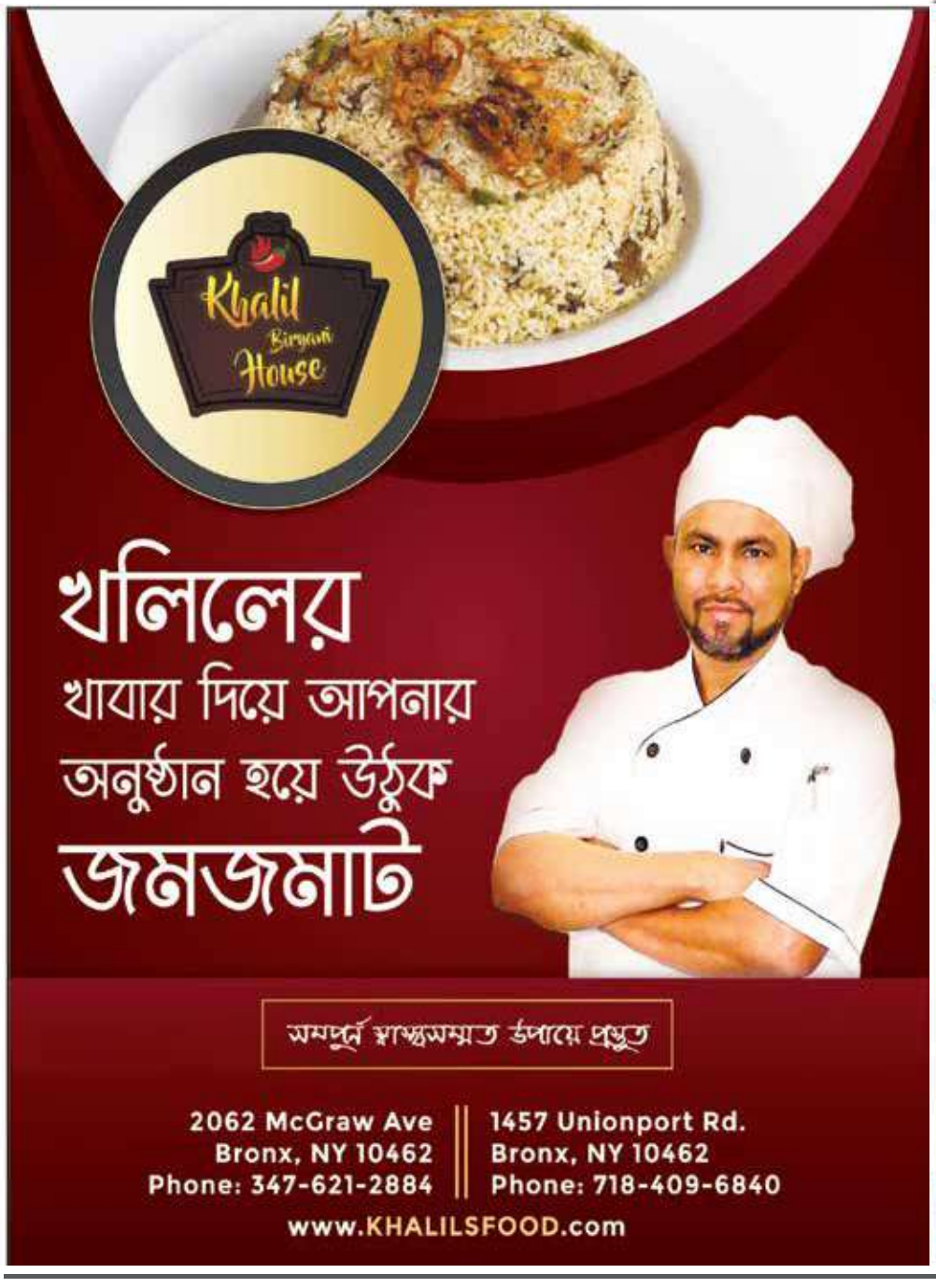
# জুড়ী উপজেলাবাসীর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

**নিউইয়র্ক:**
জুড়ী উপজেলাবাসীর সাধারণ সভা গত ৪ আগস্ট জালালাবাদ এসোসিয়েশন ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আহ্বায়ক মোহাম্মদ আবুল খায়ের মজনুর সভপতিত্বে ও সদস্যসচিব মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের পরিচালনায় আলোচনা সভায় অংশ নেন তালুকদার হাসনাত, আব্দুল করিম চান মিয়া, মোহাম্মদ আব্দুল মোক্তাদির, জালাল আহমেদ চৌধুরী, মোহাম্মদ ফয়সল আহমেদ, আমিনুল ইসলাম শাহেদ, রাহেদ উদ্দিন, ঈসা রাদিপ, মোহাম্মদ নাহিব উদ্দিন, ইকবাল হোসেন, ফাহিম উদ্দিন আহমেদ, আবুল হোসেন, সাদউদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ আবুল হোসেন, আবুল হোসাইন, জামাল উদ্দিন, মোহাম্মদ আব্দুল করিম প্রমুখ।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আগামী ১ সেপ্টেম্বর বনভোজন ও মিলনমেলার তারিখ নির্ধারণ করা হয়। বনভোজনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্তরা হলেন আহ্বায়ক মোহাম্মদ আবুল খায়ের মজনু, সদস্যসচিব মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, অর্থসচিব ফয়সল আহমেদ, সমন্বয়কারী জালাল আহমেদ চৌধুরী (পশ্চিম জুড়ী), আব্দুল মোক্তাদির (পূর্ব জুড়ী), আবুল হোসেন (গোয়ালবাড়ী), জাকির হোসেন (সাগরনাল), মামুন আহমেদ (ফুলতলা) ও আতিকুল ইসলাম (জায়ফরনগর)।



উল্লেখ্য, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের আসন্ন নির্বাচনে সভাপতি পদপ্রার্থী মঈনুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী আসাদ গনি প্যানেলে সহ সভাপতি পদে মোহাম্মদ আবুল খায়ের মজনু মিয়া, সদস্য পদে মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনকে মনোনয়ন দাখিল করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।






# নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি'র উদ্যোগে খালেদা জিয়ার জন্মদিন পালন







*(শেষ পাতার পর)* করা হয় বলে সংশ্লিস্টরা জানান। অনুষ্ঠানে বক্তারা গণ হত্যার দায়ে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল আদালতে শেখ হাসিনা'র বিচার দাবি করেন।

ষ্টেট বিএনপি'র সভাপতি মাওলানা অলিউল্লাহ আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় জাতীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য ও মূলধারার রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ। গেস্ট অব অনার ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সভাপতি ও কেন্দ্রীয় বিএনপি'র সদস্য আব্দুল লতিফ সম্রাট। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপি কেন্দ্রীয় নেতা রফিকুল ইসলাম দুলাল, তারেক রহমানের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য গোলাম ফারুক শাহীন। অন্যানের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সহ সভাপতি আলহাজ সোলায়মান ভূইয়া। বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে দলের উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় নেতা মোহাম্মদ দুলাল, যুবদলের এম এ বাতিন, ষ্টেট বিএনপি'র সিনিয়র সহ সভাপতি জসিমউদ্দিন ভিপি, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক আরিফুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক রইসউদ্দিন, সাবেক সহ-সভাপতি মো. আনোয়ার হোসেন, যুগ্ম আহবায়ক সাংবাদিক আনিসুর রহমান, দেওয়ান কাউসার, হুমায়ূন কবীর, আশরাফ হোসেন, বদরুল হক আজাদ, এ আর মাহবুব হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মশিউর রহমান, ওয়াহেদ আলী মন্ডল, আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, আরিফুর রহমান, তাজুল চেয়ারম্যান, হাফিজুর রহমান পিন্টু, জিনাত রেহানা রিনা, জহিরুল ইসলাম, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক দলের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ষ্টেট বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক সাঈদুর রহমান সাঈদ।

অনুষ্ঠানে গিয়াস আহমেদ বলেন, খালেদা জিয়ার সুস্থ্যতা ও দীর্ঘায়ু কামনা এবং ছাত্র-জনতার গণ আন্দোলনে নিহতদেও প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, দীর্ঘ আন্দোলন এবং অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত নয়া স্বাধীনতার সুফলকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে এবং আইনের শাসনের পথ বেয়ে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানতে সুসংহত করতে সকলকে একযোগে *(বাকি অংশ ১১ এর পাতায়)*

# শেখ হাসিনার সরকারের পতনে নিউইয়র্কের ঐতিহাসিক টাইমস স্কোয়ারে বিজয় উল্লাস প্রবাসী বাংলাদেশিদের




বাংলাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ও গণ অভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনার পদত্যাগ এবং সরকারের পতনে নিউইয়র্কের ঐতিহাসিক টাইমস স্কোয়ারে বিজয় উল্লাস করেছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। ১৬ আগস্ট শুক্রবার 'পেট্রিয়টস অব বাংলাদেশে'র আয়োজনে টাইমস স্কোয়ারে এ বিজয় উদযাপন করা হয়।

# নিউইয়র্কের বিভিন্ন স্থানে শোক দিবস পালিত




*(শেষ পাতার পর)* ঘিরে সারা দেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় লালিত ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ধ্বংস করারও তীব্র নিন্দা জানিয়ে এসব ঘটনায় দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবী জানানো হয়।

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তির সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ও কবি - শিল্পী সাহিত্যিক - সাংবাদিক - মুক্তিযোদ্ধা - সচেতন নাগরিক জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় যৌথভাবে জাতীয় শোক দিবস পালন করে। বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত ডাইভারসিটি প্লাজা আলোচনা,দোয়া মাহফিল, শোক র‍্যালি বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলীসহ নানা কর্মসূচী পালন করে।

এখানে মুক্তিযুদ্ধের গান, মোমবাতি প্রজ্জ্বলনসহ অন্যান্য কর্মসূচী গ্রহণ করে। এতে আলোচনায় অংশ নেন সুব্রত বিশ্বাস ,মিথুন আহমদ, মিনহাজ আহমদ সাম্মু,তাজুল ইমাম,মুজাহিদ আনসারী প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে বক্তরা বলেন, ৪৯ বছর আগে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার নৃশংসভাবে হত্যা করে পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম ও কলঙ্কময় অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছিল ঘাতকেরা। তবে ঘাতকেরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেও তাঁর স্থান রয়েছে বাংলাদেশের *(বাকি অংশ ২৯ এর পাতায়)*

# ‘জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী’র শোক দিবস পালন




*(শেষ পাতার পর)* দোয়া মাহফিল, তবারক বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবার জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ ও ৩৭ স্ট্রীটের নবান্ন রেষ্টুরেন্টের সামনে বিকেল ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ‘জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী’ শোক দিবস উপলক্ষে দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের রুহের শান্তি কামনা কওে এলাকাবাসীর ঐতিহ্য অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয় দোয়া মাহফিল। বিতরণ করা হয় তবারক। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি সাকিল মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মো: আলম নমি, শোক দিবস উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক মীর নিজামূল হক, সদস্য সচিব মামুন মিয়াজী, তত্ত্বাবধায়ক শাহ জে চৌধুরী, চেয়ারপার্সন হারুন ভূঁইয়া, ডিউক খান প্রমূখ।

অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন পরিচালক, সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহনেওয়াজ, তত্ত্বাবধায়ক শাহ্ জে. চৌধুরী, প্রধান পৃষ্ঠপোষক আসেফ বারী টুটুল, প্রধান সমন্বয়কারী মইনুল ইসলাম, চেয়ারম্যান আশরাফ চৌধুরী খোকন, কো-চেয়ারপার্সন সাখাওয়াত বিশ্বাস, যুগ্ম সদস্য সচিব মোঃ মাহবুবর রহমান। সহযোগিতায় ছিলেন সোহেল গাজী, পৃষ্ঠপোষক তারেক হাসান খান, ফাহাদ সোলেয়মান, নুরুল আজিম, এটর্নী মঈন চৌধুরী, জে আর চৌধুরী লিটু, আহসান হাবিব প্রমুখ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

# সাহিত্য সাময়িকী

## স্থিতি অস্থিতি সমাচার
### কাজী আতীক

ঘন কালো ধোঁয়াকে যদি কেউ কুয়াশা ভাবতে চায়
ভাবতেই পারে, তবে আমি বলবো এটা তাঁর চিন্তার দৈন্যতা।
একই এক জন্মেই যদি কেউ দ্বিতীয় জন্ম নেয়ার কথা বলে
তার মুখ সে বলতেই পরে, তবে আমি বলবো
এভাবে বিধির বিধানই অস্বীকার করা, অর্থাৎ মুনাফিক দর্শন।

আবার জন্ম এবং জন্মদাতাকে অস্বীকার করার অর্থটা
সবাই জানেন, নতুন করে খোলাসা করা হয়তো অসমীচীন,
তবে এটুকু অন্তত নিশ্চয় করেই বলতে পারি
যেমন ওদের মানসিক স্খলন এবং ওরা মানসিক স্থিতিহীন।

আমি আমার একমাত্র জন্মকেই আমরণ শুভ জেনে যাবো।

## ইনকগনিটো
### নাজনীন খলিল

সবাই সতর্ক খেলছে। চেস,ট্র্যাম্পকার্ড, হাউজির খেলা।
ছায়ার অন্তর্গত ভিন্ন ছায়াবাজির খেল;
ইন্দ্রজাল আর ছদ্মবেশের চৌকাঠে
পা আটকে যাচ্ছে বারবার।

হয়তো-
তোমার পিংক বাথটাবের কানাভর্তি স্বচ্ছতার
আড়ালে আছে কোন প্রাণঘাতী দাহক;
উপুড় অডিকোলনের শিশি ঢাললেই
রুদ্ধ হবেনা তার জ্বলনস্বভাব।
বিপরীতে -
গায়ে ভীতিকর রোঁয়া ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে
ভয় দেখাচ্ছে যে হতকুৎসিত শুঁয়াপোকা;
সে-ও একদিন ঠিক মধুবর্ণী প্রজাপতি হবে।
কোনটা যে কার আসল রূপ!
কে যে কোন আড়ালে লুকোনো!

কখনওবা আবরণও মনোহর
চরকির ফ্যাঁকাসে কাগজে
চড়ারঙের প্রলেপ মাখানো ঘুর্ণনে বুঁদ হয়ে থাকি।

একটি গাঢ় রাত যখন তিমিরাশ্রয়ী আরেকটা রাতকে
আবরণ খুলতে বলে;
অন্যরাত অবজ্ঞায় পাশ ফিরে শোয়।
যেন সে বধির। যেন সে স্পর্শস্পন্দনহীন।

দেয়াল এঁকে যাচ্ছে ঝড়মন্দ্র বাতাসের করতাল
ফুটে ওঠে একটা হাঙ্গরভয়ের ছায়া
ঝরে যাচ্ছে সব আচ্ছাদন.....

আড়াল ভালোবাসি আমিও তো।

## নক্ষত্র প্রতীক
### দুলাল সরকার
*(শহীদ আবু সাঈদকে----)*

কেউ যদি তুলে নিয়ে তুমুল সাহস
নির্বিকার আকাশ থেকে খুলে নিয়ে
মেধাবী বিদ্যুৎ, বুক পেতে রুখে দেয়
ঝাঁঝালো বুলেট--- মৃত্যুর কবল থেকে
চেয়ে নিয়ে খন্ডিত সময়, অখন্ডের
দাবীদার হয়ে ওঠে, তিমির বিনাশ;
হয়ে ওঠে মেধাবী প্রত্যয়--- যদি হয়
নির্ঝরের গান--- মৃত্যুর সংগীত
হয় আত্মত্যাগ--- তুমি তাকে চিরায়ত
স্বপ্ন বলে ডেক অহর্নিশ----

## চন্দ্রবিন্দু
### আলম মাহবুব

চাঁদ লিখতে চন্দ্রবিন্দু দিও
চন্দ্রবিন্দু কি বর্ণ,
অক্ষর না-কি অনাদি মহাবিশ্বের আদিভূত
মুখোশের আড়ালে মুখোশ- স্বপ্নের হাতছানি
প্রিয়নাম ফুল গুঁজে সন্ন্যাসী হয়
সর্বনামে বিচ্যুতি শেখানো ভালো না
চন্দ্রক্ষণ পলক্ষ মাত্র পদ্ম ঠিকই ফোটে বর্ণময় রঙে
মেঘের গন্ধে অঙ্কুরকাহিনী প্রজাপতি আঁকে শব্দঘ্রাণ

চাঁদ লিখতে চন্দ্রবিন্দু দিও
কুড়িয়ে নিয়ো সরোবরে প্রাজ্ঞ দেবীর রাধাতন্ত্র
আন্দাজে ঢিল ছুঁড় না হৃদয় জুড়ে ক্ষতচিহ্ন
উষ্ণতা মাপার পারদে স্ফুলিঙ্গ উর্ধমুখী
সম্পর্কলতায় রক্তস্রোত পৃথিবীযঞ্জে চাঁদ-সূর্য দৈবরথ।

চাঁদ লিখতে চন্দ্রবিন্দু দিও
কালবেলায় জলভরা গানে মহারাত্রির কল্পিত রোদ
হৃদয়ের অধিকার পেলে প্রতিমা বিস্তার
নীলকাঁকনে পূজোর বাঁশি রৌদ্রস্নান
সুবর্ণ লতায় স্বপ্নবিলাসী চাঁদের গোপন আয়না।

## তবুও মনে রেখো
### রফিকুল নাজিম

পরিযায়ী পাখিরা উড়ে যায়
চলে যাওয়াই যেন তার দায়,
ঝরা পালকের শোক তার কখনো থাকে না
ছেড়ে যাওয়া পথের ছবি সে আর আঁকে না।
তবুও সে দৃঢ়ভাবে গোপনে থেকে যায়
কারো বুকের অতলে অভ্যেসের মায়ায়।

একদিন আমাকেও চলে যেতে হবে দূরে
হঠাৎ চলে যাবো কোনো এক শরৎ ভোরে
কারো প্রকাশ্য কান্নায়
কারো গোপন যাতনায়
চলে যেতে হয় বৈকি; চলে যাবো নীরব আয়োজনে
তবুও মনে রেখো- হৃদয়ের পাতায় গোপনে গোপনে।

## আয়না ঘর
### রুদ্র সাহাদাৎ

আধাঁরের ভিতর আরও আঁধার
পেয়ে হারানোর যন্ত্রণা হৃদপিন্ড জুড়ে
কারও কথা কেউ বুঝে না
কারও কথা কেউ শুনে না
মুখে শুধুই আল্লাহ নবী'র নাম
লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবাহানাকা ইন্নি কুনতুমিনাজ্ জয়ালমীন।

# নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী পালিত










নিউইয়র্ক:

ব্রঙ্কসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৯তম শাহাদতবার্ষিকী পালিত হয়েছে। গত ১৪ আগস্ট ব্রঙ্কসের স্টার্লিং-বাংলাবাজার এলাকায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতার স্বপক্ষের সম্মিলিত শক্তি'র এ আয়োজনে কর্মসূচির মধ্যে ছিল আলোচনা, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন, দোয়া-মাহফিল ও তবারক বিতরণ।

স্থানীয় এশিয়ান ড্রাইভিং স্কুল মিলনায়তনে প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন বাংলাবাজার জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আবুল কাশেম এয়াহইয়া। এসময় বঙ্গবন্ধু সহ ১৫ আগস্টের শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা, দেশ, প্রবাস ও বিশ্ব মানবতার শান্তির জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়। দোয়া মহফিল শেষে এশিয়ান ড্রাইভিং স্কুল প্রাঙ্গণে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আয়োজক সংগঠন সহ বিভিন্ন সংগঠন। এসময় শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

বঙ্গমাতা পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগের সভাপতিত্বে এবং যুবলীগ নেতা শেখ জামাল হোসেন ও রেজা আব্দুল্লাহ স্বপনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুর রহিম বাদশা। অন্যান্যর মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, আওয়ামী লীগ নেতা ডা. মাসুদুল হাসান, মহিউদ্দিন দেওয়ান, সোলায়মান আলী, শাহনারা রহমান, এমদাদ চৌধুরী, সাখাওয়াত আলী, কফিল চৌধুরী, শাহীন কামালী, এইচ এম ইকবাল, নাফিউর রহমান তুরান, মিয়া মোহাম্মদ দাউদ, অধ্যক্ষ সানাউল্লাহ, নুরুল ইসলাম মিলন, মঈজুর লস্কর জুয়েল, জামাল বক্সসহ আওয়ামীলীগ সহ সহযোগী ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তার পরিবারের সদস্যরা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ দিয়ে গেছেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রহিম বাদশা ও বঙ্গমাতা পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৯তম শাহাদত বার্ষিকী কর্মসূচি সফল করার জন্য উদযাপন কমিটি সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।





শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের সংগঠন 'সাস্ট এলামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র আয়োজনে নিউইয়র্কের বেলমন্ট লেক স্ট্রিট পার্কে পিকনিকে সাস্টিয়ানদের মিলনমোলায় পরিনত হয়। ১৮ আগস্ট রোববার দিনব্যাপী এ আয়োজনে নিউইয়র্কে বসবাসরত সাস্টিয়ানরা খেলাধূলা, প্রিয় সাস্ট ক্যাম্পাস এবং শিক্ষাজীবনের স্মৃতিচারণ ও আনন্দ আড্ডাতে মেতে ওঠেন। এতে সংগঠনের সবাই স্ব-পরিবারে অংশ নেন।

# বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

**Brooklyn**
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

**Jackson Heights**
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

# TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য



আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস ( ইউনিক ডেন্টাল )

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

# ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



## কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

## লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

**All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.**

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



# অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার থ ঠরাংং'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

**আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?**

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

## Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

**Queens Main Office:** Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
**Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282.** Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
**Tel: (718) 662-0100,** Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
**Dhaka Office:** US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

# দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

# Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

## Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
**Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428**

# এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

**একাউন্টিং**
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেল্স ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

**ইমিগ্রেশন**
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized IRS e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
**রেজিস্ট্রেশন**
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

# Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

**Wasi Choudhury, EA**
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member : naea NYSSEA



**Tel: 718-440-6712**
**718-205-3460**
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

**37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377**

# ডেমোক্রেট কনভেনশনকে ঘিরে শিকাগো সরগরম

*(শেষ পাতার পর)* কনভেনশন। চলবে আগামী ২২ আগস্ট বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। এই কনভেনশন ঘিরে সরগরম হয়ে উঠেছে দৃষ্টিনন্দন 'ইউনাইটেড সেন্টার অ্যারিনা'। সংশ্লিস্টরা বলছে, চার দিনের এই সম্মেলনে দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে নিয়ে উল্লাস এবং নভেম্বরের নির্বাচনে তার রিপাবলিকান প্রতিপক্ষ সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর লাগাতার আক্রমণ চলবে।

উল্লেখ্য, কমলা হ্যারিস এক মাসেরও কম সময় আগে প্রেসিডেন্টশিয়াল নির্বাচনী দৌড়ে যোগ দেন, যখন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন শারীরিক অবসবথা বিবেচনা আর দলীয় নেতাদের চাপের মুখে তার পুনর্নির্বাচনের প্রার্থিতা থেকে সরে দাঁড়ান। গত জুন মাসের শেষের দিকে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে টেলিভিশন বিতর্কে বাইডেন খুব বাজেভাবে হোঁচট খান। ভোটার জরিপে তার সমর্থন কমে যাওয়া দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে প্রেসিডেন্ট তার পূর্বসূরির কাছে হেরে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ৮১ বছর বয়সী বাইডেন দ্রুত তার ৫৯ বছর বয়সী সেকেন্ড-ইন-কমান্ড (ভাইস প্রেসিডেন্ট) কমলা হ্যারিসকে সমর্থন দেন। আরো উল্লেখ্য, জয়ী হলে কমলা হ্যারিস হবেন আমেরিকার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট, বারাক ওবামার পর দেশটির দ্বিতীয় কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট এবং দেশের প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিশ্বনেতা।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আর মাত্র আড়াই মাসের মতো বাকি। এ সময়ে দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন দেয়ার জন্য এই সম্মেলন। ১৮৩০-এর দশক থেকে শুরু হয়েছে এই ধারা। ওই সময়ে প্রেসিডেন্ট অ্যানড্রু জ্যাকসনকে ডেমোক্রেট দলের একদল ডেলিগেট বাল্টিমোরে দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচনে মনোনয়ন দিতে সমবেত হয়েছিলেন। সেই থেকে এই ধারা প্রচলিত। তবে এ বছর ডেমোক্রেটদের জন্য এই সম্মেলন কিছুটা ভিন্ন। কার্যত ভাইস প্রেসিডেন্ট কমালা হ্যারিস দলের মনোনয়ন পেয়ে গেছেন। কারণ, মনোনীত হতে তার যতগুলো ডেলিগেট প্রয়োজন, তা তিনি আগেই পেয়ে গেছেন।

ফলে ডেমোক্র্যাটদের এই সম্মেলনকে বিবিসি শুধু রোল কল হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। যা শুধুই আনুষ্ঠানিকতা। তবু কিছুটা বাকি থেকে যায়। এতে উপস্থিত হওয়ার কথা সেলিব্রেটিদের। দলীয় নেতারা গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখবেন। তা তাদেরকে চলার পথে শক্তি যোগাবে, উৎসাহীত করবে।

এদিকে অনলাইন বিবিসি বলছে, প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী কমালা হ্যারিস তার রানিংমেট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে টম ওয়ালজকে বেছে নিয়েছেন। তারা দু'জনেই মনোনীত হয়েছেন এরই মধ্যে। ফলে এ বছরের সম্মেলনে ডেমোক্রেট প্রথম সারির নেতাদের মুখে বাণীর দিকে দৃষ্টি থাকবে সবার। তারা দলীয় এই প্ল্যাটফরমকে ব্যবহার করে দলীয় প্রার্থীর পক্ষে কী বার্তা দেন সেদিকে তাকিয়ে আছেন সবাই। সেখানে কি কি বলা হবে তার একটি খসড়া আগেই প্রকাশ করা হয়েছে। এতে আছে বিভিন্ন ইস্যু।

এর মধ্যে আছে মুদ্রাস্ফীতি কমিয়ে আনা, জলবায়ু পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করা, অস্ত্র দিয়ে সহিংসতা মোকাবিলা ইত্যাদি। শিকাগোর এই মঞ্চে উঠার কথা রয়েছে ডেমোক্রেট দলের কয়েক ডজন প্রথম সারির নেতা ও সেলিব্রেটিদের। সোমবার (১৯ আগষ্ট) রাতে এতে বক্তব্য রাখার কথা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের। তিনি এবারের নির্বাচন থেকে এক মাস আগে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়ে কমালা হ্যারিসকে সমর্থন দেন। তার সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন ফার্স্টলেডি জিল বাইডেন। তার বক্তব্য শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিলেন উপস্থিতরা।

এ ছাড়াও এ রাতে বক্তব্য রাখার কথা শিকাগোর মেয়র ব্রান্ডন জনসন এবং ডেমোক্রেট অন্য নেতাদের। মঙ্গলবার (২০ আগষ্ট) বক্তব্য রাখবেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। একই দিন বক্তব্য রাখবেন ইলিনয়ের গভর্নর জেবি প্রিটজকার, কমালা হ্যারিসের স্বামী ডগ এমহোফ। বুধবার (২১ আগষ্ট) বক্তব্য রাখার কথা সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, প্রতিনিধি পরিষদের সাবেক স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি ও অন্যদের। মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর বুধবার রাতে মূল বক্তব্য রাখবেন কমালা হ্যারিসের রানিংমেট (ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী) মিনেসোটার গভর্নর টিম ওয়ালজ।



গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতির জন্য শিকাগোতে কমালা হ্যারিস সহ ডেমক্র্যাট নেতাদের প্রতি আহ্বান ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকারীদের।

ডেমোক্রেট ন্যাশনাল কনভেনশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাত হলো বৃহস্পতিবার (২২ আগষ্ট) রাত। এদিন মঞ্চে উঠবেন সময়ের সবচেয়ে আলোচিত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কমালা হ্যারিস। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন গ্রহণ করবেন এবং 'ফর দ্য ফিউচার' থিমকে সামনে রেখে এ রাতে চূড়ান্ত বক্তব্য রাখবেন।

এদিকে সম্মেলন চলাকালে যেকোনো সময় মঞ্চে উঠতে পারেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ফার্স্টলেডি হিলারি ক্লিনটন, সাবেক ফার্স্টলেডি মিশেল ওবামা, সিনেট সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা চাক শুমার, প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যালঘু নেতা হাকিম জেফ্রিস। এ বছরের সম্মেলনে প্রায় ৫০ হাজার মানুষের সমাবেশ ঘটবে বলে মনে করা হচ্ছে। এর মধ্যে আছেন ডেমোক্র্যাট দলের হাজার হাজার ডেলিগেট, সুপারি ডেলিগেট, নির্বাচিত সদস্য, ডেমোক্রেট দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতারা, ডেমোক্রেট ন্যাশনাল কমিটির সদস্যরা। এর পাশাপাশি উপস্থিত থাকবেন মিডিয়ার হাজারো সদস্য। এবারের সম্মেলন বেশ কিছু তারকার উপস্থিতিতে আলোকিত হবে। এর মধ্যে থাকতে পারেন মেগা তারকা বেয়ন্সে, টেইলর সুইফট প্রমুখ।

এদিকে ভয়েব অব আমেরিকা (ভোয়া)'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে: ডেমোক্র্যাটদের কাছে যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কয়েকটি জাতীয় জরিপে দেখা যাচ্ছে যে হ্যারিস বর্তমানে ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে আছেন। তিনি রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটলগ্রাউন্ড রাজ্যগুলোতেও এগিয়ে আছেন, যেগুলো জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণ করতে পারে। চলতি মাসের শুরুতে ইলেক্ট্রনিক ভোটের মাধ্যমে কমালা হ্যারিস ও তার ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মিনেসোটার গভর্নর টিম ওয়ালজ তাদের মনোনয়ন নিশ্চিত করেন। ষাট বছর বয়সী ওয়ালজ অবসরপ্রাপ্ত হাই স্কুলের সোশ্যাল স্টাডিজের শিক্ষক ছিলেন। তিনি দু'বার মধ্য পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যের গভর্নর পদে জয়ী হওয়ার আগে যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অফ রেপ্রেজেন্টেটিভস-এ ১২ বছর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর গভর্নর পদে থাকার সময় একটি উদারপন্থী অ্যাজেন্ডা গ্রহণ করেছিলেন, তবে হ্যারিস তাকে রানিং মেট হিসেবে নির্বাচিত না করা পর্যন্ত তিনি জাতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তেমন সুপরিচিত ছিলেন না। রাজনৈতিক সহযোগীরা বলছেন, ৫ নভেম্বরের নির্বাচনে কমালা হ্যারিস জয়ী হলে তার সাথে কাজ করার জন্য তিনি সবচেয়ে উপযুক্ত বলে তিনি মনে করেন।

অপরিচিত কমলা

ডেমোক্র্যাটিক দলের যারা দীর্ঘদিন ধরে ধারণা পোষণ করে আসছেন যে এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পুনঃপ্রতিদ্বন্দ্বীতা করার জন্য এবং হোয়াইট হাউসে আরো চার বছর দায়িত্ব পালনের জন্য বাইডেনের বয়স অনেক বেশি, তারা দ্রুত কমলা হ্যারিসকে ঘিরে একত্রিত হন। তবে বাইডেন ট্রাম্পের চেয়ে মাত্র তিন বছরের বড়। হ্যারিস যদিও দেশের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য ক্যালিফোর্নিয়ার সেনেটর এবং সম্প্রতি সাড়ে তিন বছর ধরে ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছেন, তিনিও ওয়ালজের মতোই আমেরিকান জনগণের কাছে তেমন সুপরিচিত ছিলেন না। অনেক ভোটারই প্রথমবারের মতো তার কাছ থেকে দীর্ঘ বক্তব্য শুনতে পাবেন যখন তিনি মনোনয়ন গ্রহণের সময় ভাষণ দেবেন। কমলা হ্যারিস যে এক মাস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হয়েছেন, তিনি মাঝে মধ্যে সাংবাদিকদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি কোনো বড় কোনো সংবাদ সম্মেলন করতে বা যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রধান টেলিভিশন নেটওয়ার্কের উপস্থাপক বা বিশিষ্ট সংবাদ মাধ্যম ব্যক্তিত্বের সাথে এককভাবে সাক্ষাতকার দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আগস্টের শেষের দিকে তিনি এ ধরণের সাক্ষাৎকার দিবেন।

'ট্রাম্পকে আমি চিনি'

হ্যারিস রাজনৈতিক ব্যাটলগ্রাউন্ড রাজ্যগুলিতে তার নির্বচনী সমাবেশগুলিতে হাজার হাজার সমর্থককে আকৃষ্ট করতে পেরেছেন। ওইসব সমাবেশে তিনি সাবধানতার সাথে আগেভাগে তৈরি করা স্ক্রিপ্ট দিয়ে ভাষণ দিয়েছেন এবং প্রায়ই ভোটারদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ায় স্থানীয় প্রসিকিউটর ছিলেন এবং এরপরেই তিনি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে তার রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন। 'এই সকল কাজ করার সময়, আমি সব ধরণের অপরাধীদের সঙ্গে কাজ করেছি', তিনি বলেছেন। 'তাই যখন বলি তখন আমাকে শুনুন, ডোনাল্ড ট্রাম্প কী ধরণের তা আমি জানি।

এক নারীকে যৌন নির্যাতন এবং তারপরে তার মানহানি করার জন্য জুরিমন্ডলী ট্রাম্পকে দেওয়ানি মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে। অপরদিকে মে মাসে অন্য জুরিমন্ডলী তাকে এক পর্ণ তারকাকে চুপ রাখার জন্য গোপনে অর্থ দেয়ার সাথে সম্পৃক্ত ৩৪টি অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে। এই বছরের শুরুর দিকে একজন বিচারকের রায়ে বলা হয়েছিল যে তিনি তার ব্যবসায়িক নথিপত্র হেরফের করেছিলেন যাতে ব্যাংক এবং বিমাকারীদের কাছ থেকে অনুকূল শর্তে ঋণের পান। এই মামলায় তাকে ৩০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্ষতিপূরণ দেয়ার আদেশ দেয়া হয়। ট্রাম্প হ্যারিসকে ইন্টেলেকচ্যুয়াল লাইটওয়েট বলে ক্রমাগত আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেছেন, হ্যারিস সাংবাদিকদের কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার মতো যথেষ্ট স্মার্ট নন।

'গাজা হবে গলার কাঁটা'

বেশ কয়েকজন রিপাবলিকান ট্রাম্পকে হ্যারিসের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ বন্ধ করার এবং তার নীতিগত অবস্থানকে অবজ্ঞা করার আহ্বান জানিয়েছেন। তবে ট্রাম্প তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'আমার ব্যক্তিগত আক্রমণ করার অধিকার আছে। আমার মতো করে এটা আমাকে করতে হবে।'

কনভেনশনের বেশিরভাগ প্রতিনিধি হ্যারিসকে সমর্থন করছেন। তবে কয়েক ডজন প্রতিনিধি নিজেদের তালিকাভুক্ত করেছেন তার প্রার্থিতার বিপক্ষে 'প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়' হিসাবে। তারা সকলেই গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে ইসরাইলের যুদ্ধের প্রতি বাইডেন প্রশাসনের সমর্থনের প্রতিবাদে জোটবদ্ধ।

কমলা হ্যারিস গাজায় ১০ মাসের যুদ্ধে যুদ্ধবিরতির আহবান জানানোর পাশাপাশি ইসরাইলকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করেছেন। তিনি ফিলিস্তিনপন্থী প্রতিনিধিদের দাবি, ইসরাইলে আরো সামরিক সহায়তা পাঠানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারির প্রতি সমর্থন জানানর বিষয়টিও অস্বীকার করেছেন।

শিকাগোতে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী গাজায় ক্ষুধার্ত ও বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন জানাতে এবং ইসরাইলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত সমর্থনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে উপস্থিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। হ্যারিস তার কনভেনশন বক্তৃতায় বিষয়টি নিয়ে কথা বলবেন কিনা তা জানা যায়নি।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE OFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1093789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ASTORIA 718-777-7001 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002 | BRONX 718-822-1081 |
| JAMAICA 347-644-5150 | MANHATTAN 212-808-0790 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590 |

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

# ইসলামের মৌলিক চারটি কাজ

*(শেষ পাতার পর)* উত্তম তেমনি চিরস্থায়ী।"(সুরা শূরা:৩৬) তা সেই সব লোকদের জন্য:

(১) রবের নির্দেশ মেনে চলা: আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে, "যারা রবের নির্দেশ মেনে চলে।" শাব্দিক অর্থ হলো যারা "রবের আহবানে সাড়া দেয়।" অর্থাৎ আল্লাহ যে কাজের জন্য ডাকেন সে কাজের জন্যই ছুটে যায় এবং যে জিনিসের জন্যই আহবান জানান তা গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে যে কাজের নিষেধের আহবান জানায়, সেই কাজ সাথে সাথে পরিত্যগ করে। আল্লাহর নির্দেশিত ও রাসুলুল্লাহ সা: কর্তৃক প্রদর্শিত পথে চলাকে আল্লাহ নির্দেশ মেনে চলার অন্তর্ভৃক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন," রাসুল যা কিছু তোমাদের দেন তা গ্রহণ করো এবং যে জিনিস থেকে তোমাদের বিরত রাখেন তা থেকে বিরত থাকো। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"(সুরা হাশর:৭) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসুলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের আমল ধ্বংস করো না।"(সুরা মুহাম্মদ:৩৩) অর্থাৎ মু'মিনদের আমলসমূহের কল্যাণকর ও ফলপ্রসু হওয়া সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যের ওপর।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোন বিষয়ের ফয়সালা দিয়ে দেন তখন কোন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীর সেই ব্যাপারে নিজে ফায়সালা করার কোনো অধিকার নেই। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নাফরমানী করে সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হয়।"(সুরা আহযাব:৩৬) এ আয়াতটি যদি একটি বিশেষ সময়ে নাযিল হয়েছিল কিন্তু এর মধ্যে যেই হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে তা ইসলামী আইনের একটি বড় মূলনীতি এবং সমগ্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ওপর এটি প্রযুক্ত হয়। এর দৃষ্টিতে যে কোন বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে কোন হুকুম প্রমাণিত হয় সে বিষয়ে কোন মুসলিম ব্যক্তি, জাতি, প্রতিষ্ঠান, আদালত, পার্লামেন্ট বা রাষ্ট্রের নিজের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ব্যবহার করার কোন অধিকার নেই। মুসলমান হবার অর্থই হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সামনে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা-আকাংখা বিসর্জন দেয়া। কোন ব্যক্তি বা জাতি মুসলমানও হবে আবার নিজের জন্য এ ইচ্ছা-আকাংখ্যাও সংরক্ষিত রাখবে। এ দুটি বিষয় পরস্পর বিরোধী-এ দুটি কাজ এক সাথে হতে পারে না। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ দুটি দৃষ্টিভংগীকে একত্র করার ধারণা করতে পারে না। যে ব্যক্তি মুসলমান হিসাবে বেঁচে থাকতে চায় তাকে অবশ্যই আল্লাহ ও রাসুলের সামনে আনুগত্য করতে হবে। আর যে মুসলমান নয়। যদি সে না মানে তাহলে নিজেকে মুসলমান বলে যত জোর গলা ফাটিয়ে চিৎকার করুক না কেন আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের দৃষ্টিতে সে মুনাফিকই গণ্য হবে।

(২) সালাত কায়েম করা: যারা আল্লাহকে মহান রব এবং নিজেদেরকে তাঁর বান্দা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে, তারা আল্লাহর বান্দা হিসাবে নিজেদেরকে প্রমাণ করার জন্য সালাত কায়েম করতে হবে। এ জন্য সালাত ইসলামের মৌলিক ইবাদাত। আল কুরআনের মৌলিক চারটি পরিভাষার মধ্যে একটি হলো, 'উবুদিয়াত"। সালাত হলো, সেই 'উবুদিয়াতের" মৌলিক ও প্রধানতম উপাদান। এ জন্য যুগে যুগে কালে পৃথিবীর যখন যেখানে যেই নবী ও রাসুলগণই এসেছেন অর্থাৎ হযরত আদম আ: থেকে নিয়ে শেষ নবী মুহাম্মদ সা: পর্যন্ত সকণ নবী ও রাসুল তাদের প্রত্যেকের উম্মতের ওপর সালাত ফরয ছিল। ইসলামের পরিপূর্ণ বাস্তব দৃশ্য ও রূপ প্রত্যক্ষ হয় সালাতে। এ জন্য সালাত শ্রেষ্ট ইবাদাত।

(৩) পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা: এটি মু'মিনদের সর্বোত্তম গুলাবলীর অন্যতম। সুরা আলে ইমরানের ১৫৯ নং পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "দীনের ব্যাপারে বিভিন্ন পরামর্শে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করো।" এ কারণে পরামর্শ ইসলামী জীবন প্রণালীর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। পরামর্শ ছাড়া সামষ্টিক কাজ পরিচালনা করা শুধু জাহেলী পন্থাই নয়, আল্লাহর নির্ধারিত বিধানের সুস্পষ্ট লংঘন। ইসলামে পরামর্শকে এই গুরুত্ব কেন দেয়া হয়েছে এর কারণসমূহ মুফাস্সিরিন গভীরভাবে চিন্তা করে তিনটি বিষয় উপস্থাপন করেছেন। (ক) যে বিষয়টি দুই বা আরো বেশী লোকের স্বার্থের সাথে জড়িত সে ক্ষেত্রে কোন এক ব্যক্তির নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা এবং সংশ্লিষ্ট অন্য ব্যক্তিদের উপেক্ষা করা জুলুম। যৌথ ব্যাপারে কারো যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার নেই। ইনসাফের দাবী হচ্ছে, কোন বিষয়ে যত লোকের স্বার্থ জড়িত সে ব্যাপাওে তাদের সবার মতামত গ্রহণ করতে হবে এবং তাতে যদি বিপুল সংখ্যক লোকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকে তাহলে তাদে আস্থাভাজন প্রতিনিধিদেরকে পরামশ্যেও মধ্যে শামিল করতে হবে। (খ) যৌথ ব্যাপারে একক ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারিতা বা স্বৈরাচারিতার চেষ্টা করে অন্যদের অধিকার নস্যাত করে নিজে ব্যক্তি স্বার্থ লাভ করার জন্য অথবা এর কারণ হয় সে নিজেকে বড় একটা কিছু এবং অন্যদের নগন্য মনে করে। নৈতিক বিচারে এই দুটি জিনিসই নমপর্যায়ের হীন। মু'মিনের মধ্যে এ দটির কোনটিই পাওয়া যেতে পারে না এবং অহংকারী বা আত্মপ্রশংসিত হতে পারে না যে নিজেকেই শুধু মহাজ্ঞানী ও সবজান্তা মনে করবে। (গ) যেসব বিষয় অন্যদের অধিকার ও স্বার্থের সাথে জড়িত সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটা বড় দায়িত্ব। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এবং একথা জানে যে এর জন্য তাকে তার রবের কাছে কত কঠিন জবাবদিহি করতে হবে সে কখনো একা এই গুরুভার নিজের কাঁধে উঠিয়ে নেয়ার সাহস দু:সাহস করতে পারে না। এ ধরনের দু:সাহস কেবল তারাই করে যারা আল্লাহর ব্যাপরে নির্ভিক এবং আখেরাত সম্পর্কে বেখেয়াল। আল্লাহভীরু ও আখিরাতের জবাবদিহির অনুভূতি সম্পন্ন লোক কোন যৌথ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কিংবা তাদের নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধিদেরকে পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই শরীক করার চেষ্টা করবে। যাতে সর্বাধিক মাত্রায় সঠিক, নিরপেক্ষ এবং ইনসাফ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এক্ষেত্রে অজ্ঞাতসারে কোন ত্রুটি হয়েও যায় তাহলে কোন এক ব্যক্তির ঘাড়ে তার দায়দায়িত্ব এসে পড়বে না।

এই তিনটি কারণ এমন যদি তা নিয়ে মানুষ গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে অতি সহজেই সে একথা উপলব্ধি করতে পারবে যে, ইসলাম যে নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা দেয় পরামর্শ তার অনিবার্য দাবী এবং তা এড়িয়ে চলা একটি অতি বড় চরিত্রহীনার কাজ। উসলাম কখনো এ ধরনের কাজের অনুমতি দিতে পারে না। উসলামে জীবন পদ্ধতি সমাজের ছোট বড় প্রতিটি ব্যাপারেই পরামর্শের নীতি কার্যকরী হোক তা চায়। পারিবারিক ব্যাপার হলে সে ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করে কাজ করবে। এবং ছেলে-মেয়ে বড় হলে তাদেরকেও শরীক করতে হবে। সামাজিক বিষয় নির্বাচিত দায়িত্ববান জ্ঞানী-বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গ প্রতিনিধিত্ব করবে। জাতীয় বিষয়গুলোকে সে এমন সব ব্যক্তিবর্গেও পরামর্শ অনুসারে পরিচালনা করবে জাতি যাদেরকে নির্ভরযোগ্য মনে করে এবং ততক্ষণ পর্যন নেতা থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত জাতি তাকে নেতা বানিয়ে রাখতে চাইবে। কোন ঈমানদার ব্যক্তি জোরপুর্বক জাতির নেতা হওয়া বা হয়ে থাকার আকাংখা কিংবা চেষ্টা করতে পারে না।

ইসলামে পরামর্শ ভিত্তিক কাজ পরিচালনা নীতির এই ব্যাখ্যার সাথে এই মৌলিক কথাটির প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মুসলমানদের পারস্পরিক বিষয়সমূহ পরিচালনাং এই শূরা স্বেচ্ছাচারী এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নয়, বরং অবশ্যই সেই দীনের বিধিবিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ আল্লাহর নিজেই যার জন্য বিধান রচনা করেছেন। সাথে সাথে তা সেই মূল নীতিরও আনুগত্য করতে বাধ্য যাতে বলা হয়েছে "যে ব্যাপারেই তোমাদের মধ্যে মতভেদ হবে তার ফায়সালা করবেন আল্লাহ।" এবং "তোমাদের মধ্যে যে বিরোধই বাধুক না কেন সে জন্য আল্লাহ ও তার রাসুলের কাছে ফিরে যাও।"

(৪) আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা: আয়াতে সর্বশেষ বলা হয়েছে,"আমি তাদের যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।" অর্থাৎ খরচের প্রথম ভিত্তি হলো, আল্লাহ তাদেরকে যে হালাল রিযিক দান করেছেন তা থেকে খরচ করে, নিজের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য হারাম অর্থ-সম্পদের দিকে হাত বাড়ায় না। আল্লাহর দেয়া রিযিককে যক্ষের ধনের মত জমা করে রাখে না, বরং খরচ করে। আল্লাহ শুধু হালাল ও পবিত্র রিযিক বলে বর্ণনা করেন। অপবিত্র ও হারাম পন্থায় উপার্জিত রিযিককে তিনি তাঁর নিজের দেয়া রিযিক বলেন না। আল্লাহ মানুষকে যে রিযিক দান করেন তা খরচ করার জন্য দান করেন, জমিয়ে জমিয়ে সাপের মতো পাহারা দিয়ে রাখার জন্য দেন না। আল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ব্যয় করার জন্য বলা হয়েছে আর এই ব্যয় শুধু নিজের সত্তা ও প্রয়োজন পুরণের জন্য ব্যয় করা বুঝানো হয়নি। এ অর্থের মধ্যে আল্লাহর পথে ব্যয়ও অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা এ খরচ করাকে ঈমানদারদের সর্বোত্তম গুলাবলী মধ্যে মধ্যে গণ্য করেছেন এবং এ জন্য আখেরাতের কল্যাণসমূহ তাদের জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

সুরা বাকারায় কুরঅনের হিদায়াত লাভ করার জন্য এটিকে চতুর্থ শর্ত হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সে-ই কুরআন থেকে হিদায়াত লাভ করতে পারে "যে রিযিক আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।"(সুরা বাকারা:৪) সংকীর্ণমনা ও অর্থলোলুপ না হয়ে মানুষকে হতে হবে আল্লাহ ও বান্দার অধিকার আদায়কারী। তার সম্পদে আল্লাহ ও বান্দার যে অধিকার স্বীকৃত হয়েছে তাকে তা আদায় করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যে বিষয়ের ওপর সে ঈমান এনেছে তার জন্য অর্থনৈতিক ত্যাগ স্বীকার করার ব্যাপারে সে কোন রকম ইতস্তত করতে পারবে না। নিজে মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে নিজের পকেটকেও মুসলমান বানাতে হবে। অন্যথায় এই পকেটই একদিন তাকে অমুসলিমে পরিণত করে ছাড়বে।





Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ








সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

# Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



**Mohammad Pier**
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
**Cell: 917-678-8532**

**Income Tax**
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

**Immigration Services**
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

*IRS e file*

**Real Estate**
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

## PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
**Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583**
Email: piertax@gmail.com

# জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
# বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

## ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

**স্থান পরিবর্তন**

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

**ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩**

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY 25th Anniversary 1990 2015

# KAKATUA AGENCY
# কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

**OUR SERVICES ARE:**

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

**NEW ADDRESS**
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
**Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004**
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

# মেঘনা ট্রাভেলস
## ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

## OUR SERVICES
**International & Domestic Tickets**
**Hajj & Umrah Special Package**
**Visa Processing**
**Money Transfer**

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



## ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

**We Accept**
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

## Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center



## Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন,
হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
**TLC/Motor Vehicle Exam,**
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

## MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
**SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher**
*MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial*



**Our Programs:**
**Summer Program will start from July 5th**

| | |
|---|---|
| **SAT** | 8 Weeks Course<br>4 Hours Each Class<br>Total 32 Classes (4 days/week)<br>Total Cost : $2000.00<br>Time : 2 pm to 6 pm |
| **SHSAT** | 8 Weeks Course<br>5 days/week<br>Total Cost : $2000.00<br>Time : 2 pm to 6 pm |
| **COMMON CORE MATH & ENGLISH** | 1st Grade to 6th Grade<br>8 weeks course<br>3 Hrs./day, 4 days/week<br>Cost : 600.00 |

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

**Admission going on**
K-6 & Common Core Regents Classes

*Bronx Branch:*
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

*Jackson Heights Branch:*
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

*Quality Education Is Our Priority!*

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

## Highland Medical Care, PLLC



## Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

**Address**
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

## MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

**Appointment:**

**718-526-0700, 718-383-4500**
**Cell- 718-864-8882**

| ASTORIA OFFICE: | JAMAICA OFFICE: |
|---|---|
| 30-04, 36th Avenue<br>LIC, NY 11106<br>Tel: 718-383-4500 | 170-12 Highland Avenue<br>Jamaica Estates, NY- 11432<br>www.drmrahman.com |

## আবশ্যক

**আবশ্যকঃ** ব্রঙ্কস এ অবস্থিত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের জন্য একজন অভিজ্ঞ কারী শেফ আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৩২-১৫১৯।

**আবশ্যকঃ** জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

**লোক আবশ্যকঃ** Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

**লোক আবশ্যকঃ** সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (ডাবৎ হরময়ঃ) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

**আবশ্যকঃ** সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন-৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

**আবশ্যকঃ** ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

**আবশ্যকঃ** এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০ অথবা রিজ্যুমি প্রেরণ করুন: southeasternmgm@gmail.com

**আবশ্যকঃ** এস্টোরিয়াতে অবস্থিত মেডিকেল অফিসের জন্য অভিজ্ঞ রিসেপশনিষ্ট আবশ্যক। যোগাযোগ করুন: ৭১৮-৯৫৬-৩১০০, southeasternmgm@gmail.com

**আবশ্যকঃ** এস্টোরিয়াতে অবস্থিত একটি মেডিকেল অফিসে নিম্নোক্ত পদে একজন MRI Technician আবশ্যক। প্রার্থীকে Toshiba Opart মেশিন চালানোর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। উপযুক্ত প্রার্থীকে উচ্চ বেতন দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ৭১৮-৯৫৬-৩১০০ অথবা রিজ্যুমি প্রেরণ করুন : southeasternmgm@gmail.com

## পাত্র-পাত্রী

**পাত্রী চাইঃ**

Handsome young bengali 30 (5'10") (Foundation of project management.) Looking for a young Hindu u.s citizen girl for marriage. Send current photo and information at :516-697-5975

**পাত্র চাই ডিভোর্স :** আমেরিকার সিটিজেন, BSc ইঞ্জিনিয়ার BUET, MSc ইঞ্জিনিয়ার। আমেরিকায় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকুরিরত, (৩১-৫'৩") শর্ট ডিভোর্স ফর্সা, সুন্দরী সুন্দরী পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। +8801644971287 (WhatsApp+Viber) biyerkhon@gmail com

## রুমমেট

**রুমমেট আবশ্যক :** নিউইয়র্ক সিটির ইস্ট এলমাস্টের নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্টিটের উপরে এক তলায় এবং দ্বি-তলায় রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

**রুমমেটঃ** এ মাস থেকে ১ জন রুমমেট আবশ্যক। এলমহার্স্ট সাবওয়ে সাথে। একজন মেয়ের সাথে শেয়ারে থাকার জন্য। একজন মেয়ে বা মহিলা আবশ্যক। ৪২-২৫, লেটন স্ট্রীট। ৯২৯-৪০১-৯৫০১.

**রুমমেট আবশ্যকঃ** ৯০ স্ট্রীট ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ অধূমপায়ী একজন হিন্দু রুমমেট আবশ্যক। জুলাই শেষ থেকে ভাড়ার যোগাযোগঃ ৩৪৭-৮৩২-৮১৫৫.

**রুমমেটঃ** রুমমেট আবশ্যক। এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ে স্ট্রীট এম, আর ট্রেনের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৭১৮-৭৭২-৪৮৭৯.

**রুমমেটঃ** জ্যামাইকায় জুলাই মাস থেকে একজন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৯৭-৮৯৭৮.

**রুমমেটঃ** জ্যাকসন হাইটস প্রাইম লোকেশন ৭৩ স্ট্রীট ৩৫ এভিনিউ, (আপনা বাজারের সামনেই) এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ কর্মজীবী পুরুষ ১জন, জুলাই মাস থেকে (বিল সহ ৫৬০ ডলার) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬ ৬৬৭ ৯০২০

**রুমমেটঃ** রুমমেট আবশ্যক। জ্যাকসন হাইটস এলাকায় সাবওয়ের নিকটে মনোরম পরিবেশ জুলাই থেকে রুমমেট আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৪৫- ৯৩২৪.

**রুমমেটঃ** রুমমেট চাই। জ্যাকসন হাইটস/ সানিসাইডের সাবওয়ের সন্নিকটে ব্যাচেলারদের সাথে থাকার জন্য অধূমপায়ী, মদ্যপ নহে পরিচ্ছন্ন রুমমেট চাই। ৯২৯-৩২৮-৭০৭৯, ৬৪৬-৯৪৪-২২১২.

**রুম ভাড়াঃ** ১লা জুলাই হতে জ্যাকসন হাইটস এলমহার্স্ট হসপিটাল, এম ও আর সাবওয়ের সাথে একটি বড় বেডরুম সাবলেট দেয়া হবে। (স্বামী- স্ত্রী/ ছাত্রীর) কাছে। যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৯৬-৭৬৮১, ৪৭৫-২০৯-০৩৯৪.

## বাসা ভাড়া

**বেসমেন্ট ভাড়াঃ**

৯৩-২৮ ১৯৭ স্ট্রীট, জ্যামাইকা, হলিস, নিউইয়র্ক-১১৪২৩ বেসমেন্ট -এ ১ বেড, ১ বাথ, লিভিং, ডাইনিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। ফোনঃ ৯১৭-৪৪৬-৮২৮৬.

**বেসমেন্ট ভাড়াঃ**

জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে, ১লা আগষ্ট থেকে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগঃ **917 863-9002.**

**সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ**

জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st ) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

**বাড়ি ভাড়াঃ**

নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে। Right by the J, Z train line at Cleveland ST. Also close to A, C train line at Van Siclen আব. যোগাযোগ : **917-495-1391 917-495-3908.**

## বাসা ভাড়া

**সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ**

জ্যামাইকা ১৭১-১২, ৮৪ রোড, পিএস ১৩১ স্কুলের পাশে দুই বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট আগামী ১ সেপ্টেম্বর মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। (কিউ৩০, কিউ-৩১ বাস স্টপের নিকটে)। যোগাযোগঃ **347-257-8681, 347-475-2293.**

**বাসা ভাড়াঃ**

কুইন্সের জ্যামাইকায় ২ বেড ১বাথ এবং ২ বেড ২ ব্যাথরুমের ২ টি বাসা অগাস্ট/সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগঃ রনজিত সাহা । ৩৪৭- ২৩৫-৭৩২২ (9am-11pm)

**বাসা ভাড়াঃ**

বাসা ভাড়া হবে। ৩২ ১৭, ৭২ স্ট্রীট, ১ম তলা, ইস্ট এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক-১১৩৭০ এ দুই বেডরুম এর বাসা ভাড়া হবে জুলাই থেকে। ভাড়া ২৬০০ ডলার। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯৩৫-৫৯২৫.

**বাসা ভাড়াঃ**

August 1 তারিখ থেকে 82 Weldon st BROOKLYN NY 11208. ১ বেডরুম,লিভিং রুম,কিচেন ও এটিকসহ ভাড়া যাবে, বাসা EU CLID ট্রেন স্টেশন (A, C, J and Z) এবং বায়তুল মামুর মসজিদের পাশেই। যোগাযোগঃ +১ (৬৪৬) ৩৯২-৬৫৮০.

**বেসমেন্ট ভাড়াঃ**

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার মান্নান গ্রোসারী ই ট্রেন হি লসাইড এবং টিলি পার্কের সন্নিকটে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫ ৪৮৪৬.

**এপার্টমেন্ট ভাড়াঃ**

উডসাইড, কুইন্স, নিউইয়র্ক এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ৩ বেডরুম, লিভিং এবং এক বাথরুম। যোগাযোগঃ সৌরভ: ৯২৯-৩৬৪-৬১৭৪, ৭১৮-২০৫-৯৬৩৬.

সফলতার ২৮ বছর বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
banglapatrikausa@gmail.com
for More information Call: 718-482-9935

## পাত্র চাই

23 Years US Citizen পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রী একটু অসুস্থ। শুধুমাত্র USA তে বসবাসরত পাত্র যোগাযোগ করুন।

**Tel: 917 312 6943**

**স্টুডিও ভাড়াঃ**

একটি স্টুডিও ভাড়া হবে। ১লা আগস্ট থেকে। মাত্র ২ মাসের জন্য। ৩৪ এভিনিউ এবং ৭৩ স্ট্রীট-এ। 347-345-5243, 347-653-0632.

**সেমিবেজমেন্ট ভাড়া :**

কুইন্সের উডসাইডে (৩১-১২, ৬০ স্ট্রিট) দুই বেডরুম, ইট-ইন কিচেন, বাথরুম (স্ট্যান্ডিং শাওয়ার)সহ একটি সেমিবেজমেন্ট আগামী পহেলা আগস্ট থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৬১৭-৪৯১৯।

**বাসা ভাড়াঃ**

২৪৫ স্ট্রীট বেলরোজ কুইন্স এ সেমিবেসমেন্টে এক বেডরুমের বাসা (লিভিং / ডাইনিং, কিচেন) এবং প্রথম তলায় একটি সিঙ্গেল রুম ভাড়া হবে পহেলা আগস্ট হতে। LIRR 3 minutes walk. Parking available. Ph: 917-605-9315.

**Apartment for rent:**

2 bedrooms 1st floor or 3 bedrooms 2nd Floor with living room at 143 Street and 84th Drive, Briarwood, Walking distance to E/F train. Good Credit and income re quired. Contact 646 389-8259.

**Help wanted:**

GRAPHICS DESIGN WANTED. Need Experiences with Photoshop / Illustrator. We do payroll if you have work authorizing papers. Send resumes e-mail: mkamal951@gmail.com, Cell: 646-945- 6794. Al Print and Computer Center 17020A Hillside Ave NY 11432.



# হাসিনার দানবিক রাষ্ট্রের নেপথ্যের কারিগর তারা

*(২৮ এর পাতার পর)* চুক্তির কারণে প্রতি বছর সরকারকে ভর্তুকি হিসেবে ব্যয় করতে হচ্ছে প্রায় ১০০ কোটি ডলার। জ্বালানি সরবরাহ ও চুক্তি নবায়নেও ব্যয়বহুল এসব বিদ্যুৎ কেন্দ্র অগ্রাধিকার পেয়েছে বেশি। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামালপুর-৫ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে জয় পান তিনি।

অনুগত আমলা হিসেবে পরিচিত ছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমদ কায়কাউসও। তিনি ২০১৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব নেন। দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই তিনি প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। প্রশাসনে আধিপত্য বিস্তারের পাশাপাশি তৎকালীন সরকারপ্রধানের আস্থাভাজন কর্মকর্তাদের তালিকায় প্রথম সারির দিকে নাম লেখান তিনি। আধিপত্যের মাধ্যমে প্রশাসনে ক্ষমতা বিস্তার করতেন এ সচিব। ২০২২ সালের ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ পদে থেকে অব্যাহতি নিয়ে বিশ্বব্যাংকের বিকল্প নির্বাহী পরিচালক পদে নিয়োগ পান তিনি।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, আওয়ামী লীগকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে প্রতিবেশী একটি দেশের সহায়তা বড় ভূমিকা রেখেছে। আবার নানা চুক্তি ও এজেন্ডায় বিশেষ সুবিধা দেয়ার মাধ্যমে দেশটির ক্ষেত্রে একপ্রকার নতজানু পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণেরও অভিযোগ রয়েছে। এর শুরু ২০১০ সাল-পরবর্তী সময়ে। সে সময় পররাষ্ট্র সচিবের ভূমিকায় ছিলেন মোহাম্মদ মিজারুল কায়েস। কিন্তু প্রতিবেশী দেশটির সঙ্গে নতজানু পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নে বড় ভূমিকা রাখেন ২০১৩ সালে পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে যোগদান করা মো. শহীদুল হক। তার মেয়াদেই দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বড় সফরগুলো হয়। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এখনো ওই দেশমুখী এজেন্ডা নিয়েই কূটনৈতিক মহলে আলোচনায় নিয়োজিত থাকেন তিনি। ২০১৯ সাল পর্যন্ত পররাষ্ট্র সচিবের ভূমিকায় ছিলেন শহীদুল হক।

শহীদুল হকের পর মাসুদ বিন মোমেন পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে যোগদান করেন ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন পেশাদার হিসেবে খ্যাত এ কূটনীতিক অত্যন্ত আনুগত্যের সঙ্গে সরকারের পররাষ্ট্র এজেন্ডা বাস্তবায়ন করেছেন। চলতি বছরের ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে আন্তর্জাতিক মহলের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ সরকারের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের ব্যাপক প্রয়াস চালিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে সরকারের নির্বাচন পরিকল্পনায় প্রতিবেশী দেশটির আনুকূল্য প্রতিষ্ঠায়ও বড় ভূমিকা ছিল তার। আর কোটা সংস্কার আন্দোলন পরিস্থিতিকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সরকারের খেয়াল-খুশিমতো উপস্থাপনের দায়িত্বটিও তিনিই পালন করেছেন।

২০২২ সালের ৭ ডিসেম্বর সরকারের মুখ্য সচিব হিসেবে নিয়োগ পান তোফাজ্জল হোসেন মিয়া। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মাঠ প্রশাসনে নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন প্রধানমন্ত্রীর তৎকালীন এ মুখ্য সচিব। প্রয়াত এইচ টি ইমামের পরই তিনিই মাঠ প্রশাসনের অন্যতম নিয়ন্ত্রক হিসেবে আবির্ভূত হন। আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতায় নিয়ে আসতে সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে ঐক্য ধরে রাখতে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেন তিনি। দ্বাদশ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর গত ২৬ জুন তার চুক্তির মেয়াদ আরো এক বছর বাড়ায় সরকার। সাম্প্রতিক কোটা সংস্কার ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলাকালে শিক্ষার্থীদের ওপর দমন-পীড়ন ও হত্যাকাণ্ডে শেখ হাসিনার অন্যতম সহযোগী হিসেবে তিনি নীতিনির্ধারণী ভূমিকা পালন করেন।

সরকারের বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা হিসেবে ২০১৯ সালের ১৫ জানুয়ারি নিয়োগ পান বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের (এফবিসিসিআই) সাবেক সভাপতি এবং বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান। নিয়োগের পর তার প্রথম পদক্ষেপ ছিল ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়ন। তার মেয়াদের পুরোটাজুড়েই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে সরকারের পক্ষে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন তিনি। সরকারের আনুকূল্য ছাড়া কোনো পক্ষকেই ব্যবসা সংগঠনগুলোয় যুক্ত হতে না দেয়ার নেপথ্যে ভূমিকা ছিল তার। কভিডের সময় বিদেশ থেকে টিকার জোগান নিশ্চিতে নিজস্ব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো দৃশ্যমান হওয়া সত্ত্বেও। তার মেয়াদের পুরো সময়টায় নিজস্ব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের প্রসারের ক্ষেত্রেও বিশেষ মনোযোগ ছিল তার। বিশেষজ্ঞরা তাকে দেখেন ক্ষমতার আনুকূল্য গ্রহণকারী ও স্বজনতোষী পুঁজিবাদের বড় উদাহরণ হিসেবে।

আর্থিক খাতে বর্তমান বিশৃঙ্খলার জন্য যাদের সবচেয়ে বেশি দায়ী করা হয়, তাদের অন্যতম পলাতক সাবেক গভর্নর ও অর্থ সচিব আব্দুর রউফ তালুকদার। শেখ হাসিনা সরকারের টানা তিন মেয়াদেই অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রভাবশালী কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি। ২০১৭ সালে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর থেকে অর্থ সচিব হয়ে চলতি বছরের ৯ আগস্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, অর্থ ব্যবস্থার মৌলিক নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিল পুরোপুরি রাজনৈতিক। এ কারণেই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটলে আব্দুর রউফ তালুকদার পালিয়ে যান। বাংলাদেশ ব্যাংকের ইতিহাসে তিনিই একমাত্র গভর্নর, যিনি রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর নিরুদ্দেশ হয়েছেন।

আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতায় রাখতে বড় আয়োজন ছিল বিশেষ একটি গোয়েন্দা সংস্থার। সংস্থাটির মহাপরিচালক হিসেবে ২০১১ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত লে. জেনারেল (অব.) শেখ মামুন খালেদ। তার সময় থেকেই দেশে গুমের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অভিযোগ রয়েছে, তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের গুম করে আওয়ামী লীগের ২০১৪-এর নির্বাচন জয়ে ভূমিকা রেখেছিলেন। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর তথ্য অনুযায়ী এ সময়ে অন্তত শতাধিক ব্যক্তিকে গুম করা হয়েছিল।

এ বিষয়ে লে. জেনারেল (অব.) শেখ মামুন খালেদ দাবি করেন, 'আমি মহাপরিচালকের দায়িত্বে ছিলাম ১ বছর ৮ মাস। ২০১১ সালের ২৩ জুন থেকে ২০১৩ সালের ৭ মার্চ পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেছি। আমার সময় গোয়েন্দা সংস্থাটি কোনো ধরনের গুম বা বেআইনি কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না।'

২০১৩ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সময়কালে বিশেষ ওই সংস্থার মহাপরিচালক ছিলেন মেজর জেনারেল (অব.) আকবর হোসেন। তার বিরুদ্ধেও বিরোধী নেতাকর্মীদের গুমের অভিযোগ রয়েছে। ২০১৪ সালের বিতর্কিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে একতরফাভাবে জয়লাভ ও বাংলাদেশে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন। মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের তথ্য অনুযায়ী তার মেয়াদকালে অন্তত আড়াই শতাধিক ব্যক্তি গুম হয়েছেন।

২০১৭ থেকে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ওই গোয়েন্দা সংস্থার মহাপরিচালক ছিলেন মেজর জেনারেল (অব.) মো. সাইফুল আবেদীন। তিনি দায়িত্বে থাকা অবস্থায়ই ২০১৮ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ওই বছরই সবচেয়ে বেশি গুমের ঘটনা ঘটে। ওই বছর ৯৮ জনকে গুম করা হয়, যা ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালজুড়েদ্ব দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। এছাড়া তার মেয়াদকালে দেড় শতাধিক ব্যক্তি গুম হন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন প্রতিষ্ঠান জাতীয় টেলিযোগাযোগ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (এনটিএমসি) যাত্রা শুরু করে ২০১৩ সালের ৩১ জানুয়ারি। ২০১৭ সালের ৬ মার্চ থেকে মেজর জেনারেল (অব্যাহতিপ্রাপ্ত) জিয়াউল আহসান এনটিএমসির মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে তিনি সরকারের হয়ে নাগরিকদের ফোনকল ও ইন্টারনেটে বিভিন্ন যোগাযোগ অ্যাপে আড়িপাতা এবং ইন্টারনেট ব্যবস্থা ও ইন্টারনেট অপারেটর নিয়ন্ত্রণের কাজ করেন। এ সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে হেনস্তা, গ্রেফতার, গুম-খুনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হতো বিরোধীদলীয় মতকে।

২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে ২০১৮ সালের ৩১ জানুয়ারী পর্যন্ত পুলিশের আইজিপি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এ কে এম শহীদুল হক। এ আইজিপির সময়কালে বিচারবহির্ভূত হত্যা ও গুমের ঘটনা অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় ছিল সর্বোচ্চ। বিরোধী দলের ওপরেও নিপীড়ন, ধরপাকড় ছিল নিত্যদিনের ঘটনা।

বাংলাদেশ পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ তিন পদে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে দায়িত্ব পালন করেছেন সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ। এ সাবেক আইজিপিকে স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে 'সবচেয়ে প্রভাবশালী আইজিপি' হিসেবে বিবেচনা করেন অনেকেই। পুরো বাহিনীকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করেন তিনি। গত এক দশকে বিরোধী দল দমনে অতিউৎসাহী পদক্ষেপ বারবার সমালোচনার জন্ম দিয়েছিল।

এ সাবেক আইজিপির বিরুদ্ধে বহু বিরোধী রাজনৈতিককে হত্যার অভিযোগ রয়েছে। র‍্যাবের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালনকালে ক্রসফায়ারে বিরোধীদলীয় নেতাকর্মী হত্যার ঘটনা বেশি ঘটে। পুলিশের শীর্ষ পদে থাকা অবস্থায় মার্কিন নিষেধাজ্ঞায় পড়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছিলেন তিনি।

অতিরিক্ত আইজিপি ও পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) প্রধান মনিরুল ইসলামকে গত মঙ্গলবারেই (১৩ আগষ্ট) চাকরি থেকে অপসারণ করেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। শেখ হাসিনা সরকারের উচ্চপর্যায়ের নীতিনির্ধারকদের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত মনিরুল ইসলাম এর আগে কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) বিভাগের প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তার বিরুদ্ধেও ব্যাপক মাত্রায় মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ আছে। বিশেষ করে সিটিটিসি প্রধান থাকা অবস্থায় জঙ্গি দমনের নামে সরকারের বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের ওপরেও নির্যাতন চালানোর অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার এসব কর্মকাণ্ডের ভুক্তভোগী হয়েছে সাধারণ মানুষও। বিশেষ করে ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে এসব কর্মকাণ্ডের কারণে বারবার আলোচনায় এসেছেন তিনি। সাম্প্রতিক সময়েও পুলিশের বিশেষ গোয়েন্দা শাখার প্রধান হিসেবেও বিরুদ্ধ মত দমনে শেখ হাসিনা সরকারের অন্যতম বড় সহযোগীর ভূমিকা রেখেছেন তিনি।

মনিরুল ইসলামের মতো মঙ্গলবারেই চাকরি থেকে অপসারিত হয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) সদ্যসাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান। ২০১৮ সালের নির্বাচনে পুলিশের প্রশ্নবিদ্ধ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে হাবিবুর রহমানেরও ভূমিকা ছিল। সে সময় পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ডিআইজি (অ্যাডমিন) হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন তিনি। সাম্প্রতিক কোটা সংস্কার আন্দোলন চলাকালে ডিএমপির তৎকালীন কমিশনার হিসেবে শিক্ষার্থীদের ওপর রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে পুলিশের দমনপীড়ন ও গুলি চালানোর দায়ভার বড় অংশে তার।

সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'এদের অনেকেই ছিলেন প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী। দলীয় আনুগত্য রেখে বা দলীয় স্বার্থে কাজ করা শুধু তাদের আচরণবিধিই নয়; তাদের চাকরি ও দায়িত্বের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সাংঘর্ষিক। তারা স্বপ্রণোদিত হয়েই সরকারের দমন-পীড়নের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছেন। শুধু তা-ই নয়, তারা অন্যদেরও কাজ করতে বাধ্য করেছেনদ্ব্যেমন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। তারা নৈতিকতা বিবর্জিত হয়ে ব্যক্তিস্বার্থে এসব করেছে। সরকারের অন্যায় আদেশ তারা মানতে বাধ্য না। তারা জনগণের স্বার্থে কাজ করতে পারতেন চাইলে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজেরা সুযোগ-সুবিধা নেয়ার জন্য কাজ করে গেছেন। তাদের অধস্তনরা যদি আনুগত্য অনুযায়ী কাজ না করত, তাহলে তাদের টিকে থাকা সম্ভব ছিল না।'

***সূত্র: দৈনিক বণিক বার্তা***

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পুপলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- 6 Hours DDC Class (Operate by JH office)
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction. ( Operate by JH office)



বাসা থেকে শিকআপ এন্ড ড্রপ
২টি লেসন একত্রে
OPEN 7 DAYS
Please

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।

Scan & Visit us!

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
৯১৭-৩০১-২০৬৩

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই

Website. www.populardrivingschoolny.com

POPULAR DRIVING SCHOOL INC.

Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave. 2nd Fl.
Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453

Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw, Drew St & Forbell St. City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

# হাসিনার দানবিক রাষ্ট্রের নেপথ্যের কারিগর তারা

*(প্রথম পাতার পর)* রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রসহ বিভিন্ন বিষয়ে শেখ হাসিনা সরকারের পদক্ষেপগুলো নিয়ে প্রশ্ন তোলার পথও রুদ্ধ করা হয়েছিল নিবর্তনমূলক আইনের মাধ্যমে। আওয়ামী লীগকে দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখে এসবের সুযোগ তৈরিতে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন সরকারের উচ্চপদস্থ বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে বিধি অনুযায়ী নিরপেক্ষ ভূমিকায় থাকার কথা থাকলেও অভিযোগ রয়েছে, উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনে দলীয় কর্মীর মতোই ভূমিকা রেখেছেন তারা।

বিশ্লেষকরা বলছেন, ১৫ বছরের আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার ব্যবস্থা স্বৈরতান্ত্রিক বা কর্তৃত্ববাদী হয়ে ওঠার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার। ব্যাপক আকার পেয়েছে দুর্নীতি, বাড়তে বাড়তে গোটা ব্যবস্থাকেই গ্রাস করেছে। আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হয়ে পড়েছে দুর্নীতির সুরক্ষাদাতা। এক পর্যায়ে সরকার সংশ্লিষ্টরাও বুঝে যান, কোনো কারণে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে হলে তার মূল্য তাদের জন্য মারাত্মক হবে।

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'গত ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে পুরো ব্যবস্থাকেই দুর্নীতিগ্রস্ত করে ফেলা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের দলীয়করণের মাধ্যমে মানুষের ভোটাধিকার খর্ব করা হলো। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সরকারের প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা হলো। যেটা জনস্বার্থে কাজ করবে সেটাকে সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে রূপান্তর করা হলো। বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে আইনের শাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যত প্রতিষ্ঠান আছে, সবগুলোয় একই চিত্র। সবগুলো ক্ষেত্রে দলীয়করণের মাধ্যমে পেশাগত দেউলিয়াপনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশন, দুদক, পিএসসি, মানবাধিকার কমিশনভ্রাত কমিশন আছে; সবগুলোকে এক ধরনের দুর্নীতিসহায়ক জায়গায় ঠেলে দেয়া হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা পেশাগত দেউলিয়াপনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে ভূমিকা পালন করেছেন। এখানে এ প্রতিবেদনে যে তালিকা দেয়া হচ্ছে তা সম্পূর্ণ না, আংশিক মাত্র। তাদের কারণে পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে ক্ষমতার যে স্তম্ভ, এসব স্তম্ভে জনগণের কোনো অস্তিত্ব থাকেনি। রয়েছে শুধু আমলাতন্ত্র ও কলুষিত এবং দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতি। ব্যবসা, আমলাতন্ত্র ও দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতিড়এ তিন চক্রের মাধ্যমে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে থাকা যাবে, এটাই নিশ্চিত করে ধরে নেয়া হয়েছিল।'

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে নানা সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত এসব কর্মকর্তা এক পদেই ছিলেন দীর্ঘদিন। বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিটি বিভাগকেই তৎকালীন সরকারের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার হাতিয়ারে পরিণত করেছিলেন তারা। এ তালিকায় রয়েছেন সাবেক বিচারপতি থেকে শুরু করে রয়েছেন সাবেক সেনাপ্রধান, সচিব, গভর্নর, ব্যবসায়ী, নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ, আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধানদের নামও।

আওয়ামী লীগের শাসনে দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে দলীয়করণ এবং রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা রেখেছিলেন হোসেন তৌফিক ইমাম (এইচটি ইমাম)। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রিপরিষদ সচিব এইচটি ইমাম ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনপ্রশাসনবিষয়ক উপদেষ্টা ও ২০১৪ সালে রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পান।

তার তত্ত্বাবধানে কোনো রাখঢাক ছাড়াই প্রশাসনের ব্যাপক দলীয়করণ ঘটে। ২০১৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে ছাত্রলীগের এক অনুষ্ঠানে তিনি ছাত্রলীগের কর্মীদের উদ্দেশে বলেছেন, 'তোমরা লিখিত পরীক্ষায় পাস করে আসো, তারপর আমরা দেখব।'

নির্বাচনে জয়লাভ করতে প্রশাসনকে ব্যবহারের বিষয়টি নিয়ে নিজেই কথা বলেছেন খোলাখুলি। ২০১৮ সালের নির্বাচনের পর ছাত্রলীগের এক সভায় তিনি নির্বাচন সম্পর্কে বলেন, 'নির্বাচনের সময় বাংলাদেশ পুলিশ ও প্রশাসনের যে ভূমিকা, নির্বাচনের সময় আমি তো প্রত্যেকটি উপজেলায় কথা বলেছি, সব জায়গায় আমাদের যারা রিক্রুটেড, তাদের সঙ্গে কথা বলে, তাদের দিয়ে মোবাইল কোর্ট করিয়ে আমরা নির্বাচন করেছি। তারা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, বুক পেতে দিয়েছে।'

বিষয়টি সমালোচনা তৈরি করলে পরে তিনি বক্তব্য বিকৃতির অভিযোগ আনেন।

এভাবে দলীয়কৃত প্রশাসনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করার প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের মাধ্যমে। যদিও দেশের নির্বাচনীয় ব্যবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে সাংবিধানিক রূপ দেয়ার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ নিজেই রেখেছিল প্রধানতম ভূমিকা। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে ভূমিধস বিজয় পেয়ে সরকার গঠন করে দলটি। এরপর সংসদে ২০১১ সালে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনী বিলের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করা হয়। এর সুযোগ করে দিয়েছিল তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের একটি রায়। হাইকোর্টে বৈধ ঘোষণা হওয়া সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীকে ২০১১ সালের মে মাসে 'অবৈধ ও অসাংবিধানিক' আখ্যা দিয়ে রায় দেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বেঞ্চ। এরই ভিত্তিতে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বিলের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের সুযোগ রুদ্ধ করে দেয়া হয়। ফিরে আসে দলীয় সরকারের অধীনে ভোটগ্রহণের প্রথা। এবিএম খায়রুল হক ১৯তম প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন ২০১০ সালে। ৭ মাস ১৮ দিনের দায়িত্ব পালনকালে যেসব রায় দিয়েছিলেন, তার মধ্যে এ রায়টিই পরের ১৪ বছরের শাসনব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে দিয়েছিল বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কাজী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে (সাবেক) কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে একটা সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছিল। সিন্ডিকেটটা আইনি, পুলিশি কিংবা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, যা-ই হোক না কেন, সব প্রক্রিয়ায় যেকোনোভাবেই তাকে ক্ষমতায় রেখে যেন সুবিধা নিতে পারে, সেই বন্দোবস্তটা করে ফেলেছিল। সর্বোচ্চ আদালত রায় দেয়ার সময় জাতির ব্যাপারটাও চিন্তা করে। রায়ে একটা দিকনির্দেশনাও থাকে। এ দিকনির্দেশনায় এক ধরনের প্রজ্ঞা থাকে। এবিএম খায়রুল হকের কথা বিশেষভাবে বলতে হয় এ কারণে যে তার রায়ের ক্ষেত্রে এ প্রজ্ঞাটা আমরা দেখিনি। একটা জাতি যেখানে এগোচ্ছে, সেখানে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট বাতিল করার যে এখনো সময় হয়নি, সে বিষয়টা ওনার রায়ের মধ্যে আমরা দেখিনি। আইনের মধ্যে কিছু প্রজ্ঞাও থাকে, সে বিষয়টা আমরা পাইনি।'

আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে দেখা হতো মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিককে। আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা সংস্থায় ঊর্ধ্বতন পদে কাজ করেছেন তিনি। ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন তিনি। এ সময় তিনি সামরিক বাহিনীতে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটান ও ব্যাপক দলীয়করণ করেন। এছাড়া তার বিরুদ্ধে অনেক মেধাবী অফিসারের ক্যারিয়ারে প্রতিবন্ধকতা তৈরির অভিযোগ রয়েছে। অনেক গুমের নির্দেশদাতা হিসেবে বিভিন্ন সময় তার নাম আলোচিত হয়েছে। ২০১৯ সালে আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে তারিক আহমেদ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে গুমের অভিযোগ আনা হয়। এছাড়া আলোচিত গোপন কারাগার 'আয়নাঘর' তৈরিতেও তারিক আহমেদ সিদ্দিক মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে দাবি একাধিক সাবেক সেনা কর্মকর্তার।

আয়নাঘরের নির্যাতনের ভুক্তভোগীদের অন্যতম লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) হাসিনুর রহমান (বীর প্রতীক)। গত ৬ আগস্ট তিনি নিজের একাধিকবার গুম হওয়ার ঘটনা তুলে ধরেন। আর এর মূল হোতা হিসেবে দায়ী করেন মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিককে।

বলা হয়, আওয়ামী লীগের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তোলার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছেন সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল (অব.) আজিজ আহমেদও। ২০১৮ সালের ২৫ জুন থেকে ২০২১ সালের ২৩ জুন পর্যন্ত সময়ে তিনি সেনাপ্রধানের দায়িত্বে ছিলেন। অভিযোগ রয়েছে, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতায় নিয়ে আসতে নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করেন তিনি। এছাড়া পুলিশের খাতায় অন্যতম শীর্ষ সন্ত্রাসী হিসেবে তালিকাভুক্ত নিজের ভাইকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য শাস্তি এড়িয়ে রেহাই পেতেও সহায়তা করার অভিযোগ রয়েছে তারা বিরুদ্ধে। তার বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ রয়েছে, নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য দুর্নীতিতে জড়িয়েছেন। অন্যায্যভাবে সামরিক খাতে কন্ট্রাক্ট পাওয়া নিশ্চিত করার জন্য তিনি ও তার ভাইরা একযোগে কাজ করেছেন। সরকারি নিয়োগের বিনিময়ে ঘুসও নিয়েছেন।

প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন আয়োজনের মাধ্যমে শেখ হাসিনা সরকারকে ক্ষমতায় ফেরার পথ প্রশস্ত করে দেয়ার অভিযোগ রয়েছে গত তিন নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। এর মধ্যে কাজী রকিব উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালন করে ২০১২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০১৭ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এ কমিশনের অধীনেই ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় বিরোধী দলবিহীন দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। দেশে-বিদেশে ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল সে নির্বাচন।

বিশ্লেষকদের মতে, ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচনের যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, এ কমিশন তার পাঁচ বছরের মেয়াদে তা ধ্বংস করে দিয়েছে। এর অধীনে জাতীয় সংসদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা, সিটি করপোরেশন ও জেলা পরিষদ নির্বাচন হয়েছে। কমিশন সচিবালয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এত বেশি নির্বাচন করার সুযোগ অতীতের কোনো কমিশন পায়নি।

২০১৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী থেকে ২০২২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন কেএম নুরুল হুদার নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন। এ সময়ও জাতীয় সংসদ থেকে স্থানীয় সরকার পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনই ছিল বিতর্কিত। দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশ নেয়া নিয়ে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে সন্দেহ-সংশয় ছিল। এ কমিশনের অধীনে ২০১৮ সালের একাদশ সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৫৯ আসন পেয়ে টানা তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠন করে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে একতরফা সুবিধা প্রদান, ভোট কারচুপি, নির্বাচন কমিশনাররা সরকারদলীয় কর্মীর মতো বক্তব্য রাখাসহ বিতর্কিত নানা ঘটনার নজির দেখা যায়। ভোটের আগের দিন-রাতে ব্যালট বক্সে সিল মারা ব্যালট আগে থেকে রাখার অভিযোগ ওঠে সরকারি দল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে।

'ভোটিং ইন আ হাইব্রিড রেজিম: এক্সপ্লেনিং দ্য ২০১৮' বাংলাদেশী ইলেকশন বইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, 'নির্বাচন কমিশন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো, বেসামরিক প্রশাসন এবং ক্ষমতাসীন দল এ নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে এবং তারা একে অপরের সহযোগী ছিল। বিরোধী দলের কর্মী ও প্রার্থীদের গ্রেফতার, পুলিশের উপস্থিতিতে বিরোধীদের ওপর সরকারি দলের কর্মীদের হামলা এবং প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষেত্রে দ্বৈত নীতি- রকম কৌশলগুলো ব্যবহৃত হয়েছে।'

২০২২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী কাজী হাবিবুল আউয়ালের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বে চলতি বছরের ৮ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। একতরফাভাবে বিএনপিসহ বড় রাজনৈতিক দলগুলো ছাড়াই এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে মোট ২৮ শতাংশ ভোট পড়ার কথা জানানো হলেও পরে কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই সেটি ৪১ শতাংশ ঘোষণা করা হয়।

দেশের জ্বালানি খাতের বর্তমান দুরবস্থার প্রধান দুই কারিকর ধরা হয় সাবেক দুই আমলা মো. আবুল কালাম আজাদ ও আহমদ কায়কাউসকে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব হিসেবে ২০১৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী নিয়োগ পান মো. আবুল কালাম আজাদ। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশের বিদ্যুৎ খাতের অব্যবস্থাপনা ও আর্থিক চাপ তৈরির জন্য বিদ্যুৎ সচিব হিসেবে তার ভূমিকাকে অনেকাংশেই দায়ী করা হয়। তার হাত ধরেই দেশের বিদ্যুৎ খাত হয়ে উঠেছে বেসরকারি উদ্যোক্তানির্ভর (আইপিপি)।

জ্বালানি খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাণিজ্যিক ঋণে নির্মিত এসব বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সঙ্গে চুক্তিতে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিবর্তে উদ্যোক্তাদের মুনাফাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে বেশি। এক গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, এসব আইপিপির সঙ্গে যোগসাজশমূলক *(বাকি অংশ ২৭ এর পাতায়)*

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


Bronx Travel
আপনি কি আমেরিকার ৫ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা করতে চান ?
আমেরিকার পাঁচ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ট্যুরিস্ট ভিসা (B1/B2) এর DS 160 ফরমটি সঠিকভাবে পূরণ করতে পারলে বাংলাদেশ থেকে ভিসা পাওয়া খুবই সহজ।
B1/B2 ভিসার DS 160 ফরমটি নির্ভুলভাবে পূরণ করতে এবং ভিসা সংক্রান্ত যেকোন পরামর্শে আমাদের সহযোগিতা নিন।

Call: 516-914-9045
Em@ail: bronxtravel1@gmail.com


MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর

MLS
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445

# মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-

*(শেষ পাতার পর)* ধর্মনিরপেক্ষতা অসাম্প্রদায়িকতা বা সমাজতন্ত্রের প্রয়োজন পড়ে নাই। যুদ্ধের নয় মাস ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা প্রায় সবাই প্রাণভয়ে ভারতে পালিয়ে ছিল। যুদ্ধ করেছে প্রধানত: মুসলমানরা। দেশের ভেতর যারা ছিলেন তারাও মুসলমান। কিছু ছিল পাক বাহিনীর দোসর মুসলিম লীগ রাজাকার পিস কমিটি। বাকিরা সবাই স্বাধীনতার পক্ষের। এরা আশ্রয় দিয়ে খাইয়ে খবরাখবর দিয়ে পাক বাহিনীর হাত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বাঁচিয়ে- নানাভাবে সহায়তা করেছে। নয় মাস মসজিদে আজান হয়েছে মুসলমানরা নামাজ পড়েছে মাদ্রাসায় বাচ্চারা কোরআন শিখেছে। তখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে মানুষ বুঝতো দেশ স্বাধীন হলে কোন জুলুম চলবে না, মানুষকে প্রাণভয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে না কথা বলতে পারবে, সবাই পেটপুরে খেতে পারবে, কোন অন্যায় থাকবে না, চুরি ডাকাতি থাকবে না ঘুষ দূর্নীতি উঠে যাবে, শাষক আর শোষক বলে কিছু থাকবে না, প্রভু না হয়ে সরকার হবে জনগনের সেবক, মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিয়ে নিজেদের পছন্দের সরকার গঠন করতে পারবে। তখন যদি বলা হতো দেশ স্বাধীন হলে সমাজতন্ত্র কায়েম করা হবে, ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতাকে পৃষ্ঠপোষকতা করা হবে আমার সন্দেহ আছে কতজন পক্ষে থাকতো! বিজয়ের পর ভারত থেকে ফিরে এসে নেতারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কথাটা ব্যপকভাবে চালু করেন। ভারতীয় সংবিধানের মূলনীতির আদলে আমাদেরও মুলনীতি নির্দ্ধারন করা হয় জাতীয়তাবাদ গনতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা সমাজতন্ত্র। বলা হয় সব মিলিয়ে এটাই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

কেউ আপত্তি করে নাই। কিন্তু সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে আওয়ামী লীগ যে অবস্থার সৃস্টি করলো মানুষ তার জন্য প্রস্তুত ছিল না। বেশুমার লুটপাট লাইসেন্সবাজী পারমিটবাজী আড়ৎদারি মুনাফাখোরী, খুন রাহাজানি সন্ত্রাস সহিংসতা বিরোধী মত দল দমন, দূর্ভিক্ষ সৃস্টি, মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরন গণতন্ত্র কবর দেওয়া রক্ষীবাহিনীর তান্ডব- সব মিলিয়ে বিভৎস্য এক নারকীয় পরিস্থিতি। এ সময়কালটায় মানুষ এতটাই দূর্ভোগ পোহায়- এরপর চেতনার কথা শুনলেই ভয়ে আৎকে উঠতো। দীর্ঘদিন ও নাম আর কেউ মুখে নেয় নাই।

মাঝখানে পাঁচ বছর। একই অবস্থা। তবে সে সময় শক্তিশালী বিরোধী দল থাকায় অতটা সুবিধা হয় নাই। চেতনা একটু কমই বাস্তবায়িত হয়। এবার ২০০৮এ ক্ষমতায় আসার পর থেকে একেবারে রমরমা অবস্থা। বিরোধী দল দৌড়ের ওপর। একচ্ছত্র আধিপত্য। ফলে মনের সুখে চেতনা কায়েম করে চললো। সাংবাদিকতা শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গনের একপাল হাভাতে সামান্য কিছু উচ্ছিষ্ট বা পদ পদক পুরস্কার অনুদান সাহায্য একটা প্লট কিছু ব্যাংক লোনের আশায় তারস্বরে বগল বাজিয়ে তাল দিলো। পনেরটা বছর চললো চেতনা কয়েমের মচ্ছব! অসহায় নির্বাক মানুষ হা হয়ে দেখলো চেতনার বদৌলতে ক্ষমতার লোকেরা একএকজন ফকিন্নির পুত থেকে রাজপুত বনে গেল! আঙুল ফুলে বটগাছ। বেশুমার চুরি ডাকাতি লুটপাটের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠলেন আজিজ খান এস আলম দরবেশ বেনজীর। গুম খুন ক্রস ফায়ার গণহত্যা আয়না ঘর বানিয়ে দেশে সমসাময়িক বিশ্বের নিকৃষ্টতম স্বৈরাচার কায়েমের মধ্য দিয়ে চেতনা বাস্তবায়নের ষোলকলা পুর্ণ হলো!

এখন চেতনা একটা গালি! যেন এক অভিশপ্ত শব্দ। কেউ মুখে উচ্চারণ করলে বাচ্চারা পর্যন্ত লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে! আওয়ামী লীগ নিজেরা তো ডুবলো, একটা আদর্শের কবর দিয়ে গেল!

# নিউইয়র্কের বিভিন্ন স্থানে শোক দিবস পালিত

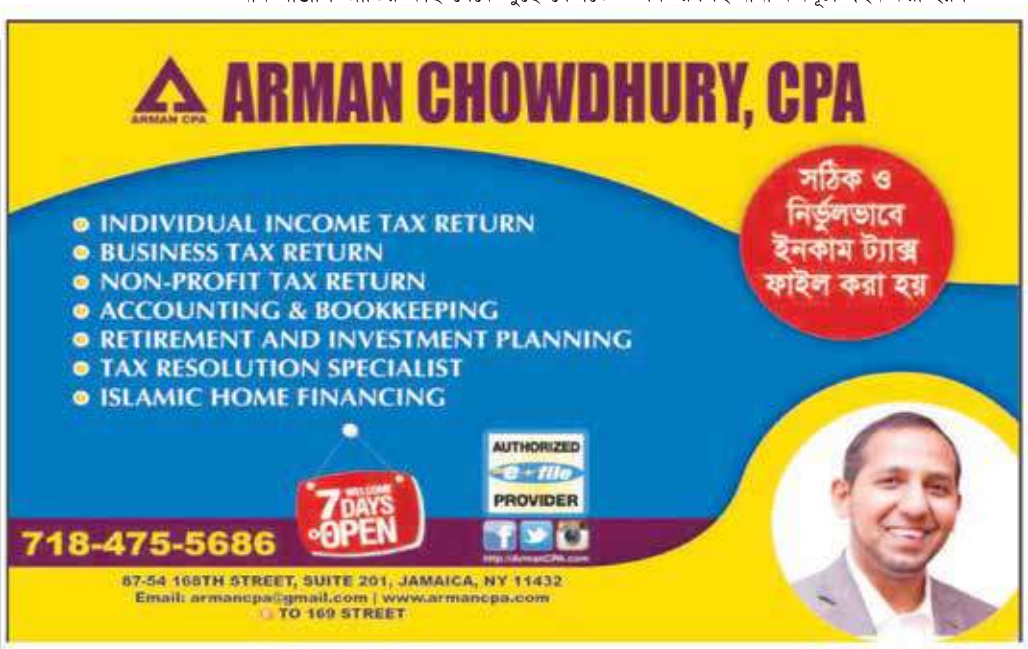
*(১৭ এর পাতার পর)* মানুষের হৃদয়ে। আজ শোকের দিনে বাঙালি জাতি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৫ আগস্ট নৃশংস হত্যাযজ্ঞের শিকার তাঁর পরিবারের সদস্যদের। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস বাতিল করে আবারো ৭৫ এর পুনরাবৃত্তি করলো। যে মানুষটির নেতৃত্বে দেশ ৭১ সালে স্বাধীন হয়েছিলো সেই বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার নৃশংসভাবে হত্যা করে বাংলাদেশের নেতৃত্বকে ধ্বংস করে দিয়েছিলো। শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের হাত ধরে আবারো দেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছিলো বিশ্ব মানচিত্রে । এমন অবস্থায় দেশের স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলনে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে দেশকে অস্থিতিশীল করে তুলে এবং হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে সরকারের পতন ঘটিয়ে দেশকে আবারো বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। ঐ স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি আজ ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত যাদুঘর, দেশের বিভিন্ন স্থানে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল, ভাস্কর্য, ছবিসহ বিভিন্ন স্থাপনা ধ্বংসের খেলায় লিপ্ত। বঙ্গবন্ধুর নাম বাঙালি জাতির কাছ থেকে মুছে ফেলতে চাচ্ছে। কিন্তু তার পারবেনা। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় লালিত ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার চেষ্টা আগেও হয়েছিলো। তখনও পারেনি এখনো পারবেনা। জাতীয় শোক দিবস বাতিল করলেও জাতির এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসীদের কাছে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ অবিচ্ছেদ্য হয়ে থাকবে। দেশে এখন যারা হত্যা ও অরাজকতা চালাচ্ছে তাদের বিচারের আওতায় আনতে হবে।

এদিকে উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে। দলের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনায় অংশ নেন সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ, ডা. মাসুদুর রহমান, চন্দন দত্ত, মহিউদ্দিন দেওয়ান, মো: সোলেয়মান আলী প্রমুখ।

এদিন রাত আটটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত নবান্ন রেষ্টুরেন্টে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তির সম্মিলিত জোট জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা, দোয়ার আয়োজন করে। এসব অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পন, আলোচনা, জাতীয় সংগীত পরিবেশন, তবারক বিতরণসহ নানা কর্মসূচী গ্রহন করা হয়।













# দেশে সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে নিউইয়র্কে বিক্ষোভ















*(শেষ পাতার পর)* 'সেভ হিন্দু টেম্পল', 'স্টপ হিন্দু জেনোসাইড' এরকম বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে এবং ম্যানহাটনের টাইমস স্কয়ারে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হামলার অভিযোগ তুলে গত ৯ আগস্ট শুক্রবার বিকালে ইউনাইটেড হিন্দুজ অব ইউএসএ' সহ বিভিন্ন ব্যানারে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন ছাড়াও দলমত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিক্ষোভে অংশ নেন। জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে ৪৭ স্ট্রিটে দাগ দ্য হ্যামারশেল্ড পার্কে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে অবিলম্বে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা বন্ধ এবং হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়। সমাবেশ থেকে ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দেয়া হয় সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ বন্ধের জন্য। অন্যথায় নিউইয়র্কে শুরু এ আন্দোলন সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া হবে বলে হুশিয়ারি দেওয়া হয়।

একই আহ্বানে ইউনাইটেড হিন্দুজ অব ইউএসএ'র পক্ষ থেকে জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবরে একটি স্মারকলিপিও প্রদান করা হয়েছে। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, শেখ হাসিনা পদত্যাগের পর দেশ ছাড়ার সাথে সাথে সুপরিকল্পিতভাবে সারা বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ শুরু হয়েছে। আগুন দেয়া হয় ব্যবসা-বাড়ি ঘরে। ভেঙে চুরমার করা হয়েছে মন্দির। তরুণী-নারীর সম্ভ্রমহানীর পর অনেককে হত্যা এবং মোটা অংকের চাঁদা না দেয়ার অনেক হিন্দুকে অকথ্য নির্যাতনের পর পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এ বিক্ষোভ-সমাবেশে শিশু-কিশোর-তরুণ-তরুণীরাও ছিল ক্ষুব্ধ।

সেভ হিন্দুজ ইন বাংলাদেশ, বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন বন্ধ করুন, সেভ হিন্দু টেম্পল, উই নীড জাস্টিস, স্টপ রেপস অ্যান্ড সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স এগেইনস্ট হিন্দু উইমেন, স্টপ হিন্দু জেনোসাইড ইত্যাদি লেখা প্ল্যাকার্ডও বহন করেন অনেকে। ইউনাইটেড হিন্দুজ অব ইউএসএ আয়োজিত এ বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য দেন সংগঠনের চেয়ারম্যান ডা. প্রভাত দাস, সভাপতি ভজন সরকার, শীতাংশু গুহ, ড. দীলিপ নাথ, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতা অধ্যাপক ড. দ্বীজেন ভট্টাচার্য, সুশীল সাহা, সুশীল সিনহা প্রমুখ। সমাবেশ পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রাম দাস ঘরামী।

ইউনাইটেড হিন্দুজ অব ইউএসএ'র সেক্রেটারি রামদাস ঘরামির সঞ্চালনায় সংগঠনের সভাপতি ভজন সরকার বলেন, বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ধারণকারী সকল স্থাপনা ভেঙে ফেলেছে। এটা যেমন সত্য, ঠিক তেমনি আমরা হিন্দুরা কি অপরাধ করলাম। বারবার সরকার পরিবর্তন হয়, নির্বাচন আসে, পূজা আসে, আর হিন্দুদের ওপর হামলা হয়। পূজা পার্বনের সময়েও হিন্দুরা আক্রান্ত হয়। এই সমস্যার একটা পারমানেন্ট সমাধান দরকার। এহেন সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশে ৫-১০টি ডিস্ট্রিক্ট নিয়ে সুরক্ষিত একটি আলাদা জায়গা চাই হিন্দুদের জন্যে। সমাবেশে বক্তারা নিজ নিজ বক্তব্যে অন্তর্বর্তীকালিন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে হিন্দু নির্যাতনকারীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। এদিকে এই সমাবেশ শেষে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি টাইমস স্কয়ারে গিয়ে আরেকটি সমাবেশে যোগ দেয়। সেখানে বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, মন্দির ও প্রতিমা ভাঙচুরের প্রতিবাদে এবং হামলা বন্ধের দাবিতে গত ১১ আগস্ট রোববার বিকালে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় ইউনাইটেড হিন্দুজ ইউএসএ'র এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের বিপুলসংখ্যক সদস্য এই সমাবেশে যোগ দেন।






# Immigrant Elder Home Care LLC

# হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

## আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



**Call Today:**

**Dr. Md. Mohaimen**
**718-457-0813**
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

**Giash Ahmed**
Chairman/CEO
**917-744-7308**

**Nusrat Ahmed**
President
**718-406-5549**

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

| Corporate Office | Jamaica Office | Long Island Office | Bronx Office | Ozone Park Office | Buffalo Office |
|---|---|---|---|---|---|
| 37-05 74st, 2nd Fl<br>Jackson Heights, NY 11372 | 87-54 168th Street, 2nd Fl<br>Jamaica, NY 11432 | 1 Blacksmith Lane<br>Dix Hill, NY 11731 | 2148 Starling Ave.<br>Bronx, NY 10462 | 175 B Forbell Street<br>Brooklyn, NY 11208 | 859 Fillmore Ave<br>Buffalo, NY 14212 |
| 917-744-7308, 718-457-0813 | 718-406-5549 | 718-406-5549 | 718-406-5549 | 718-406-5549 | 718-406-5549 |






সফলতার ২৮ বছরে
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা

বর্ষ ২৮ : সংখ্যা ৪৭ : সোমবার, ভাদ্র ০৪ ১৪৩১
সফর ১৩ ১৪৪৬ Vol. 28 Issue 47 : August 12 USA.
Free in NY, Other State $1.


# ডেমোক্রেট কনভেনশনকে ঘিরে শিকাগো সরগরম

*এবারের থিম 'ফর দ্য ফিউচার'*

**সালাহউদ্দিন আহমেদ:**
আগামী নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিতব্য প্রেসিডেন্টিয়াল নির্বাচন ঘিরে ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেট দলের 'ডিএনসি' নামে পরিচিত 'ডেমোক্র্যাট ন্যাশনাল কনভেনশন' অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিকাগোর 'ইউনাইটেড সেন্টার অ্যারিনা'। ১৯ আগষ্ট সোমবার থেকে শুরু হয়েছে এই *(বাকি অংশ ২২ এর পাতায়)*





সাঈদ তারেকের কলাম

## মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বোঝাতে আওয়ামী লীগ বরাবরই মুখে বলেছে এক, কাজে দেখিয়েছে অন্যরকম। এটা সেই স্বাধীনতার পর থেকেই, যতবার ক্ষমতায় এসেছে। আসলে যুদ্ধের সময় চেতনা বলতে আমরা একটা ব্যপারই বুঝতাম- হানাদার বাহিনীর হাত থেকে মুক্তি, দেশটার স্বাধীনতা। ধর্ম নিরপেক্ষতা অসাম্প্রদায়িকতা সমাজতন্ত্র- এ কথাগুলো এসেছে স্বাধীনতার পরে। '৭১এর আগ পর্যন্ত সমাজতন্ত্র নিয়ে চিন্তাভাবনা ছিল বিশেষ এক ধরনের রাজনীতিকের মধ্যে। তাদের সংখ্যা ছিল একেবারেই নগন্য। সাধারন্যে কমিউনিজম বা কমিউনিষ্ট বলে একটা কথা প্রচলিত ছিল। তবে কমিউনিস্টদেরকে মনে করা হতো নাস্তিক। অর্থাৎ তারা ধর্মবিরোধী। রোজা রাখে না নামাজ কালাম পড়ে না। মানুষ এদেরকে পছন্দ করতো না, জায়গা দিতো না। আবহমান কাল ধরে হিন্দু-মুসলমান যার যার ধর্মকর্ম পালন করে পাশাপাশি বাস করে আসছিলো। এতে
*(বাকি অংশ ২৯ এর পাতায়)*

# বিভক্ত জেবিবিএ ঐক্যের পথে, পরিচালনা কমিটি গঠনের তাগিদ




**দ্বিধা-বিভক্তি ভুলে জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশনের দু'গ্রুপের নেতৃবৃন্দরা একত্রে সংবাদ সম্মেলনে বসে আবারো ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং যৌথ আয়োজনে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর পথমেলা আয়োজনের সিদ্ধান্ত জানান।**

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:**
মতানৈক্যের কারণে বেশ কয়েক বছর ধরে নিউইয়র্কে বাংলাদেশী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসের ব্যবসায়ীদের সবচয়ে বৃহত্তম সংগঠন জেবিবিএ (জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন) দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এ জন্য একই নামে জ্যাকসন *(বাকি অংশ ২২ এর পাতায়)*

*এফটিএ'র দাবি*

## সাবওয়ের নিরাপত্তাহীনতায় দায়ী এমটিএ

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:**
২০২৩ সালে সাবওয়েতে চলাচলের সময় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া, শারিরীকভাবে হেনস্তা, চাকু মারার মতো ৩৮টি দূর্ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটি- (এমটিএ) কর্মীরা জড়িত ছিল বলে জানিয়েছে ফেডারেল ট্রানজিট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এফটিএ। কেবল তাই নয়, অভ্যন্তিরন এক তদন্ত প্রতিবেদনে এফটিএ নিউইয়র্ক সিটির এমটিএ কর্তৃপক্ষের তীব্র সমালোচনা করে জানিয়েছে, সাবওয়ের মধ্যে নিরাপত্তা শিথিলের দায়ে অভিযুক্ত এ প্রতিষ্ঠানটির উদাসীনতায় গণপরিবহনে দূর্ঘটনা বাড়িয়ে *(বাকি অংশ ১২ এর পাতায়)*

## সাবেক ৪১ মন্ত্রী-এমপির বিরুদ্ধে তদন্ত করছে দুদক

**ঢাকা ডেস্ক:**
বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের ৪১ জন মন্ত্রী-এমপির দুর্নীতির অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সোমবার (১৯ আগস্ট) দুদকের প্রধান কার্যালয়ে কমিশন থেকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে তিনজন পরিচালকের নেতৃত্বে পৃথক তিনটি টিম গঠন করা হয়েছে বলে জানা গেছে।
দুর্নীতি অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত হওয়া সাবেক মন্ত্রীদের মধ্যে যাদের নাম রয়েছেন সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশী, সাবেক বিদ্যুৎ ও জ্বালানি *(বাকি অংশ ৬ এর পাতায়)*

*যুক্তরাষ্ট্র আ,লীগ ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটসহ বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে*

## নিউইয়র্কের বিভিন্ন স্থানে শোক দিবস পালিত

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:**
যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটসহ বিভিন্ন সংগঠন ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকীতে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালন করেছে। এই উপলক্ষে তারা আয়োজন করা হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সমাবেশের। এই সব অনুষ্ঠানে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত যাদুঘর, দেশের বিভিন্ন স্থানে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল, ভাস্কর্য, ছবিসহ বিভিন্ন স্থাপনা ধ্বংসের নিন্দা করা হয় এবং অবিলম্বে সেগুলো সংস্কারের দাবী জানানো হয়। ১৫ আগস্ট শোক দিবস বাতিলের নিন্দা ও সেই সাথে কোটাসংস্কার আন্দোলনকে *(বাকি অংশ ১৭ এর পাতায়)*

## অবৈধ পার্কিং করলে ২৫০ ডলার পর্যন্ত জরিমানা

*১৯ আগস্ট থেকে আইন প্রয়োগ*

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:**
নিউইয়র্ক সিটিতে এর আগে বাস স্টপ ব্লক কিংবা ডাবল পার্কিং করেছেন যারা, তারা এবার সাবধান। আগামী সপ্তাহ থেকে কোন রকম সতর্কবার্তা ছাড়াই জরিমানা শুরু করবে নিউইয়র্ক সিটির মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটি-এমটিএ। বৃহস্পতিবার (১৫ আগষ্ট) এমন তথ্য জানিয়েছেন এমটিএ কর্মকর্তারা।
এমটিএ বলছে, নিউইয়র্ক সিটির ১৫ হাজারেরও *(বাকি অংশ ১২ এর পাতায়)*

*আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল আদালতে শেখ হাসিনা ও তাঁর সহযোগিদের বিচার দাবি*

## নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি'র উদ্যোগে খালেদা জিয়ার জন্মদিন পালন

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:**
বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় নিউইয়র্কে সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার ৮০তম জন্মদিন পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে সিটির জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় বৃহস্পতিবার (১৫ আগস্ট) দোয়া-মোনাজাত ও তবারক বিতরণের কর্মসূচী নেয়া হয়। অনুষ্ঠানে বেগম খালেদা জিয়া ছাড়াও শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও মরহুম আরাফাত রহমান কোকো সহ সাম্প্রতিককালে দেশের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহতদের আত্মার মাগফেরাত এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনায় বিশেষ মোনাজাত *(বাকি অংশ ১৬ এর পাতায়)*

## ইসলামের মৌলিক চারটি কাজ



জাফর আহমাদ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"যারা তাদের রবের নির্দেশ মেনে চলে, নামায কায়েম করে এবং নিজেদের সব কাজ পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে চালায়, আমি তাদের যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।"(সুরা শূরা:৩৮)
এই সুরার ৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,"যা-ই তোমাদের দেয়া হয়েছে তা কেবল দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপকরণ মাত্র। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা যেমন *(বাকি অংশ ২৩ এর পাতায়)*

## দেশে সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে নিউইয়র্কে বিক্ষোভ

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:**
দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, মন্দির ও প্রতিমা ভাঙচুরের প্রতিবাদে 'সেভ হিন্দুজ ইন বাংলাদেশ', 'বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন বন্ধ করুন', *(বাকি অংশ ৩০ এর পাতায়)*

## জ্যাকসন হাইটসে হাটবাজারে চুরি

*প্রায় লাখ ডলার লুট*

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:**
সাম্প্রতিককালে নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন স্থানে বাসাবাড়ী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চুরি এবং ডাকাতির ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এতে প্রবাসী বাংলাদেশী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক, উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। মঙ্গলবার (১৩ আগষ্ট) দিবাগত রাত সাড়ে দশটার দিকে জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রীটের *(বাকি অংশ ২ এর পাতায়)*

## একজোট হচ্ছেন উবার চালকরা ৪ সেপ্টেম্বর রোড মার্চ

**বিশেষ প্রতিনিধি:**
নিউইয়র্ক সিটিতে এবার যাত্রী আনা-নেওয়ায় পুরোপুরি লগ অফ বন্ধের দাবিতে আবারো একজোট হচ্ছে নিউইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্স। আর এ দাবি বাস্তবায়নে উবার লিফটের প্রধান কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করতে চায় সংগঠনের নেতারা। এরই মধ্যে সময় বেঁধে দিয়েছে তারা। আগামী ৪ সেপ্টেম্বর দুপুরে নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের উবার অফিসের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ করবেন ড্রাইভাররা। প্রতিবাদ সমাবেশে যোগ দিতে ড্রাইভারদের সিটি হলের সামনে জমায়েত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে নিউইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্স।
জানা গেছে, এ প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য দেবেন নিউইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্সের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন স্তরের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। তারা এ সময় উবার ও লিফট ড্রাইভারদের লগ অফ করার *(বাকি অংশ ১১ এর পাতায়)*

## এক স্লিপ



**সালাহউদ্দিন আহমেদ:**
বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের ক্ষমতাচ্যুতির পর সার্বিক পট পরিবর্তনের নিউইয়র্ক প্রবাসী অধিকাংশ বাংলাদেশী খুশি। বিশেষ করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা সহ তার সরকার মন্ত্রী, এমপি, দলীয় নেতাদের সাগর চুরি আর দূর্নীতির খবরে হতবাক প্রবাসীরা। পাশাপাশি একমাত্র বাংলাদেশী হিসেবে নোবেল শান্তি পুরষ্কার জয়ী, বিশ্ববাপী সমাদৃত প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি সমর্থন দেয়া জরুরী বলেও মন্তব্য করেছেন আওয়ামী সমর্থক ব্যাতীত প্রবাসীরা। অনেক প্রবীণ প্রবাসীর অভিমত
*(বাকি অংশ ৮ এর পাতায়)*

## 'জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী'র শোক দিবস পালন

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:**
'জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী'র উদ্যোগে প্রতিবারের মতো এবারো যথাযোগ্য মর্যাদায় 'জাতীয় শোক দিবস' পালন করেছে । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও তার পরিবারসহ ১৫ আগস্ট নিহতদের স্মরণে এবং আত্মার মাগফেরাত কামনায় প্রতিবছর এ দিনে 'জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী'র ব্যানারে *(বাকি অংশ ১৭ এর পাতায়)*

## যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল



এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে *(বাকি অংশ ৮ এর পাতায়)*


ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত "গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস" আপনাকে নিরাপদ ও ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।












Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169Fax: 718 482 9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com